Year 10 | Issue 28
08 - 14 SEPTEMBER 2023

বর্ষ ১০ | সংখ্যা ২৮
২৪ ভাদ্র ১৪৩০
২১ সফর ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

যুক্তরাজ্যে ভ্রমণের নিয়ম বদলে যাচ্ছে

চালু হচ্ছে ‘ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন’ সিস্টেম

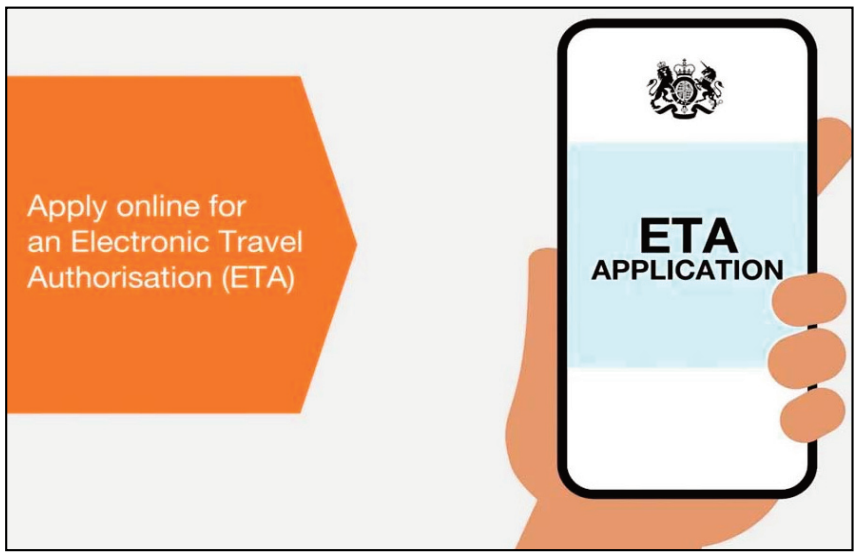

দেশ ডেস্ক, ০৮ সেপ্টেম্বর: বদলে যাচ্ছে যুক্তরাজ্যের ভ্রমণ ভিসানীতি। আগামী ১৫ নভেম্বরের পর থেকে শিশুসহ সব বিদেশি নাগরিকের জন্য যুক্তরাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন (ইটিএ)। কেবলমাত্র ব্রিটিশ ও আইরিশ নাগরিক ছাড়া সব বিদেশির জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। নতুন এ ব্যবস্থায় যুক্তরাজ্যে প্রবেশ বা ট্রানজিটের আগে ইটিএ’র মাধ্যমে অনুমতি নিতে হবে।

এর অর্থ হল- যেসব বিদেশি বর্তমানে ভিসা ছাড়াই যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে পারছেন, কিন্তু তারা যুক্তরাজ্যে ‘লিগ্যাল রেসিডেন্ট’ নন, আগামী ১৫ নভেম্বরের পর তাদের যুক্তরাজ্যে প্রবেশে ‘ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন’ প্রয়োজন হবে।

যুক্তরাজ্যে তাদের অবস্থানের মেয়াদ হবে ছয় মাসের কম। আর ভ্রমণের উদ্দেশ্য হবে পর্যটন, পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ট্রানজিট, ব্যবসা ও স্বল্প মেয়াদে পড়ালেখা।

দীর্ঘ মেয়াদে পড়ালেখা, কাজ বা অন্য কোনো কারণে যুক্তরাজ্যে যেতে চাইলে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। ‘ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশনের’ জন্য যুক্তরাজ্যে ভ্রমণের জন্য বুকিংয়ের আগেই আবেদন করতো হবে।

আবেদন মঞ্জুর হলে তা দুই বছর বা পাসপোর্টের মেয়াদ অনুযায়ী যেটি আগে হয় সে পর্যন্ত ‘মালটিপল’ (দুইবারের বেশি) ভ্রমণের জন্য অনুমতি বৈধ বলে বিবেচিত হবে। বৈধ ‘ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন’ ছাড়া যুক্তরাজ্যে ভ্রমণের জন্য ‘চেক ইন’ করা যাবে না।

‘ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন’ ভ্রমণকারীর পাসপোর্টের সঙ্গে ডিজিটালি সংযুক্ত থাকবে।

তাই এর পেপার কপি দেখানোর প্রয়োজন হবে না।

তবে ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন সংক্রান্ত নিশ্চিতকরণ ইমেইলটি সঙ্গে রাখা যেতে পারে।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন থাকলেই যুক্তরাজ্যে প্রবেশের নিশ্চয়তা মিলবে না। যুক্তরাজ্যে প্রবেশের জন্য অবশ্যই ‘পাসপোর্ট কনট্রোল’ (ইমিগ্রেশন) অতিক্রম করতে হবে। যে পাসপোর্ট দিয়ে ‘ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশনের’ আবেদন করা হবে সেই পাসপোর্ট সঙ্গে রাখতে এবং ভ্রমণের পুরো মেয়াদে সেই পাসপোর্টের বৈধতা যেন থাকে তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দফতর বলেছে, যুক্তরাজ্যে ভ্রমণের নিয়ম বদলে যাচ্ছে। এটি ভ্রমণকারীর ওপর কী প্রভাব পড়বে তা জানতে ব্রিটিশ সরকারের ওয়েবসাইটে ‘ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন’ সার্চ দিয়ে জানা যেতে পারে।

সন্তানের বয়স কি ষোলো?

যেকারণে বন্ধ হতে পারে ট্যাক্স ক্রেডিট ও চাইল্ড বেনিফিট

দেশ ডেস্ক, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩: ছোট্ট একটা ভুলের কারণে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে যেকোনো পরিবারের ট্যাক্স ক্রেডিট ও চাইলড বেনিফিট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বন্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন, এক্স.জি.আর.ও একাউন্টেন্টস লিমিটেডের সিনিয়র পার্টনার এন্ড একাউন্টেন্ট এমআর জিলন।

তিনি বলেন, এই সেপ্টেম্বরে কারো সন্তানের বয়স যদি ১৬ বছর হয় তাহলে ছোট্ট একটা ভুলের কারণে তাদের ট্যাক্স ক্রেডিট এবং চাইলড বেনিফিট বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সন্তান যদি ১৬ বছর পর ধারাবাহিকভাবে ফুলটাইম এডুকেশনে থাকে তাহলে এইচএমআরসিকে এই বিষয়টা জানাতে হবে। তিনি বলেন, যেকোনো ট্যাক্স ক্রেডিট বা চাইলড বেনিফিটের বয়সসীমা হচ্ছে ১৬ বছর। ষোলো বছর পর সন্তান যদি ফুলটাইম এডুকেশনে (জিসিএসই, এ লেভেল) থাকে তাহলে ইউনিভার্সিটি যাওয়ার আগ পর্যন্ত চাইলড ট্যাক্স ক্রেডিট প্রদান অব্যাহত থাকবে।

আপডেট কীভাবে করবেন?

তিন পদ্ধতিতে আপডেট করা যায়। এইচএমআরসি এক পৃষ্ঠার একটি চিঠি পাঠাবে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ফরম থাকে। প্রথম পৃষ্ঠায় সন্তানের বিস্তারিত তথ্য থাকে এবং টপে আপনার ঠিকানা থাকবে। ফরমটা ফিলআপ করে পাঠালেই হয়ে যাবে। তবে অনলাইনেও আপডেট করা যায়। ওই চিঠির ভেতরে প্রথম পৃষ্ঠায় অনলাইনের লিংক থাকে। লিংকে গিয়ে দুই-তিন লাইনে ফিলআপ করে দেওয়া যায়। যদি চিঠি না পান বা অনলাইন ফরম খুঁজে না পান, যদি চিঠি না আসে তবে পারসনাল ট্যাক্স একাউন্টের মাধ্যমেও আপডেট করা সম্ভব।

পারসোনাল ট্যাক্স একাউন্ট কী?

ব্রিটেনে যাদের আঠারো বা তার চেয়ে বেশি বয়স-প্রত্যেকের পারসোনাল একটা ট্যাক্স একাউন্ট রয়েছে এইচএমআরসিতে। এতে চাইলে এক্সেস করা যায়। আপনি যদি চাকরি করেন এবং পে স্লিপ পান, কোন

পৃষ্ঠা ৩১

সিলেট মধুবন ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সহ-সভাপতি শামসুল ইসলাম সালিকের ইন্তেকাল

সিলেট মধুবন ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সহ-সভাপতি শামসুল ইসলাম সালিক ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ৬ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুর ১টা ২০ মিনিটের সময় ঢাকার একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়ে, ৪ ভাইসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত ছিলেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় নিজ গ্রাম গোলাপগঞ্জের হাজীপুর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে মরহুমকে সমাহিত করা হয়।

উল্লেখ্য, মরহুম শামসুল ইসলাম সালিক পূর্ব লন্ডনের শাহপরান জামে মসজিদের সভাপতি আলহাজ্ব আতিক মিয়ার ছোট ভাই। তিনি তাঁর ছোট ভাইয়ের রুহের মাগফেরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে 'হৃদয়ে মাহমুদ উস সামাদ' স্মারকগ্রন্থের প্রকাশনায় বক্তারা

মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও জনদরদী

ছিলো স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন। কিন্তু পরিণত হলো যেন শোকগাঁথায়। উপস্থিত অতিথি, এলাকাবাসী, পরিচিতজন ও স্বজনদের আবেগঘন স্মৃতিচারনা বার বার জানান দিচ্ছিলো প্রয়াত মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী এমপি'কে হারানোর বেদনা এখনো কতটা দগদগে। তিনি মানুষের হৃদয়ে কতটা জীবন্ত!

অনুষ্ঠানে বক্তাদের কথায় বরাবরই উঠে আসে প্রয়াত মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরীর সততা, সাহসিকতা, মানবিকতা ও সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বগুণের কথা। তাঁরা বলেন, মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও জনদরদী। সেকারণেই তিনি যুক্তরাজ্যের অভিজাত জীবন ফেলে বাংলাদেশে গরিব-দুঃখী মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন।

সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলা, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা এবং বালাগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত সিলেট-৩ নির্বাচনী এলাকা। এই এলাকার পর পর তিন মেয়াদে নির্বাচিত এমপি ছিলেন মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী। কিন্তু সংসদ সদস্য হিসেবে তৃতীয় মেয়াদ পূর্ণ করার আগেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তিনি ২০২১ সালের ১১ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। প্রয়াত মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী এমপি'র জীবন ও কর্মকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রকাশিত হয়েছে 'হৃদয়ে মাহমুদ উস সামাদ' স্মারকগ্রন্থ।

গত ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি মিলনায়তনে বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বইটির পাঠ আলোচনা করেন কবি ও গবেষক ফারুক আহমদ। আনুষ্ঠানিকভাবে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম।

তাঁর সঙ্গে অতিথি ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউজ অব লর্ডস সদস্য পলা মঞ্জিলা উদ্দিন, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, সোলসব্যারি কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার আতিকুল হক, রেডব্রিজ কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার জোছনা ইসলাম।

একটি কমিউনিটি উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্বে ছিলেন চ্যানেল এস-এর চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি। তিনি প্রয়াত মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী এমপি'র ছোট ভাই। অতিথি ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের পাশাপাশি এ অনুষ্ঠানের যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে ছুটে আসেন অনেকেই। ভিডিওচিত্রে তুলে ধরা হয় মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরীর কর্ম ও তাঁর প্রতি এলাকার মানুষের ভালোবাসার নানা চিত্র।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে চ্যানেল এস-এর চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি আবেগঘন কণ্ঠে ভাই হারানোর বেদনার কথা তুলে ধরেন। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, আমরা কেবল ভাই ছিলাম না। আমরা ছিলাম বন্ধু। আমাদের পরিবার সব সময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত থেকেছে। একইভাবে আমরা দুই ভাই যুক্তরাজ্যে একসাথে বড় হয়ে নানা ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও সিদ্ধান্ত নিলাম- এক ভাই বাংলাদেশে গিয়ে মানুষের সেবা করবো। তিনি বাংলাদেশে গেলেন। এক সময় রাজনীতিতে যোগ দিলেন। প্রতিদিন আমাদের মধ্যে কথা হতো। এলাকার উন্নয়নসহ নানা বিষয়ে আমরা একে-অপরের সাথে পরামর্শ করতাম। কীভাবে এলাকার উন্নয়ন করা যায়, কীভাবে এলাকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন করা যায় তা ছিলো তাঁর ধ্যানজ্ঞান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে দিয়ে 'শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ' শুরু করান। প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ব্রিস্টল শাহজালাল জামে মসজিদের ইমাম হাফিজ আজিজুর রহমান খান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চ্যানেল এস-এর প্রেজেন্টার ফারহান মাসুদ খান ও সংবাদ পাঠক মুনিরা পারভীন।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডঃ হাছান মাহমুদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বইটির মোড়ক উন্মোচন করার কথা ছিলো। কিন্তু জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশে ফিরতে হওয়ায় তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। যে কারণে আগেরদিন একটি ছোট আয়োজনে তিনি বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন বলেন, সামাদ পরিবারের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘণিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরীর সততা, মানবিকতা ও নতৃত্বগুন সম্পর্কে তিনি অবগত। 'হৃদয়ে মাহমুদ উস সামাদ' বইটি তাঁর স্মৃতির প্রতি একটি উত্তম প্রতিদান বলেন মন্তব্য করেন হাউজ অব লর্ডসের এই সদস্য।

যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম বলেন, প্রয়াত মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী কেবল একজন এমপি ছিলেন না। তিনি প্রতিরক্ষা ও ধর্মসহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের সামরিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন।

যুবক বয়স থেকে মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় জানিয়ে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলাতান মাহমুদ শরীফ বলেন, যুক্তরাজ্যে এসে মানুষ দুটি কাজ করে। প্রথমটি হলো নিজের জন্য গড়ে এবং শিখে। দ্বিতীয়টি হলো মানুষের জন্য গড়ে এবং শিখে। মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী দ্বিতীয় কাজটি করেছিলেন। সামাদ পরিবারের কখনো দেয়া ছাড়া নেয়ার দরকার হয় নাই।

মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরীর সাহস, সততা ও ত্যাগের দিকে আলোকপাত করেন চ্যানেল এস-প্রতিষ্ঠাতা মাহী ফেরদৌস জলিল। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের বিলাসী জীবন ফেলে যিনি বাংলাদেশের গরীব-দুঃখী মানুষের সঙ্গে থাকতে পারেন তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী সেই কাজটি করতে পেরেছেন। একটি ঐতিহ্যবাহী-সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি খেটে খাওয়া মানুষের সাথে মিশে গিয়েছিলেন অবলিলায়। তাঁর হৃদয় ছিলো বিশাল আর কাজের রুচিও ছিলো বিরল। তিনি বাড়ির সামনে যে মসজিদ করেছেন সেই মসজিদ দেখলে তাঁর রুচি ও হৃদয়ের বিশালত্ব টের পাওয়া যায়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দ্বি-বার্ষিক সভায় নতুন কমিটি ঘোষণা

ব্রিকলেন মসজিদের নতুন সভাপতি হামিদ চৌধুরী

দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন নবনির্বাচিত সভাপতি হামিদুর রহমান চৌধুরী

পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রিকলেন জামে মসজিদ ট্রাস্টের দ্বি-বার্ষিক সভা ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার মসজিদের সেমিনার হলে দ্বি-বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সহ সভাপতি মোহাম্মদ হরমুজ আলী। সাধারণ হেলাল উদ্দিন আলীর পরিচালনায় সভায় বিগত বছরের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। ট্রেজারারের রিপোর্ট পেশ করেন হামিদুর রহমান চৌধুরী। এসময় মসজিদের কার্যক্রম নিয়ে সিনিয়র ট্রাস্টিরদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নুরুল হক লালা মিয়া, আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার আব্দুল মুকিত চুন্নু এমবিই, কাউন্সিলার সুলক মিয়া ও সাবেক কাউন্সিলার মোহাম্মদ সাদ চৌধুরী। নির্বাচনে অন্য কোনো প্যানেল না থাকায় হামিদুর রহমান চৌধুরীকে সভাপতি, হেলাল উদ্দিন আলীকে সাধারণ সম্পাদক ও মতিউর রহমানকে ট্রেজারার করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যরা সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

পুর্নাঙ্গ কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন- প্রেসিডেন্ট হামিদুর রহমান চৌধুরী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ আব্দুল গফুর খালিসাদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ নুরুল হক লালা মিয়া, আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, আলহাজ্ব সৈয়দ মোরতুজা আলী, আলহাজ্ব নূর উদ্দিন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইলিয়াস, আলহাজ্ব আব্দুল মুসব্বির (দিলু মিয়া), জেনারেল সেক্রেটারী হেলাল উদ্দিন আলী, জয়েন্ট সেক্রেটারী হাফিজুর রহমান লাকু, আব্দুল খালিক, ট্রেজারার মতিউর রহমান, জয়েন্ট ট্রেজারার নূরে আলম রাসেল, সদস্য আমির হোসেন, মোহাম্মদ হরমুজ আলী, আনসারুল হক, আলহাজ্ব ইউসুফ কামালি, নুরুল ইসলাম, আরফিক আলী, মশিউর রহমান চৌধুরী মিতু, সৈয়দ খায়রুল ইসলম, সুবা মিয়া ও আঙ্গুর আলী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

জেলখানায় বন্দির সঙ্গে প্রহরীর শারীরিক সম্পর্ক

১৮ জন নারী স্টাফ বরখাস্ত, কারাদণ্ড

দেশ ডেস্ক, ৮ সেপ্টেম্বর: বৃটেনের একটি জেলখানা। নাম এইচএমপি বারউইন। এটাকে বলা হয় বৃটেনে পুরুষদের সবচেয়ে বড় জেল। ওয়েলসের উত্তরে রেক্সহ্যামে একটি শিল্প বিষয়ক এস্টেটের ওপর অবস্থিত। কিন্তু এই জেলে ঘটে চলেছে সব রগরগে কাহিনী। যৌনতা একে আষ্টেপৃষ্ঠে জেঁকে ধরেছে। কয়েদিদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলার কারণে ১৮ জন নারী স্টাফকে সেখানকার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এখন স্টাফ সংকটে ভুগছে তারা।

এ খবর দিয়ে অনলাইন ডেইলি মেইল বলছে, ওই ১৮ জন নারী স্টাফকে বরখাস্ত করা হয়েছে অথবা পদত্যাগ করেছেন তারা। এর কারণ, তারা দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কয়েদিদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে

পৃষ্ঠা ৩১

বড়লেখা-জুড়ী আসনের সাবেক এমপি

সাবেক প্রতিমন্ত্রী এবাদুর রহমান চৌধুরী আর নেই

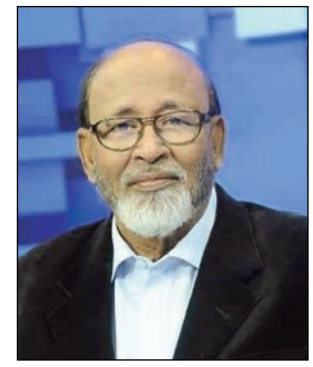

সিলেট প্রতিনিধি: মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা-জুড়ী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী আইনজীবী এবাদুর রহমান চৌধুরী আর নেই। বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টায় ঢাকার বেসরকারি একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি চার মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

এবাদুর রহমান চৌধুরীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তার নাতি লন্ডন প্রবাসী সাংবাদিক মুনজের আহমদ চৌধুরী।

তিনি বুধবার বিকেল চারটায় মুঠোফোনে বলেন, আমার নানা এবাদুর রহমান চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। আজ (বুধবার) বিকেল তিনটায় ঢাকা ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবসস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নানার প্রথম নামাজে জানাজা বুধবার বাদ মাগরিব ঢাকার লালমাটিয়া সি ব্লক জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে।

পৃষ্ঠা ১৯

‘ভিজিট মাই মস্ক’ ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর

অংশ নেবে আড়াই শ’র বেশি মসজিদ

দেশ ডেস্ক, ৮ সেপ্টেম্বর: সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যবোধ তৈরি করতে যুক্তরাজ্যে এবারও অনুষ্ঠিত হবে ‘ভিজিট মাই মস্ক’ দিবস। মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের (এমসিবি) তত্ত্বাবধানে ব্রিটেনের আড়াই শর বেশি মসজিদে পালিত হবে দিবসটি। আগামী ২৩-২৪

পৃষ্ঠা ১৯

নির্বাচনী রাজনীতি সিলেট-২

বিএনপির প্রার্থী লুনা, জোটের গ্যাড়াকলে শফিক চৌধুরী!

নুরুল হক শিপু

সিলেট-২ (বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর) আসনে এবারো প্রার্থী দেবে না আওয়ামী লীগ! এটা গুঞ্জন হলেও সত্য হতে পারে বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিলে। তবে বিএনপি নির্বাচনে থাকলে প্রার্থী বাছাইয়ে করতে হবে নতুন হিসাব।

এই আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেতে পারেন নিখোঁজ বিএনপি নেতা ও সাবেক এমপি এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহসীনা রুশদীর

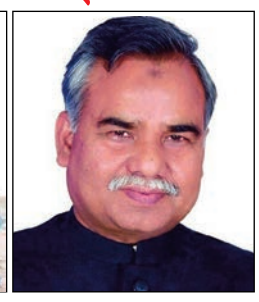

পৃষ্ঠা ১৯

হাইকমিশনের মিনিস্টার নাসরিন মুক্তির ইন্তেকাল

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাই কমিশনের মিনিস্টার (পলিটিক্যাল) নাসরিন মুক্তি মারা গেছেন। গত ৪

পৃষ্ঠা ৩১

যুক্তরাজ্যে ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে শতাধিক স্কুল

দেশ ডেস্ক, ০৮ সেপ্টেম্বর: জরাজীর্ণ কংক্রিটের কারণে যুক্তরাজ্যে যে কোনো সময় ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে অন্তত ১০৪টি স্কুলভবন। গত ৪ সেপ্টেম্বর সোমবার বিবিসি রেডিওকে এ তথ্য জানিয়ে দেশটির

পৃষ্ঠা ১৯

ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে পাড়ি

একদিনে ৮৭২ অভিবাসী যুক্তরাজ্যে

দেশ ডেস্ক, ০৮ সেপ্টেম্বর: ছোট নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে উত্তর ফ্রান্স উপকূলে থেকে রেকর্ড ৮৭২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী

পৃষ্ঠা ১৯

পেনশন নিয়ে বিপাকে ২২ শতাংশ মানুষ

স্কীম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন অনেকেই

দেশ ডেস্ক, ০৮ সেপ্টেম্বর: জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাজ্যের অনেক মানুষ পেনশন তহবিলে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করেছেন বা কমিয়ে দিয়েছেন। এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যের প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে একজন জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় সামাল দিতে গিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এমন এক সময় এই তথ্য জানা গেল, যখন যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম পেনশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান অ্যাবারডিন পেনশন তহবিলের চাঁদা দ্বিগুণ করার আহ্বান জানিয়েছে। কারণ হিসেবে তারা বলছে, অবসরের পর এখনকার কর্মক্ষম মানুষের যে আয়সংকট হবে, সেটা সামাল দিতে চাঁদা দ্বিগুণ করা

পৃষ্ঠা ১৯

সরকারের ইচ্ছার বাইরে যাওয়া জাতীয় পার্টির জন্য কঠিন

ক্ষমতার বাইরে থাকতে চান না জাতীয় পার্টির শীর্ষ নেতারা–এমন আলোচনা দলে রয়েছে।

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : সংসদ নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, জাতীয় পার্টিতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে দুই শীর্ষ নেতা রওশন এরশাদ ও জি এম কাদেরের অনুসারীদের মধ্যে বিরোধ ততই বেড়ে চলেছে। প্রায় দেড় দশক ধরে সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চলা

জাতীয় পার্টির (জাপা) দুই অংশই এখন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলছে।

ক্ষমতার বাইরে থাকতে চান না জাতীয় পার্টির শীর্ষ নেতারা–এমন আলোচনা দলের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। আবার সরকারের ইচ্ছার বাইরে যাওয়া জাতীয় পার্টির জন্য কঠিন–এই বাস্তবতার কথাও বলছেন নেতাদের অনেকে।

জি এম কাদেরের পক্ষের নেতারা জানিয়েছেন, তাঁরা ৩০০ আসনে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং দেশে চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে সংলাপ বা আলোচনার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তাঁরা সরকারকে বার্তা দিয়েছেন।

আমরা সংসদের ৩০০ আসনেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে তাঁরা বর্তমান সংবিধানের ভেতরে থেকেই উপায় বের করতে চান। সে জন্যই তাঁরা আলোচনার কথা বলছেন।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের গত কয়েক মাসে তাঁর বক্তব্য-বিবৃতিতে সরকারের সমালোচনায় সরব ছিলেন। সেই পটভূমিতে তাঁকে নিয়ে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে একধরনের সন্দেহও তৈরি হয়েছিল। তিনি বিএনপির দিকে ঝুঁকে পড়ছেন কি না–এ নিয়েও নানা আলোচনা ছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে। তবে তাঁরা বিএনপির সঙ্গে যাচ্ছেন না।

দলের মহাসচিব মুজিবুল হক গতকাল রোববার বলেন, 'ক্ষমতা থেকে কাউকে নামানো বা বসানোর জন্য জাতীয় পার্টি ব্যবহার হতে চায় না। সে জন্য আমরা বিএনপির এক দফার আন্দোলনে নেই। আমরা সংলাপ বা আলোচনার মাধ্যমে সংবিধানের ভেতরে থেকে সমস্যার সমাধান করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চাই।'

দিল্লি সফরের 'প্রভাব'

সরকারের সমালোচনা করে দেওয়া জি এম কাদেরের বক্তব্য-বিবৃতি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার মধ্যেই চার দিনের সফরে গত ২০ আগস্ট দিল্লি গিয়েছিলেন তিনি। ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির আমন্ত্রণে তাঁর এই সফর ছিল। দিল্লি থেকে দেশে ফেরার পর তিনি কয়েক দিন নীরব ছিলেন।

এখন নীরবতা ভেঙে দলের কর্মসূচিতে বক্তব্য দিচ্ছেন। কিন্তু দিল্লি সফর নিয়ে বিস্তারিত কিছু তিনি বলেননি। প্রথম আলোর পক্ষ থেকেও জি এম কাদেরের সঙ্গে গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করা হয়, কিন্তু দিল্লি সফর নিয়ে বিস্তারিত বলতে রাজি হননি তিনি।

এর আগেও জাতীয় নির্বাচন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো ও ভারতের তৎপরতা দেখা গেছে। এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বিশেষ করে এবার নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো।

ক্ষমতা থেকে কাউকে নামানো বা বসানোর জন্য জাতীয় পার্টি ব্যবহার হতে চায় না। সে জন্য আমরা বিএনপির এক দফার আন্দোলনে নেই। আমরা সংলাপ বা আলোচনার মাধ্যমে সংবিধানের ভেতরে থেকে সমস্যার সমাধান করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চাই।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক বাংলাদেশের নির্বাচন ঘিরে বিধিনিষেধসহ ভিসা নীতি দিয়েছে দেশটি। যুক্তরাষ্ট্রের এমন অবস্থানের পটভূমিতে ভারতের ভূমিকা কী হবে–এ নিয়ে নানা আলোচনা রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটেই দিল্লি সফর করেছেন জি এম কাদের। সে জন্য জাতীয় পার্টি কোন অবস্থান নেয়, সেদিকে সবার নজর রয়েছে।

কারণ, জি এম কাদেরসহ তাঁর পক্ষের নেতারা এত দিন বলে আসছিলেন যে রাজনৈতিক সংকট কোন দিকে গড়ায়, সে পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁরা দলের অবস্থান ঠিক করবেন।

বিএনপিসহ বিভিন্ন দল ও জোট আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবিতে আন্দোলন করছে। এ ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলটি সরকারের সঙ্গেই থাকবে নাকি স্বতন্ত্র অবস্থান নেবে, এমন প্রশ্নে একধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছিলেন জাতীয় পার্টির নেতারা। তবে এখন তাঁরা বিএনপির এক দফার সঙ্গে না গিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলছেন।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক বলেন, 'আমরা সংসদের ৩০০ আসনেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

বিএনপি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে করুণা ভিক্ষা করছে: কাদের

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : বিএনপি তাদের আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে করুণা ভিক্ষা করছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এর মাধ্যমে দলটির রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ মন্তব্য করেন।

বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপির নেতারা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে জনগণের মধ্যে বিএনপির কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে জনগণের প্রতি যে দায়িত্ববোধ ও সংবেদনশীলতা দেখানো প্রয়োজন, বিএনপি তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। সে কারণে তাদের রাজনৈতিক শক্তির সাংগঠনিক ভিত্তি জনগণের মধ্যে প্রোথিত নেই। জনগণের ওপর আস্থা না রেখে যেকোনো উপায়ে ক্ষমতার মসনদে বসার জন্য তারা বরাবরই বিদেশি প্রভুদের দ্বারস্থ হয়েছে।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তথাকথিত আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর

নিকট করুণা ভিক্ষা করছেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একটি রাজনৈতিক দল কতটুকু দেউলিয়া ও নির্লজ্জ হলে এই ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত আবেদন জানাতে পারে!

বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে একটি আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে সাফল্য অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পাশাপাশি ধারাবাহিক অগ্রগতি এবং কূটনৈতিক সাফল্যের কারণে কৌশলগত ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষমক্ষহয়েছে, যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আরও সুসংহত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয় নিয়ে এই সাফল্যের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকবে। কোনো প্রকার দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।

বিবৃতিতে সরকারের এই মন্ত্রী বলেন, বিএনপির পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে যে রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা অত্যন্ত হাস্যকর। তা রোহিঙ্গা সংকটকে আরও ঘনীভূত করার গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আমলে পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তির সূচনা হয়। সেই অশান্ত পাহাড়ে শান্তির পতাকা উড়িয়েছেন শেখ হাসিনা। জিয়াউর রহমানের আমলেই রোহিঙ্গা সংকটের শুরু। বিএনপি যতবার ক্ষমতায় এসেছে, এই সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। বিএনপি কোনো সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও সংকট সৃষ্টি করতে পারে। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

Sign Link
Est: over 25 years
Sign & Printing Services
Email: signlink@yahoo.com
Web: signlinklondon.co.uk
Tel: 0207 377 7513
Mob: 07944 244295

সাইন লিংক
সাইন এন্ড প্রিন্টিং সার্ভিস
Restaurant,Takeaway
Sign and Menu specialist
- Shop Signs
- Banners
- Menu Box
- 3D Signs
- Swing Signs
- Window Frosting
- Takeaway Menu
- In Menu
- Bill Books
- Rubber Stamps
- Leaflets / Posters
- Business Cards

17 Fordham Street, London E1 1HS (Behind E L Mosque)

BARRISTER AHMED A MALIK

ARE YOU WORRIED ABOUT YOUR COURT CASE? LOOK NO FURTHER

Barrister Malik is an expert Court advocate, who will advise and represent you vigorously to achieve the best result in your complex legal matters.

He has over 30 years of experience, is very friendly, reliable and will give you the most appropriate and professional advice at affordable fee.

He and his colleagues are ready to help you in all types of cases, particularly in the following areas:

CIVIL LITIGATION (all types)
PROPERTY, FAMILY/CHILDREN
BUSINESS DISPUTES
IMMIGRATION (any difficult case)

ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক ও তাঁর সহকর্মীরা সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার সবধরনের আইনী উপদেশ, বিশেষ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কোর্ট কেইসে (যেকোনো কোর্ট) সাহায্য করতে পারেন। তাঁদের ফি অত্যন্ত রিজোনেবল।

WESTMINSTER LAW CHAMBERS
Direct Access Barristers
Tel: 020 7247 8458 Mob: 0771 347 1905
E: info@westminsterchambers.co.uk

City:
5 Chancery Lane,
London
WC2A 1LG

Whitechapel:
First floor,
214 Whitechapel Road
London E1 1BJ

Leytonstone:
Church Lane Chambers, 11-12 Church Lane,
London E11 1HG (near Leytonstone station)

www.westminsterchambers.com

আন্দোলন দেখে সরকার ভয় পেয়েছে: মির্জা ফখরুল

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : বিএনপির নেতাকর্মীরা আন্দোলনকে এমন একটা পর্যায় নিয়ে গেছেন, এখন সরকার প্রমাদ গুনছে এবং ভয় পেয়েছে বলেও মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেছেন, ভয় পাওয়ার কারণে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে, কীভাবে এসব গণতন্ত্রের সৈনিকদের পর্যদুস্ত করা যায়, তাদের আটকিয়ে রাখা যায়।

সোমবার বিকেলে রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) এক আলোচনা সভায় মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৬তম কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে 'তোমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় বাংলাদেশ' শীর্ষক এ আলোচনা সভার আয়োজন করে উত্তরবঙ্গ ছাত্র ফোরাম ও বাংলাদেশ ছাত্র ফোরাম।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'কিছুদিন আগেও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিএনপি নেই। এখন যখন বিএনপি মাটি খুঁড়ে বেরুচ্ছে, তখন তারা আবার প্রমাদ গুনতে শুরু করেছে। তাই আজকে আমাদের লক্ষ্য একটাই, আমাদের আন্দোলনকে, আমাদের সংগ্রামকে বিজয় অর্জন করে আমাদের ফিরে আসতে হবে।'

গত দুই নির্বাচনের মতো এবার খোলা মাঠে 'ট্রফি' নিয়ে আওয়ামী লীগকে যেতে দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা প্রায়ই বলেন যে বিএনপি ষড়যন্ত্র করছে, চক্রান্ত করছে। আরে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত তো তোমরা করছ। এই দেশের মানুষের সব অধিকার কেড়ে নিয়েছ, ভোট দাও না। আবার একটা ভোটের দিকে যেতে চাও যেন আগের মতোই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খোলা মাঠে ট্রফি নিয়ে চলে যাবে। এ দেশের মানুষ এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা আর সম্ভব হবে না। এবার আর ওয়াকওভার পাবে না আওয়ামী লীগ। এবার মানুষ তারা রুখে দাঁড়াবে।'

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করবেন না ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এমরান

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে বিশ্বনেতাদের চিঠির পালটা বিবৃতিতে স্বাক্ষর করবেন না বলে জানিয়েছেন সরকারের আইন কর্মকর্তা ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল (ডিএজি) এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া। তিনি মনে করেন ড. ইউনূস বিচারিক হয়রানির শিকার হচ্ছেন। গতকাল সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল (ডিএজি) এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। ড. ইউনূসকে হয়রানি বন্ধে বিশ্ব নেতারা যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রতিও সমর্থন জানিয়েছেন এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এমরান আহম্মদ বলেন, গত রোববার অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পক্ষ থেকে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে পালটা বিবৃতি দেয়ার একটি সিদ্ধান্ত আমাদের প্রাইভেট হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানানো হয়। যেখানে সোমবার বিকাল ৪টার মধ্যে বিবৃতি স্বাক্ষর করার কথা বলা হয়। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষর করবো না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি স্বাক্ষর করার সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি ড. ইউনূসের বিষয়ে যে বিবৃতি ও পালটা বিবৃতি দেয়া হচ্ছে সেটির প্রয়োজন নেই। আর আমি মনে করি উনার বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো চলছে তা অন্যভাবে ডিল করা যেত। এটা এক প্রকারের প্রেশারে রাখার জন্যই করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয়েছে।

অধ্যাপক ড. ইউনূসের পক্ষে ১৬০ জনের বেশি নোবেল বিজয়ী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অনেকেই বিবৃতি দিয়েছেন যে- উনাকে বিচারিক হয়রানি করা হচ্ছে। আমি ওই বিবৃতির সঙ্গে একমত। সেজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই বিবৃতিতে আমি স্বাক্ষর করবো না। কারণ জানতে চাইলে

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ইসরাইলের অ্যাটর্নি জেনারেল ইসরাইলের যে আইন সংস্কার হচ্ছে; বিচার সম্পর্কিত, তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এটর্নি জেনারেল অফিস একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। এটা আমার নিজস্ব চিন্তা। সে রকমই। আমি মনে করি, অধ্যাপক ড. ইউনূস একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তার সম্মান হানি করা হচ্ছে এবং এটা বিচারিক হয়রানি। তিনি বলেন, উনি বাংলাদেশের জন্যই যে শুধু সম্মান বয়ে এনেছেন তা কিন্তু নয়, উনি সারা পৃথিবীর জন্য সম্পদ। আপনার এই অবস্থান সাংঘর্ষিক কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার কাছে এটা সাংঘর্ষিক মনে হয় না। আমরা মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী। ধরতে পারেন এটা আমার মুক্ত চিন্তা।

এমন অবস্থান নেয়ায় আপনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়ার আশঙ্কা করছেন কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, অনেক কিছুই হতে পারে। অস্বাভাবিক কিছু না। খোলাচিঠির প্রতিবাদের বিষয়ে এটর্নি জেনারেল অফিসের অনেকেই বলছেন এটি এটর্নি জেনারেল অফিসের কোনো নির্দেশনা নয়, এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন? জবাবে তিনি বলেন, এটর্নি জেনারেল অফিস থেকে তো এই নির্দেশনাই এসেছে। আপনি আপনার অবস্থানে এখনো অনড় আছেন কিনা- জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি আমার অবস্থানে অনড় আছি। ড. ইউনূস যে শুধু বাংলাদেশের সুনাম বয়ে এনেছেন তা নয়, তিনি সারা বিশ্বের সম্পদ।

অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের একাধিক আইন কর্মকর্তা বলেন, খোলাচিঠির প্রতিবাদে বিবৃতির জন্য গত রোববার থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন সাধারণ আইনজীবীরা। যার একটি কপি অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল এএম আমিন উদ্দিন বলেন, ড. ইউনূসের বিপক্ষে বিবৃতিতে সই করতে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় থেকে কোনো ধরনের নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

এর আগে সম্প্রতি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘন ও দুর্নীতির মামলা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলাচিঠি পাঠিয়েছেন বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় দেড় শতাধিক ব্যক্তি। তাদের মধ্যে শতাধিক নোবেল বিজয়ী ছিলেন। চিঠিদাতাদের মধ্যে বারাক ওবামা, শিরিন এবাদি, আল-গোর, তাওয়াক্কুল কারমান, নাদিয়া মুরাদ, মারিয়া রেসা, হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোসসহ ১৪ জন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। ওরহান পামুক, জেএম কোয়েটজিসহ ৪ জন সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। জোসেফ স্টিগলিৎজসহ অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী আছেন ৭ জন। এ ছাড়া রসায়নে ২৮ জন নোবেল বিজয়ী, চিকিৎসাশাস্ত্রে ২৯ জন নোবেল বিজয়ী এবং পদার্থবিজ্ঞানে ২২ জন নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। এ ছাড়া জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, যুক্তরাজ্যের ভার্জিন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের স্যার রিচার্ড ব্রানসনসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি রয়েছেন চিঠিদাতাদের তালিকায়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী, সামরিক কমান্ডারসহ

MORTGAGE SERVICE

আমরা সব ধরনের মর্গেজ করে থাকি

▶ আপনি কি বেনিফিটে ?
▶ আপনার কি ইনকাম কম ?
▶ বাড়ী কিনতে পারেছেন না ?
▶ আপনি কি কাউন্সিলের বাড়ি কিনতে চান ?

কোন সমস্যা নাই
১০০% গ্যারান্টি সহকারে মর্গেজ করে থাকি

▶ First Time Buyer
▶ Council Right to Buy
▶ Auction Finance
▶ Self Employed Mortgages
▶ Help with Income Issues Mortgages

যোগাযোগঃ
Reza Islam
07493 185 115
Unit - 222a, 2nd Floor, Bow Business Centre
153-159 Bow Road, London E3 2SE

সরকারের ওপর চাপ তৈরি করতে চায় হেফাজত

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : কমিটি পুনর্গঠনের পর সংগঠনের কিছু দাবি নিয়ে সরকারের ওপর চাপ তৈরির পরিকল্পনা করছে হেফাজতে ইসলাম। বিশেষ করে আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে মামলা এবং কারাবন্দী নেতাদের মুক্তির বিষয়ে একটা সুরাহা চাইছেন সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁরা মনে করছেন, নির্বাচনের আগে এ বিষয়ে চাপ তৈরি করা না গেলে সরকার বিষয়টি আমলে নেবে না।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রগুলো বলছে, সারা দেশের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা এবং বন্দীদের মুক্তি নিয়ে হেফাজতের নেতারা চাপে আছেন। এখনো সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা মাওলানা মামুনুল হক, মুনির হোসেন কাসেমী, নূর হোসাইন নূরানী, রফিকুল ইসলাম মাদানী কারাবন্দী। এর মধ্যে মামুনুল হকসহ কয়েকজন নেতার একাধিক মামলায় বিচারপ্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এসব মামলায় আদালতে নিয়মিত হাজিরা দিতে গিয়ে নেতা-কর্মীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা সরকারের ওপর চাপ তৈরি করে মামলা এবং বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে দ্রুত সুরাহায় পৌঁছাতে চাইছেন। এ অংশ হেফাজতকে নতুন করে সংগঠিত করে মাঠের কর্মসূচিতে নামতে শীর্ষ নেতৃত্বকে তাগিদ দিচ্ছেন।

২০২০ সালের বিলুপ্ত কমিটির সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে গত ৩১ আগস্ট হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সংগঠনের আমির আল্লামা শাহ মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী ৫৩ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ এবং ২০২ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেন।

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

*Competitive fees
*Excellent service

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

বার্নিকাটের গাড়িবহরে হামলার মামলা

তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে আবারো সময় চাইবে ডিবি

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়ি বহরে হামলার ৫ বছর হলেও এখনো চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়নি আদালতে। এই ঘটনায় করা মামলা তদন্ত করে পুলিশ ২০২১ সালের মার্চে ৯ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়। কিন্তু আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আব্দুল্লাহ আবু অধিকতর তদন্তের জন্য আবেদন করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে অধিকতর তদন্তের জন্য মামলার দায়িত্ব ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কাছে দেয়া হয়। ডিবি বেশ কিছুদিন ধরে মামলার তদন্ত করছে। ইতিমধ্যে অনেকের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি ডিবির ওই হামলা নিয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কাছে কোনো তথ্য ও পর্যবেক্ষণ থাকলে সেটি ডিবিকে জানাতে চিঠি দিয়েছে। মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার সর্বশেষ তারিখ ছিল গত ৬ই আগস্ট। কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা ওই তারিখে প্রতিবেদন জমা দিতে পারেননি। পরে আদালত প্রতিবেদন দাখিলের সময় দিয়েছেন আজ সোমবার।

ডিবি'র তদন্ত সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মামলাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। কিন্তু ওই প্রতিবেদনে না রাজি দিয়ে অধিকতর তদন্তের আবেদন করেছেন পিপি আব্দুল্লাহ আবু। তাই ডিবি এখন খুব নিখুঁতভাবে মামলার তদন্ত করছে। ঘটনার সঙ্গে যারাই জড়িত তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। মার্কিন

দূতাবাসে চিঠি দিয়ে তাদের কোনো তথ্য বা পর্যবেক্ষণ থাকলে সেটিও জানানোর কথা বলা হয়েছে। তাই সবমিলিয়ে আজ এই মামলার প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব হবে না। তবে তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। খুব শিগগির জমা দেয়া হবে।

গত বৃহস্পতিবার গাড়িবহরে হামলার মামলার বর্তমান তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি'র সহকারী কমিশনার রাজন কুমার সাহা মার্কিন দূতাবাসের আঞ্চলিক নিরাপত্তা কার্যালয়ের সিনিয়র ফরেন সার্ভিস ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটর বরাবর চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন আদালত অধিকতর তদন্তের আদেশের পর তাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। মামলার বাদী বদিউল আলম মজুমদারের সঙ্গে কথা বলেছেন। সাক্ষ্য নেয়ার চেষ্টা করছেন এবং তদন্ত কার্যক্রম চলছে। চিঠিতে তিনি আরও বলেছেন, এই মামলায় ২০২১ সালের মার্চে ৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত। তারা হলেন- ফিরোজ মাহমুদ, নাইমুল ইসলাম, মীর আমজাদ হোসেন, সাজু ইসলাম, রাজীবুল ইসলাম, শহিদুল আলম খান, মোজাহিদ আজমি, সিয়াম এবং অলি আহমেদ। তবে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আবদুল্লাহ আবু অধিকতর তদন্তের আবেদন করেন। আবেদনে তিনি বলেন, অভিযোগকারীসহ ৫ জন এর আগে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ৩ জন আসামি হিসেবে বাদী বদিউল আলম মজুমদারের শ্যালক ইশতিয়াক মাহমুদের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা তার নাম উল্লেখ করেননি।

সিলেটে ধরা পড়ছে ইয়াবার বড় চালান

সিলেট, ৪ সেপ্টেম্বর : ঘাঁটি গেড়ে বসা ইয়াবা সিন্ডিকেটরা একে একে ধরা পড়ছে পুলিশের জালে। বেরিয়ে আসছে তাদের নেটওয়ার্কের কর্মকাণ্ডও। পুলিশ বলছে, শুধু ভারত সীমান্ত দিয়ে নয়, টেকনাফ হয়ে আসা ইয়াবার বড় বড় চালান আসছে সিলেটে। আর এ তথ্য পুলিশের কাছে পৌঁছার পরপরই অভিযান শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সিলেট নগর পুলিশ দুটি বড় চালান আটক করেছে। গ্রেপ্তার করেছে ৪ জনকে। সিলেট নগরে একাধিক সিন্ডিকেট ইয়াবা ব্যবসা করছে বলে ধারণা করছে পুলিশ এবং তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে- দুটি চালান ধরা পড়ার পর আতঙ্ক বেড়েছে। অনেকেই গা ঢাকা দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তারা। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় সিলেটের শাহপরাণ থানাধীন বটেশ্বর এলাকা থেকে সাড়ে ৫ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

এ সময় রায়হান উদ্দিন নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করে পুলিশ। রায়হান সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার কারিদা গ্রাহের মৃত রইব আলীর ছেলে।

শাহপরান থানার ওসি খায়রুল ইসলাম জানিয়েছেন, পুলিশের টহল টিম অভিযান চালিয়ে ৫ হাজার ৫০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ রায়হান নামে একজনকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। পরে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে। এর আগে ৩০শে আগস্ট সিলেটে ধরা পড়েছে ইয়াবা ট্যাবলেটের সবচেয়ে বড় চালান। ওইদিন বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে সিলেট মহানগরের কোতোয়ালি থানাধীন আম্বরখানা এলাকার পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে ৩ মাদক কারবারিকে কয়েক হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক করে পুলিশ। এরা হচ্ছে- জকিগঞ্জ উপজেলার মানিকপুর গ্রামের মৃত মোজাম্মিল আলীর ছেলে মুহিবুর রহমান, সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে রাসেল আহমদ ও সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের পাঠাকইন গ্রামের মৃত জাবেদ আলীর ছেলে আজির উদ্দিন। পরে তাদের সঙ্গে নিয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে মহানগরের এয়ারপোর্ট থানাধীন পীর মহল্লা আবাসিক এলাকার প্রভাতী ৪১/সি বাসা থেকে আরও ইয়াবা, মাদক বিক্রির ৫০ হাজার টাকা ও রশিদ বই জব্দ করে। এ অভিযানে মোট ১৫ হাজার ৬শ' পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। আটক ৩ জনকে মামলা দায়েরপূর্বক গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের নির্দেশে ৩ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন তথ্য মিলেছে বলে জানিয়েছে কোতোয়ালি থানা পুলিশ।

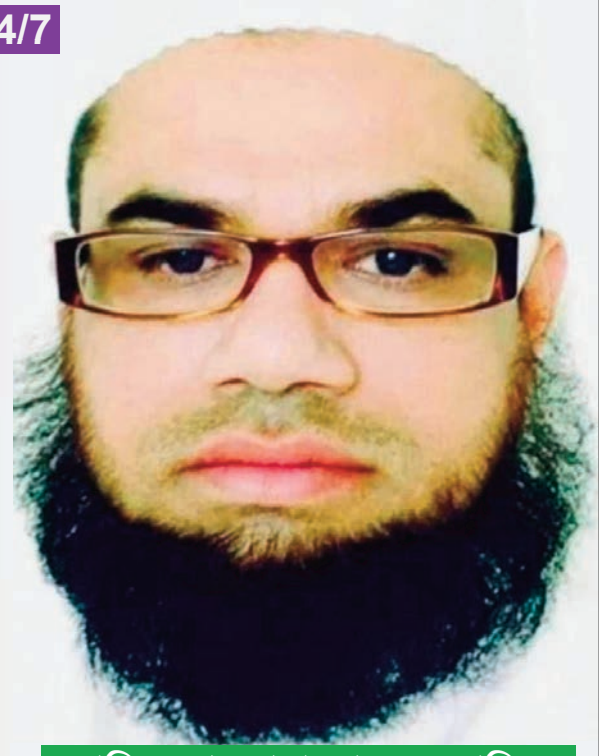

দ্য ডিপ্লোম্যাটের নিবন্ধ

শেখ হাসিনা সরকারের জন্য নির্বাচন নিয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মানে কী?

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরের নানান পরিবর্তনশীল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অতীতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটাই দেখা গেছে। ভারতীয় সংসদ ভবনের একটি ম্যুরালকে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জনৈক মন্ত্রী "অখন্ড ভারত" (অবিভক্ত ভারত) বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। যার ফলে বাংলাদেশ সরকার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (এমইএ) কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছিল- কারণ ওই ম্যুরালটি আপাতদৃষ্টিতে একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল।

একইভাবে বলা যায়, ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতার কথা, যেখানে তিনি "পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি"কে গণতন্ত্রের তিনটি অসুখের একটি হিসেবে আখ্যা দেন। আপাতদৃষ্টিতে সেটি সম্পূর্ণভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটকে লক্ষ্য করে বলা হলেও তার ওই মন্তব্য বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের নিরাপত্তাহীনতার কারণ হতে পারে, কেননা আওয়ামী লীগকে পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতীক বলে মনে করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের তরফে এখন পর্যন্ত মোদির ওই মন্তব্যের প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া কিংবা নিরাপত্তাহীনতার কোনো লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় নি। সরকারের হয়তো সে ফুরসতও নেই। সর্বোপরি, হাসিনা সরকার এখন ২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে জটিল এক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। এ বছর বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং জাতীয় পার্টির সঙ্গে বৈঠকে বসেছে। গত মার্চে বিএনপি'র একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। জাতীয় পার্টির একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি ভারত সফর করেছে। প্রণয় ভার্মার সাথে বিএনপির বৈঠকটিকে "সমস্ত অংশীদারদের সাথে নিয়মিত আলাপ" হিসেবে আখ্যা দেওয়া হলেও সেটি ছিল এক দশকেরও বেশি সময় পর ভারত এবং বাংলাদেশের বিরোধী দলের মধ্যে এ ধরনের প্রথম কোনো বৈঠক।

এমনকি যদি ভারত কেবল তার নিয়মিত কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবেও বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, তবুও তা ২০১৮ সালে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় ভারতের আচরণের পরিবর্তন।

ওই সময় এমন ধরনের কোনোকিছু (বৈঠক) হয় নি এবং (ভারতের) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তখন বলেছিল "নয়াদিল্লির প্রতি বিএনপির নীতিতে কোনও স্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে, ভারত এমন কোনও 'বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ' দেখতে পাচ্ছে না।"

উপরন্তু, জুলাই মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এর নির্বাচন অনুসন্ধানী মিশন ভারত বিরোধী জামায়াত-ই-ইসলামীর সাথে সংলাপ শুরু করলেও কৌতূহল উদ্দীপকভাবে ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল সংযত। যদিও এই সম্পৃক্ততা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লোকজন ভালোভাবে নেন নি, তবুও মন্ত্রণালয় উক্ত বৈঠক সম্পর্কিত কোনও বিবৃতি দেয়নি। একইভাবে, বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্যগুলোর অনেক আঞ্চলিক পত্রপত্রিকা জামায়াতের সাথে ইইউ'র বৈঠকের সমালোচনা করে নিবন্ধ প্রকাশ করলেও, নেতৃস্থানীয় কোনো জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যম ঘটনাটি প্রকাশ করেনি। সুতরাং, এটা অনুমান করা ভুল হবে না যে, ইইউ-জামায়াত মিথস্ক্রিয়া নিয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন ছিল না।

উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলোর মতো অন্যান্য উদাহরণগুলো এই ইঙ্গিত দেয় যে, ভারত অতীতের মতো নিজের সব ডিম আওয়ামী লীগের ঝুড়িতে রাখার বদলে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক পথ বেছে নিচ্ছে। যা কিনা আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার কারণ হতে পারে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে, আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি সম্পর্কে মোদির মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যদিও শেখ হাসিনা একটি পরিবারতান্ত্রিক দলের নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় (বিরোধী দল) কংগ্রেসের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নিজের ভারত সফরের সময় তিনি দলটির সদস্যদের সাথে দেখা করেন।

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন যেনো সহিংসতামুক্ত হয় এবং যথাযথ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অনুষ্ঠিত হয়- তা নিশ্চিত করতে নিজের আগ্রহও দেখিয়েছে ভারত। ৩রা আগস্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী এটি জোর দিয়ে বলেছেন। বাংলাদেশের নির্বাচন বিষয়ে (ভারতের) এই দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই বলা যায়, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটি এস্টাবলিশমেন্ট নির্বাচনের বিষয়ে বৃহত্তর ঐকমত্য তৈরির জন্য একসাথে মিটিং করেছে বলে দ্য টেলিগ্রাফের একটি প্রতিবেদনের ভিত্তি থাকতে পারে।

এটিও ২০১৮ সালের নির্বাচনের তুলনায় ভারতের আচরণের পরিবর্তনকে প্রতিনিধিত্ব করবে। ওই সময় নির্বাচন নিয়ে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানে বড় ধরনের পার্থক্য ছিল। ২০১৮ সালে, ওয়াশিংটন "নির্বাচনের আগে হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সহিংসতার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন" এবং "নির্বাচন-দিনের অনিয়ম... যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি বিশ্বাসকে ক্ষুন্ন করেছে" নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। যাই হোক, ওই নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর হাসিনাকে দ্রুত অভিনন্দন জানানোর বিষয়ে মোদির সিদ্ধান্ত মোড় ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। আওয়ামী লীগকে কোনো গুরুতর আন্তর্জাতিক চাপের সম্মুখীন না হতেও সেটি সাহায্য করেছিল।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মোদি-হাসিনার বন্ধুত্ব এবং আস্থার কারণেই বলা হয় যে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক "সোনালী অধ্যায়" এ রয়েছে। হাসিনার শাসনামলে ভারত এমন একটি সরকার পায় যেটি সন্ত্রাসবিরোধী, ভারত বিরোধী নয় এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু একই সময়ে, হাসিনা সরকারের আমলে হিন্দুদের উপর হামলা হয়েছে, বিশেষ করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের সহিংসতা। উপরন্তু, যদিও বাংলাদেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে সংযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, সেটির আবার নেতিবাচক প্রভাবও থাকতে পারে। মণিপুরে (ভারতীয় রাজ্য) চলমান সংঘাতের পটভূমিতে, মেইতি (সংখ্যাগরিষ্ঠ) সম্প্রদায় বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের অনুপ্রবেশের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

সুতরাং, হাসিনা সরকারের মাধ্যমে যে সুবিধাগুলো এসেছে সেগুলো নিরঙ্কুশ নয়। ২০১৮ সালের তুলনায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের আচরণে কেন পরিবর্তন এসেছে, তার একটা ব্যাখ্যা এটাও হতে পারে। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের প্রতি ভারতের আচরণের পরিবর্তনকে প্রতিষ্ঠিত করা এসব দৃষ্টান্ত এবং ভাবভঙ্গি কেবল ২০২৪ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রেই নয়, ভবিষ্যতের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও হাসিনা সরকারের জন্য নিরাপত্তাহীনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

[লেখাটি ওয়াশিংটন ডি.সি. ভিত্তিক খ্যাতনামা 'দ্য ডিপ্লোম্যাট' ম্যাগাজিনে পহেলা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন অর্কপ্রভু হাজরা, যিনি ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়গুলোর 'কমিউনিকেশন এন্ড আউটরিচ স্ট্র্যাটেজি' তৈরিতে সাহায্য করতে তাদের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে থাকেন। অনুবাদ করেছেন তারিক চয়ন]

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

জামায়াতে কোনো বিভাজন নেই
কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবো না

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো ভাবেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের। তিনি এটাও নিশ্চিত করেছেন যে নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া জামায়াত কোনো নির্বাচনে যাবে না। দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াতে সংস্কারপন্থি বা সংস্কারবিরোধী বলে কোনো বিভাজন নেই বলেও দাবি করেন সাবেক এই এমপি। ডা. তাহের বলেন, আমাদের, এই দেশের মানুষের এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটাই বক্তব্য একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। যেখানে মানুষ তার মতামত ব্যক্ত করতে পারবে, তার ইচ্ছামতো ভোট দিতে পারবে, যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দিতে পারবে। এবং সেটি শুধুমাত্র একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনেই সম্ভব। বিএনপি'র সঙ্গে আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের আন্দোলন এবং বিএনপি'র আন্দোলন জাতীয় কনসাসনেস হচ্ছে এই সরকারের পতন, পদত্যাগ এবং একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন। এক্ষেত্রে সমস্ত জাতি ঐক্যবদ্ধ। কৌশলগত কারণে আমরা আমাদের প্ল্যাটফরম থেকে আন্দোলন করছি এবং বিএনপিসহ অন্য দলগুলো স্ব স্ব প্ল্যাটফরম থেকে আন্দোলন করছে।

কিন্তু আমরা এবং জাতি চায়, সকল বিরোধী দলগুলো একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এই সরকারের পতনের ডাক দিবে।

গত ১০ই জুন জামায়াত ঢাকায় সমাবেশের অনুমতি পেয়েছিল। এ নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। পরে আর সমাবেশের অনুমতি পায়নি। এ প্রসঙ্গে ডা. তাহের বলেন, আসলে বিষয়টা খুব পরিষ্কার। ১০ বছর আমরা কোনো সমাবেশ করতে পারিনি। কথা বলার অধিকার, মুভ করার অধিকার ও রাজনীতি করার অধিকার এসব কিছু থেকে অন্যায় ভাবে অসংবিধানিকভাবে আমাদের বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা উদ্যোগ নেয়ার পরে প্রশাসন হয়তো ভেবেছে দলটি ১০ বছর পরে সমাবেশ করছে হয়তো মোটামুটি ছোটখাটো ভাবে কিছু করতে পারবে। অনেকে তো বলতো জামায়াত নাই। সে অবস্থাতে আমাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে রাত ১০টার পরে। একটা নির্ধারিত জায়গায়।

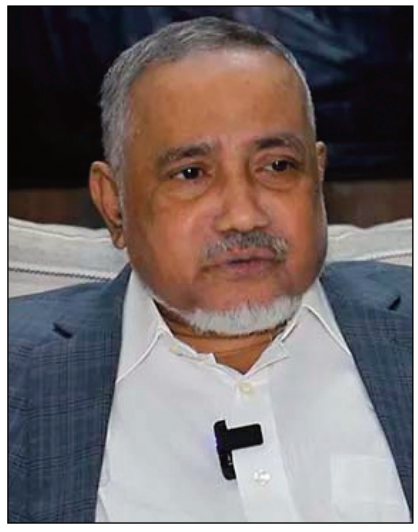

যাই হোক পারমিশন দিচ্ছে এটাকে পজেটিভ ধরে নিয়ে আমরা একমত হয়েছিলাম। আমরা জনসভা শুরু করেছিলাম। এবং আমাদের চিন্তার বাইরে সেখানে লাখ লাখ মানুষ এসে হাজির হয়েছে। এটা দেখে প্রশাসন হতচকিত হয়ে গিয়েছে ভয় পেয়ে গিয়েছে। এবং জামায়াত যে একটা বিশাল জনপ্রিয় দলে পরিণত হয়েছে। এটা কিছুটা প্রমাণিত হওয়ার পরে ওরা আর অ্যালাউ করতে চায়নি। জামায়াতের এই নেতা আরও বলেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে কাজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ এটাকে সুযোগ নিয়ে আমাদেরকে ঠেকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। তো আমরা মনে করি আমাদের রাজনৈতিক অধিকার, আমাদের দলীয় অধিকার ও আমরা আগামীতে পুলিশ আমাদেরকে অনুমতি দিক বা না দিক সহযোগিতা করুক বা না করুক আমরা এই ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন মাঠে চালিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ।

অনেকে বলছেন, আপনি জামায়াতের সংস্কারপন্থিদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এমন মন্তব্যের ব্যাপারে ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের বলেন, আসলে জামায়াতের ভেতরে সংস্কারপন্থি বা সংস্কারবিরোধী এ ধরনের কোনো বিভাজন নেই। প্রত্যেকটি দলেরই বা প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেরই আপডেট করা সময়োপযোগী করা স্বাভাবিক। সুতরাং জামায়াতে ইসলামীর সকলে মিলে যেখানে যেখানে পরিবর্তন দরকার বর্তমান পরিস্থিতিকে অ্যাপ্রোচ করা দরকার সেগুলোকে আমরা চিহ্নিত করে সে অ্যাপ্রোচ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমরা ট্রাই করছি সকলে মিলে একসঙ্গে করছি। এখানে কোনো গ্রুপ নেই কোনো নেতৃত্ব নেই। একই নেতৃত্ব মিলে আমরা কাজ করছি। কারাগার থেকে মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের লেখা বহুল আলোচিত চিঠি প্রসঙ্গে ডা. তাহের বলেন, তার চিঠিতে অনেক কিছুই ছিল যা বাস্তবভিত্তিক। এবং উনি রাষ্ট্রের দেশের বিশ্বের নানা পর্যালোচনা করেছেন। সবকিছু মিলিয়ে এখন এরকম নানা বিষয় নানা ইস্যুতে আমরা রেগুলারই আলোচনা করছি। যেগুলো আমাদের জন্য উপযুক্ত মনে করি সেগুলোকে আমরা এন্ডোর্স করছি। সেগুলোকে আমরা নতুন করে ভাবছি।

বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাওয়া সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার জামায়াতের কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা যখন দশ তারিখে মিটিং করি তখন গুঞ্জন তৈরি হয়। কিন্তু আমাদের পরিষ্কার কথা জামায়াত এই সরকারের অধীনে কোনো ধরনের নির্বাচনে যাবে না।

সংবিধানের বাইরে কোনো নির্বাচন নয়: সালমান রহমান

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা ও ঢাকা-১ আসনের সংসদ সদস্য সালমান এফ রহমান বলেছেন, দেশে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান নির্বাচনমুখী সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সংবিধানের বাইরে কোনো নির্বাচন হবে না। গতকাল দুপুরে নবাবগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, এদেশের উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য শেখ হাসিনাকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে সকলকে নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

নবাবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মতিউর রহমান শামীমের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও নবাবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ

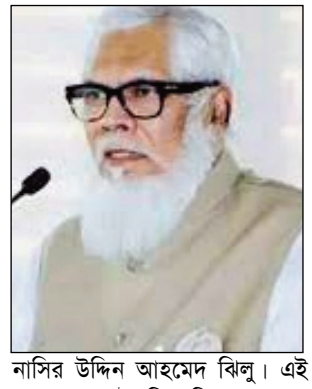

নাসির উদ্দিন আহমেদ ঝিলু। এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দোহার সার্কেলের সিনিয়ার এএসপি আশরাফুল আলম, নবাবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মিজানুর রহমান ভূঁইয়া কিসমত, সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আরিফুর রহমান শিকদার, নবাবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মো. সিরাজুল ইসলাম শেখ, দোহার থানার অফিসার ইনচার্জ মোস্তফা কামাল, নবাবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দিন জালাল। এর পূর্বে অবৈধভাবে মাটিকাটার অভিযোগে সালমান এফ রহমান উপজেলার ভাঙাভিটায় এলাকায় জটিকা পরিদর্শনে যান।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman Bangladesh Airlines British Airways Turkish Airlines Qatar Airways Kuwait Airways Emirates
Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address:
319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm
For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN FAKHRUL ISLAM SAYED HASAN SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

রপ্তানির আড়ালে ৩শ কোটি টাকা পাচার

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : তৈরি পোশাক রপ্তানির আড়ালে প্রায় ৩শ কোটি টাকা সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, সৌদি আরব, নাইজেরিয়া, ফ্রান্স, কানাডা, রাশিয়া, ভেনিয়া, পানামা প্রভৃতি দেশে পাচারের তথ্য উদঘাটন করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। একইসঙ্গে পাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১০টি প্রতিষ্ঠানকে শনাক্তও করেছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- প্রজ্ঞা ফ্যাশন লিমিটেড, ফ্যাশন ট্রেড, এমডিএস ফ্যাশন, হংকং ফ্যাশনস লিমিটেড, থ্রি-স্টার ট্রেডিং, ফরচুন ফ্যাশন, অনুপম ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড, পিক্সি নিট ওয়্যারস লিমিটেড, স্টাইলাইজ বিডি লিমিটেড ও ইডেন স্টাইল টেক্স।

গতকাল শুল্ক গোয়েন্দার যুগ্ম পরিচালক শামসুল আরেফিন খান এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো পারস্পরিক যোগসাজশে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা পাচার করেছে। ইএক্সপি'র কার্যকারিতা না থাকায় বৈধ পন্থায় বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রত্যাবাসিত হওয়ার সুযোগ নেই। অর্থাৎ মানিলন্ডারিং সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। এ ঘটনায় ১০ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

শামসুল আরেফিন বলেন, এর আগেও শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একই পন্থায় ৩৭৯ কোটি টাকা পাচারের ঘটনা উদঘাটন করে। প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং অনুসন্ধানসহ ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৬৭৯ কোটি টাকা পাচারের ঘটনা উদঘাটন করলো শুল্ক গোয়েন্দা।

শুল্ক গোয়েন্দা জানায়, রপ্তানি জালিয়াতির মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পণ্য চালান বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত হচ্ছে না এমন একটি অভিযোগ

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের কাছে ছিল। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো বিল অব এক্সপোর্ট জালিয়াতি করে অন্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্সপোর্ট মনিটরিং সিস্টেম (ইএক্সপি) ব্যবহার করে পণ্য রপ্তানি করেছে। যার বিপরীতে কোনো অর্থ দেশে ফিরে আসেনি বা সমুদয় রপ্তানি মূল্য বাবদ অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে।

তদন্তকালে ১০টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বিগত সময়ে ১ হাজার ২৩৪টি পণ্য চালানে এমন জালিয়াতি করেছে।

যার প্রমাণ পাওয়া যায়। চালানের বিপরীতে পণ্যের পরিমাণ ১ হাজার ৯২১ টন যার বিপরীতে ফেরতযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার সম্ভাব্য পরিমাণ ৩ কোটি ৫৩ লাখ ৬৬ হাজার ৯১৮ ডলার। প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানসমূহ টি-শার্ট, টপস, লেডিস ড্রেস, ট্রাউজার, বেবি সেট, পোলো শার্ট, প্রভৃতি পণ্য সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কাতার, সৌদি আরব, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে রপ্তানি দেখিয়ে অর্থ পাচার করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত বিল অব এক্সপোর্টের কোড ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করেছে বলে প্রমাণ পেয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা। ১০ প্রতিষ্ঠানের বিল অব এক্সপোর্ট ও ইএক্সপি তথ্যের মধ্যে মিল পাওয়া যায়নি এবং সাউথইস্ট ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ১০ প্রতিষ্ঠানের কোনোটিই ওই ব্যাংকে লিয়েন করা নয়।

প্রজ্ঞা ফ্যাশন লিমিটেড: সাভারের আশুলিয়ায় অবস্থিত প্রজ্ঞা ফ্যাশন লিমিটেড ২০১৯ সালে ৩৮৩টি ও ২০২০ সালে ৮টিসহ ৩৯১টি রপ্তানি চালানের মাধ্যমে অর্থ পাচার করেছে। রপ্তানি করা পণ্যের মূল্য প্রায় ১ কোটি ৮ লাখ ৪১ হাজার ৬৯৯ ডলার বা ৯২ কোটি ৪ লাখ ৬০ হাজার ২৪৫ টাকা প্রায়। প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট চট্টগ্রামের কোম্পানি এমএজে শিপিং করপোরেশন, রিয়াংকা ইন্টারন্যাশনাল, অ্যান্ডজে ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, জেজে এসোসিয়েট ও এক্সপ্রেস ফরোয়ার্ডারস।

ফ্যাশন ট্রেড: রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সালে ৭৩টি, ২০১৯ সালে ১১৬ ও ২০১৮ সালে ৫৭টিসহ ২৪৯ রপ্তানি চালানে জালিয়াতি করেছে বলে প্রমাণ মিলেছে। রপ্তানি করা পণ্যের মূল্য প্রায় ৮০ লাখ ৫১ হাজার ৬৪০ ডলার।

এম ডি এস ফ্যাশন: ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত এমডিএস ফ্যাশন নামের প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সালে ১৮২টি রপ্তানিচালানে জালিয়াতি করেছে প্রমাণ পাওয়া গেছে। যার মূল্য প্রায় ৫১ লাখ ৮২ হাজার ৫৮৬ ডলার বা ৪৪ কোটি ১ হাজার ৫৫১ টাকা।

হংকং ফ্যাশনস লিমিটেড: গাজীপুরের টঙ্গিতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে ১৫৬টি রপ্তানি চালানে জালিয়াতি করেছে। রপ্তানির মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৮৯ হাজার ৬০৬ ডলার বা ৪০ কোটি ৬৬ লাখ ৩৭ হাজার ৫৮৬ টাকা পাচার করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

থ্রি-স্টার ট্রেডিং: ঢাকার বনানীতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি ২০১০ সালে ১২০টি রপ্তানি চালানে জালিয়াতি করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। রপ্তানির নামে ৩০ লাখ ৫৩ হাজার ১০৮ ডলার বা ২৫ কেটি ৯২ লাখ ৮ হাজার ৮৬৯ টাকা।

ফরচুন ফ্যাশন: ঢাকার মিরপুরের ঠিকানার প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮ এবং ২০১১ সালে ৫৯টি রপ্তানি চালানে জালিয়াতি করেছে। রপ্তানি করে ১৫ লাখ ২৪ হাজার ৮১৩ ডলার বা ১২ কোটি ৯৪ লাখ ৫৯ হাজার ৬২৩ টাকা পাচার করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অনুপম ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড: রাজধানীর কচুক্ষেতের ঠিকানাধারী প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সালে ৪২টি রপ্তানি চালানের মাধ্যমে অর্থ পাচার করেছে। প্রায় ৮ লাখ ৭৭ হাজার ৪৭০ ডলার বা ৭ কোটি ৪৪ লাখ ৯৭ হাজার ২০০ টাকা পাচার করেছে।

পিক্সি নিট ওয়্যারস: গাজীপুরের টঙ্গিতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সালে ২০টি রপ্তানি চালানে জালিয়াতি করে ১৭০ টন টি-শার্ট রপ্তানি করে। রপ্তানি দেখিয়ে ৫ লাখ ৯৬ হাজার ২৮২ ডলার বা ৫ কোটি ৬ লাখ ২৪ হাজার ৩৪১ টাকা পাচার করেছে।

স্টাইলাইজ বিডি: রাজধানীর শাহবাগের ঠিকানা ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সালে ১০টি রপ্তানি চালান জালিয়াতি করে ৬৬.৮ টন টি-শার্ট রপ্তানি করে। প্রায় ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬২৯ ডলার বা ২ কোটি ১৭ লাখ ২ হাজার ৯০২ টাকা পাচার করেছে।

ইডেন স্টাইল টেক্স: রাজধানীর খিলক্ষেতে ঠিকানা ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটি ২০১০ সালে ৮টি রপ্তানি চালানে জালিয়াতি করেছে। প্রায় ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫ ডলার বা ১ কোটি ৬৪ লাখ ৭৭ হাজার ৮১৬ টাকা পাচার করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে মুজিবুল হক

১ বিলিয়ন ডলার পাচার হলো কি না তদন্ত করতে অর্থমন্ত্রীকে নির্দেশ দিন

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের একজন বড় ব্যবসায়ী সিঙ্গাপুরে এক বিলিয়ন ডলার পাচার করেছেন কি না, সেটি তদন্ত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক।

আজ সোমবার রাতে জাতীয় সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মুজিবুল হক বলেন, 'এত বড় একটা ঘটনায়...যেখানে তথ্যপ্রমাণসহ আমরা পড়েছি, যেগুলো অবিশ্বাস করাটাও সমস্যা। বিষয়টি গুরুতর, রাষ্ট্রের জন্য। প্রধানমন্ত্রী, আপনি অর্থমন্ত্রীকে নির্দেশ দিন, বিষয়টি নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে তদন্ত করে দেখার জন্য, আসলে কোনো বাংলাদেশি গিয়ে ওখানে (সিঙ্গাপুরে) এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছেন কি না। করলে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে কীভাবে টাকাটা পেলেন, না হয় কোন সোর্স (উৎস) থেকে আনলেন। বাংলাদেশ থেকে না আনলে কীভাবে আসল।'

মুজিবুল হকের বক্তব্যের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদের অধিবেশন কক্ষে ছিলেন। তবে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ওই সময় অধিবেশন কক্ষে ছিলেন না। উল্লেখ্য, জরুরি কোনো ঘটনায় স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ নেন সংসদ সদস্যরা।

এক বিলিয়ন ডলার পাচারের বিষয়টি নিয়ে ডেইলি স্টারসহ কয়েকটি পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে উল্লেখ করে মুজিবুল হক বলেন, বাংলাদেশের এ

অবস্থার মধ্যে এক ব্যক্তির নাম আসছে, যিনি বাংলাদেশের বড় ব্যবসায়ী, কয়েকটা ব্যাংকের মালিক, তাঁর সম্পর্কে আসছে...তিনি অন্য একটি দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে সিঙ্গাপুরে মার্কেট করেছেন, হোটেল করেছেন এক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে।

গত ৪ আগস্ট ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার-এ 'এস আলমস আলাদিনস ল্যাম্প' (এস আলমের আলাদিনের চেরাগ) শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম (এস আলম) সিঙ্গাপুরে কমপক্ষে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (প্রায় ১০ হাজার ৮০০ কোটি টাকা) ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। বিদেশে বিনিয়োগ বা অর্থ স্থানান্তরে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে এ-সংক্রান্ত কোনো অনুমতি তিনি নেননি বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বাইরে বিনিয়োগের জন্য এ পর্যন্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দিলেও চট্টগ্রামভিত্তিক বিশাল ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এস আলম গ্রুপের নাম সে তালিকায় নেই।

ডেইলি স্টার-এর প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, গত এক দশকে সিঙ্গাপুরে এস আলম অন্তত দুটি হোটেল, দুটি বাড়ি, একটি কমার্শিয়াল স্পেস (বাণিজ্যিক পরিসর) এবং অন্য যেসব সম্পদ কিনেছেন, সেখানেও বিভিন্ন উপায়ে কাগজপত্র থেকে তাঁর নাম সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

অনুমতি ছাড়া বিদেশে বিনিয়োগ বা অর্থ স্থানান্তর নিয়ে এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তাঁর স্ত্রী ফারজানা পারভীনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অনুসন্ধান করে দুই মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে ৬ আগস্ট নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। হাইকোর্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে এস আলম দম্পতির করা আবেদনের (লিভ টু আপিল) শুনানি নিয়ে ২৩ আগস্ট আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি অভিযোগ অনুসন্ধান-সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর ওপর সব পক্ষকে আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে আদেশ দেন।

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইনে মামলা

নতুন আইনজীবী নিয়োগ নিয়ে নাটকীয়তা

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় বিচার কার্যক্রমে সরকার পক্ষে আইনি লড়াইয়ে নতুন আইনজীবী নিয়োগ নিয়ে গতকাল নাটকীয়তা হয়েছে। এই মামলায় আইনজীবী হিসেবে লড়ছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনজীবী এডভোকেট খুরশীদ আলম খান। সম্প্রতি নতুন করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলীকে এই মামলায় আইনজীবী হিসেবে যুক্ত করা হয়। গত সপ্তাহে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনজীবী হিসেবে শ্রম মন্ত্রণালয় তাকে নিযুক্ত করে। কয়েক দিন আগে তাকে নিয়োগ দেয়া হলেও মামলার বর্তমান আইনজীবী খুরশীদ আলম খান জানান, তিনি আর এই মামলায় লড়বেন না। অন্য আইনজীবী নিয়োগ দেয়ায় তিনি দায়িত্বে থাকতে চান না বলে উল্লেখ করেন। রাতে আইনজীবী খুরশীদ আলম জানান, এই মামলায় তিনিই একমাত্র আইনজীবী হিসেবে লড়বেন। মঙ্গলবার তিনি শুনানিতে অংশ নেবেন। তবে নতুন নিয়োগ দেয়া আইনজীবীর বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি তিনি। নতুন নিয়োগ দেয়া আইনজীবীকে প্রত্যাহার করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আইনজীবী হায়দার আলী জানিয়েছেন, তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এমন কোনো তথ্য তিনি পাননি।

সোমবার খুরশিদ আলম খান সুপ্রিম কোর্টে সাংবাদিকদের বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে করা মামলায় আমি আইনজীবী হিসেবে কাজ করছি। শুনেছি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষে আরও একজন আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে আমি তা জানি না। যদি অন্য কাউকে নেয়া হয়, তবে আমি থাকবো না। কারণ, এই মামলা পরিচালনায় আমার একটা প্রস্তুতি আছে আমার মতো করে। সেখানে আর একজন আইনজীবী যদি নেয়া হয়, তাহলে তার ভিন্ন প্রস্তুতি ও ভিন্ন স্টাইলে উপস্থাপন হতে পারে। তাই অন্য কেউ যুক্ত হলে আমি থাকবো না।

এদিকে কলকারখানার পক্ষে নিয়োগ পাওয়া নতুন আইনজীবী সৈয়দ হায়দার আলী বলেন, কলকারখানা কর্তৃপক্ষ আমাকে নিয়োগ দেয়ার পর ড. ইউনূসের মামলাতেই আমরা দু'জনে একসঙ্গে কাজ করেছি। এই মামলার বাদীর সাক্ষীও নিয়েছি। গত ৩১শে আগস্ট সাক্ষীর বাবা মারা যাওয়ায় সময় আবেদন করে সময় নিয়েছি। এখন উনি এ কথা কেন বলছেন জানি না। তবে আমি আশা করি উনি এই মামলায় যাবেন। একটা মামলায় তো একাধিক আইনজীবী থাকতেই পারেন। এক্ষেত্রে উনার একার জায়গায় আরেকজন আইনজীবী হলে শক্তিটা বাড়বে বলেই আমি মনে করি।

২০২১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন ঢাকার কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের এক শ্রম পরিদর্শক। মামলায় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ জমা না দেয়া, শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী না করা, গণছুটি নগদায়ন না করায় শ্রম আইনের ৪-এর ৭, ৮, ১১৭ ও ২৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়। গত ৬ই জুন নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক। মামলায় ড. ইউনূসসহ চারজনের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী আবদুল্লাহ-আল-মামুন।

৫ বছরে ৬৮২ কোটি টাকা বিদেশে পাচার

কী ব্যবস্থা নেবে সরকার

আমদানি-রপ্তানির আড়ালে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে দেশ থেকে কতভাবে অর্থ পাচার হচ্ছে, তা বহুল আলোচিত। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল্য কমবেশি দেখিয়ে দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচার হয়েছে। জানা যায়, তৈরি পোশাক রপ্তানির আড়ালে গত ৫ বছরে ১৪টি প্রতিষ্ঠান অন্তত ৬৮২ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান জাল কাগজপত্র বানিয়ে পণ্যবোঝাই শত শত কনটেইনার মধ্যপ্রাচ্যসহ ২৮টি দেশের অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানি করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলো বিল অব এক্সপোর্ট জালিয়াতি এবং অন্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ই-এক্সপি (রপ্তানি অনুমতিপত্র) ব্যবহার করে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এসব পণ্য রপ্তানি করে। কিন্তু এর বিপরীতে দেশে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা আসেনি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও কোনো প্রশ্ন তোলেনি। সম্প্রতি শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এর আগে জাতীয় দৈনিকে রপ্তানির আড়ালে অর্থ পাচার নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে।

শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা পোশাক রপ্তানির নামে অর্থ পাচারের সঙ্গে ১০টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৩০০ কোটি টাকা পাচারের সম্পৃক্ততার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে তথ্য রয়েছে, তাতে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৪। শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর গত মার্চে তাদের প্রতিবেদনে বাকি চার প্রতিষ্ঠানের নাম এবং তাদের পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করেছে। সব মিলে ১৪টি প্রতিষ্ঠান নমুনা ঘোষণায় পণ্য রপ্তানি করে সমুদয় অর্থই বিদেশে পাচার করেছে। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, চলতি বছরের মার্চে রপ্তানি অনুমতিপত্র জালিয়াতির মাধ্যমে ৪ প্রতিষ্ঠানের ৩৮৪ কোটি টাকা পাচারের তথ্য উদঘাটন করেছিলেন শুল্ক গোয়েন্দারা।

সাধারণত রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির হলে অর্থ পাচারের প্রবণতা বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা না থাকলেও অনিশ্চয়তা রয়েছে; জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে পরিস্থিতি যে কোনো সময় অস্থির হতে পারে, এমন আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। দেশে যাতে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। অনেকে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবেও অর্থ পাচারে উৎসাহী হয়। রাজনৈতিক সহিংসতা বাড়লে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এমন পরিস্থিতিতে অনেক বিনিয়োগকারী টাকা পাচারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অর্থ পাচারের আরেকটি বড় কারণ দুর্নীতি। দুর্নীতি রোধ করা গেলে অর্থ পাচার কমবে। রপ্তানির আড়ালে আরও কোনো প্রতিষ্ঠান অর্থ পাচার করেছে কি না, তারও তদন্ত হওয়া দরকার। এজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান অর্থ পাচারে জড়িত, সেগুলোর বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচন ও গণতন্ত্র

ইকতেদার আহমেদ

আমাদের চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম একটি হচ্ছে গণতন্ত্র। সংবিধান প্রণয়ন অবধি এ যাবৎকাল পর্যন্ত সংবিধানে ১৬টি সংশোধনী আনা হলেও এ মূলনীতিটি কখনো কোনো সংশোধনীর আওতায় আসেনি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অনুসৃত হয় এমন সব দেশে গণতন্ত্র বলতে যা বুঝায় তা হলো- প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাভুটির ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের প্রতিফলনে সরকার গঠন। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে একজন ভোটার ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে স্বীয় বুদ্ধি ও বিবেকে তাড়িত হন। এ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় একজন ভোটার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগুলোর মধ্যে কাকে ভোট দিলেন এটি তার একান্ত গোপনীয় বিষয় এবং তিনি ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করতে চাইলে তা আইনে সুরক্ষিত।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একজন ভোটার সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বাচনে ভোট প্রদানে যে স্বাধীনতা ভোগ করে তার দ্বারা নির্বাচিত সংসদ সদস্যও সংসদে আইন প্রণয়নসহ অপর যেকোনো বিষয়ে ভোট প্রদানে একই স্বাধীনতা ভোগ করে। সচরাচর একজন সংসদ সদস্য ভোট প্রদানে নিজ দলের পক্ষাবলম্বন করে থাকলেও নিজ দলের বিপক্ষে ভোট প্রদান আইনে বারিত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো আমাদের বাংলাদেশের সংবিধান।

আমাদের সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ রাজনৈতিক দল থেকে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া-বিষয়ক। এ অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে, কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি- ক. ওই দল থেকে পদত্যাগ করেন, অথবা খ. সংসদে ওই দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে, তবে তিনি সে কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য হওয়ার অযোগ্য হবেন না।

আমাদের সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদটি একজন সংসদ সদস্যের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ ও ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত। এটি গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা ও মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। নাগরিক হিসেবে একজন ভোটার ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা ভোগ করেন সে একই ভোটার সংসদে ভোটদানের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে পারবেন না তা কোনোভাবেই গণতন্ত্র চর্চা ও বিকাশে সহায়ক নয়। তা ছাড়া দলের অগণতান্ত্রিক আচরণে সংক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হয়ে দল থেকে পদত্যাগ করলে সংসদ সদস্য পদ হারাতে হবে এটি তো গণতন্ত্রের অনুশীলন নয়। একজন সংসদ সদস্যের নির্বাচনে বিজয়ের ক্ষেত্রে দলের অবদান ও নিজের যোগ্যতা উভয়টিই বিবেচ্য। সুতরাং দল থেকে পদত্যাগের কারণে সংসদে আসন শূন্য হওয়া একজন সংসদ সদস্যের যোগ্যতাকে খাটো করে দেখার নামান্তর। এর পরও কথা থাকে, যে দেশে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম একটি মূলনীতি হলো গণতন্ত্র সে দেশে কী করে একজন সংসদ সদস্যের স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান বা মতপ্রকাশের অধিকার হরণের পরও দাবি করার অবকাশ থাকে- গণতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।

দশম সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ১৫৪ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এ বিষয়ে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২-এ যে বিধানাবলি রয়েছে তাতে বলা হয়েছে, যখন মনোনয়নপত্র বাছাই পরবর্তী দেখা যায়, একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচনের জন্য শুধু একজন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী রয়েছেন অথবা যখন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে শুধু একজন অবশিষ্ট থাকে, তখন রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওইরূপ প্রার্থীকে নির্বাচনী এলাকা থেকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন এবং নির্বাচন কমিশনের বরাবরে তদমর্মে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। অতঃপর নির্বাচন কমিশন সে মোতাবেক বিজয়ী প্রার্থীদের গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করবে।

এ সামগ্রিক পর্বটি আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের আগেই সমাপ্ত হয়। যদিও এ ধরনের নির্বাচন বেআইনি নয় তবে নৈতিকতা ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রহণযোগ্য। অতীত সংসদ নির্বাচনগুলোর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া সংক্রান্ত ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সংসদ নির্বাচন ও বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে ১১ জন করে প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। অতঃপর ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সংসদ নির্বাচনের সময় এরশাদ নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় ১৯ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। সর্বশেষ বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির একতরফা ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনে ৪৯ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির বাতিল হওয়া নবম সংসদ নির্বাচনে ১৭ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ নির্বাচনটির কার্যক্রম চলাকালীন বিএনপি ক্ষমতাসীন ছিল, যদিও আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণ পর্বের আগে এ নির্বাচনটি বাতিল হওয়ায় এটিকে সংসদ নির্বাচন হিসেবে আখ্যায়িত করার সুযোগ নেই। দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংসদের কোনোটিই নির্ধারিত পাঁচ বছর পূর্ণ করতে পারেনি।

সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ৩০০ জন প্রার্থী ৩০০টি পৃথক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত হয়ে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। তা ছাড়া কর্মরত প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সংসদ নির্বাচন, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সপ্তম সংসদ নির্বাচন ও ২০০১ সালের অষ্টম সংসদ নির্বাচন ও সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হওয়ায় এ সব নির্বাচনের কোনোটিতেই কোনো প্রার্থীর কোনো নির্বাচনী এলাকা থেকে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার অবকাশ সৃষ্টি হয়নি।

দশম সংসদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১৫৪ জন প্রার্থীর সবাই তথাকথিত সর্বদলীয় সরকারের সাথে সম্পৃক্ত দলগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত। এ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১৫৪ জনের দলগত যে অবস্থান তা হলো- আওয়ামী লীগ-১২৭, জাতীয় পার্টি (এরশাদ/রওশন)-২১, জাসদ (ইনু)-তিন, ওয়ার্কার্স পার্টি-দুই ও জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)-এক।

বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসের দশম সংসদ নির্বাচনে ১৫৪টি আসনে বিভিন্ন দলের একক প্রার্থীর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, সর্বদলীয় সরকারে অংশ নেয়া বিভিন্ন দলের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতেই এটি হয়েছে। বিএনপি সর্বদলীয় সরকারে এলে তাদের সাথে এমন সমঝোতা করতাম। এ বিষয়ে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা বলেন, এভাবে সমঝোতার ভিত্তিতে সংসদে আসন সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি আসনে যদি প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন সে ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে এ নির্বাচনটিকে কি গণতান্ত্রিক বলা যায়? তারা আরো বলেন, এভাবে সমঝোতার মাধ্যমে প্রার্থিতা প্রত্যাহারপূর্বক একক প্রার্থী হওয়ার অবকাশ সৃষ্টি করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিচায়ক নয়। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার ভোটাররা যখন জানতে পারলেন তাদের নির্বাচনী এলাকা থেকে একক প্রার্থী হিসেবে একজন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তখন তাদের অনেককে আক্ষেপ করে বলতে শোনা গেছে- এরা কেউই আমাদের ভোটে নির্বাচিত নন। তাই কী করে বলি, তারা আমাদের সংসদ সদস্য। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের অভিমত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত অনেকেই পুলিশ প্রহরা ব্যতিরেকে নির্বাচনী এলাকায় গেলে জনগণের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার উপক্রম হতে পারে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৪ জনের নির্বাচন-পরবর্তী যে ১৪৬টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এ সব আসনেও প্রার্থীর সংখ্যা ও সমঝোতার ভিত্তিতে যে সব প্রার্থীকে নির্বাচিত করে আনা হয়েছিল তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী অপরাপর প্রার্থীর কার্যকলাপ অবলোকনে প্রতীয়মান হয়, এ সব আসনের নির্বাচন নেহায়েত লোকদেখানো ও পাতানো ছিল। আর তাই কোনো অবস্থায়ই এ সব আসনের নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন বলার সুযোগ নেই। একাদশ সংসদ নির্বাচনে দিনের ভোট আনুষ্ঠানিক ভোট গ্রহণের নির্ধারিত তারিখের পূর্ববর্তী রাতে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও দলীয় নেতাকর্মীদের সহায়তায় সম্পন্ন করায় যেকোনো মানদণ্ডের বিচারে এটিকে সুষ্ঠু নির্বাচন বলার অবকাশ আছে কি!

আন্তর্জাতিকভাবে জাতীয় নির্বাচন বিষয়ে যে নীতি অনুসৃত হয় তা হলো- যেকোনো নির্বাচন গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণের আবশ্যকতা রয়েছে, যথা- ক. নির্বাচনটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে হবে; খ. নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি সন্তোষজনক হতে হবে এবং গ. সর্বশেষ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃত দলটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে হবে। দশম সংসদ নির্বাচনের সার্বিক কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, এ তিনটি শর্তের কোনোটিই পূরণ হওয়ার মতো পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই। তাই এ নির্বাচনটি আন্তর্জাতিকভাবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হিসেবে যে স্বীকৃত হবে না সেটি ঘটনাপ্রবাহ দৃষ্টে স্পষ্ট।

দশম সংসদ নির্বাচনে এরশাদ নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি আদৌ অংশগ্রহণ করেছিল কি না তা স্পষ্ট নয়। আর অংশগ্রহণ করে থাকলে প্রধানমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী, তার দল সর্বদলীয় সরকারের অংশ হয়ে থাকলে এবং তার দলের প্রার্থীদের সমঝোতার ভিত্তিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করা হয়ে থাকলে এ দলটিকে কি বিরোধী দল বলার সুযোগ আছে? সুতরাং দশম সংসদ নির্বাচনের পর সংসদ অধিবেশন বসার অবকাশ সৃষ্টি হলেও সে সংসদে কার্যত কোনো বিরোধী দল ছিল না এ বিষয়টি স্পষ্ট।

যেকোনো দেশের জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং সত্যিকার অর্থে গ্রহণযোগ্য হয়েছে কি না তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা অবলোকন করে থাকেন। কিন্তু দশম সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দেশীয় পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক করে নিজেদের নিরাপত্তা বিঘিত হবে এ আশঙ্কায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখার সিদ্ধান্ত কমিশনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। দেশীয় পর্যবেক্ষকরা যখন নিরাপত্তার আশঙ্কায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে অনীহ তখন বিদেশী পর্যবেক্ষকরা যে পর্যবেক্ষণে আসবেন এমনটি ভাবার কোনো সুযোগ ছিল কি!

এ কথাটি অনস্বীকার্য যে, নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সজ্ঞাতে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাসহ অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, লুটপাট ও শারীরিকভাবে আঘাতের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিধায় এর প্রতিবিধানে নির্বাচন কমিশন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে- দেশের জনগণ এমনটিই প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, সজ্ঞাত নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এবং সজ্ঞাতের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির দায় নির্বাচন কমিশন নেবে না। নির্বাচন কমিশনের এহেন বক্তব্যে দেশবাসী হতভম্ব ও বিস্মিত। দেশবাসীর অভিমত- সজ্ঞাত নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট বিধায় এর মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির দায় নির্বাচন কমিশন কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। আর আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন কমিশনের উচিত সরকারকে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান। কিন্তু আমাদের নির্বাচন কমিশন কি সরকারকে সে ধরনের কোনো নির্দেশনা আদৌ দিয়েছিল?

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

কারাগারগুলোতে বন্দির সংখ্যা ধারণক্ষমতার দ্বিগুণ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর : দেশের কারাগারগুলোতে বন্দির সংখ্যা বর্তমানে ধারণক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। গত রোববার জাতীয় সংসদে চট্টগ্রাম-১১ আসনের সংসদ সদস্য এম আবদুল লতিফের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ তথ্য জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের ৬৮টি কারাগারে বন্দির ধারণক্ষমতা ৪২ হাজার ৮৬৬ জন। এরমধ্যে পুরুষ ৪০ হাজার ৯৩৭ এবং নারী ১ হাজার ৯২৯ জন। অন্যদিকে কারাগারগুলোতে বর্তমানে মোট বন্দি আছে ৭৭ হাজার ২০৩ জন। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপন করা হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'যশোর, সিলেট, দিনাজপুর, ফেনী, পিরোজপুর ও মাদারীপুর কারাগার ছাড়া বাকি সব কারাগারে ধারণক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত বন্দি আটক আছে। আসাদুজ্জামান খান জানান, কারাগারে ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, খুলনা, নরসিংদী ও জামালপুরে কারাগার নির্মাণ বা সম্প্রসারণের কাজ চলছে। নির্মাণাধীন কারাগারগুলোর কাজ শেষ হলে ধারণক্ষমতা ৫ হাজার বৃদ্ধি পাবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, কাশিমপুরে দেশের একমাত্র মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের মোট ধারণক্ষমতা ২০০ হলেও এখন ৬৩৪ জন বন্দি আটক আছেন। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন কারাগারে মোট নারী বন্দির সংখ্যা ২ হাজার ৯৮১ জন।

কেরাণীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারের ধারণক্ষমতা ৪ হাজার ৫৯০ জন হলেও বর্তমানে সেখানে ৯ হাজার ৭৬৫ জন বন্দি আছে বলে জানান তিনি। আরেক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, '২০২২ সালে সারাদেশে ১১৩ কেজি ৩৩১ গ্রাম আইস ও ১৬৭টি এলএসডি এবং ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ১১৪ কেজি ৪৮৭ গ্রাম আইস ও ১২৯টি এলএসডি স্ট্রিপ জব্দ করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ২০২২ সালে ১ লাখ ৩২১টি মাদক মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এসব মামলায় ১ লাখ ২৪ হাজার ৭৭৫ জন মাদক চোরাকারবারিকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। অন্যদিকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ৫৮ হাজার ১৬১টি মামলায় ৭২ হাজার ১৫৬ জনকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের নাফ নদী হয়ে আমাদের দেশে ইয়াবা ও আইস অনুপ্রবেশ করে।

সিলেটের উন্নয়ন প্রশ্নে মোমেন ইমরানের হতাশা, ব্যাখ্যা দিলেন মেয়র আরিফ

সিলেট, ৫ সেপ্টেম্বর : সিলেটের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সন্তুষ্ট নয় সরকারের দুই মন্ত্রী। যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল সরকারের শেষ সময়ে সেগুলোর কাজ শেষ তো দূরের কথা তেমন দৃশ্যমান করা যায়নি। এ নিয়ে ক্ষোভ আছে মন্ত্রীদের। তবে- মন্ত্রীদের এই ক্ষোভের হিসাব মিলিয়ে দিলেন সিলেটের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সিলেট পিছিয়ে থাকার কারণও ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। বললেন- দীর্ঘদিন ধরে সিলেট থেকে কেউ না কেউ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকতেন। ফলে সিলেটের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে টাকা ছাড়ের ব্যাপারে তেমন বেগ পেতে হতো না। কিন্তু গত ৫ বছর পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। অর্থমন্ত্রী সিলেটের না থাকার কারণে পাইপ লাইনে থাকা অনেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে টাকা ছাড় হচ্ছে না। মেয়াদ টু মেয়াদ উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলনা করেন সাধারণ মানুষ। এবারো তাই করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে অতীতের চেয়ে গত ৫ বছরে উন্নয়ন কমই হয়েছে।

তবে- পরিকল্পনামন্ত্রী মান্নানের বদৌলতে সুনামগঞ্জে এবার দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু সেভাবে সিলেটের অপর তিন জেলায় হয়নি। গত মাসে ঢাকায় সিলেটের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে বৈঠক করেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। ওই সভায় সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ও পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিলেটজুড়ে চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে ধীরগতির কারণে অসন্তোষ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মন্ত্রী। সভায় মন্ত্রী তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেছিলেন- সিলেটের জন্য বড় বড় প্রকল্প দ্রুত পাস হয়, অর্থও যথাসময়ে বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু প্রকল্পগুলো সময়মতো শেষ হয় না। এটা খুবই দুঃখ ও হতাশাজনক। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা হলে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা তা চেপে রেখে সময়ক্ষেপণ করেন। অথচ তাদের বদলি বা পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে তারা ঠিকই যোগাযোগ করেন।

ওই মতবিনিময় সভায় সিলেট-ঢাকা ৬ লেন ও সিলেট-তামাবিল ৬ লেন সড়কের কাজের অগ্রগতি, কুমারগাঁও-বাদাঘাট-এয়ারপোর্ট সড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ, ওসমানী বিমানবন্দর থেকে চৌকিদীঘি রাস্তা ৪ লেনে উন্নীতকরণ, সিলেট শহরকে যানজট মুক্ত করতে রিং রোড স্থাপন পরিকল্পনা, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প, সুরমা নদীর ভাঙন রক্ষা প্রকল্প, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পসহ সিলেট সিটি করপোরেশন এবং সিলেট জেলা পরিষদের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ওসমানী বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের মেয়াদ চলতি বছরের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু ২ হাজার ৩০৯ কোটি ৭৯ লাখ টাকার এই প্রকল্পের কাজ এখন পর্যন্ত মাত্র ২২ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির পরিচালক জানান, নকশায় ভুল থাকায় তা সংশোধন করে কাজ শুরু করতে দেরি হয়েছে। পুরো কাজ শেষ করতে প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়াতে হবে। এ ছাড়া ৪০৫ কোটি টাকা প্রকল্পের ওসমানী বিমানবন্দরের বিদ্যমান রানওয়ের টেক্সিওয়ে শক্তি বৃদ্ধিকরণ কাজ এখনো শুরুই হয়নি। এদিকে গত সপ্তাহে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু আইসিটি পার্কে এক অনুষ্ঠানে একই ভাবে হতাশা ব্যক্ত করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

ওই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন- আইসিটি পার্ক চালু করতে ধীরগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ পার্কের নির্মাণ কাজ শেষ করতে অনেক সময় ব্যয় করা হচ্ছে। এতে করে বিনিয়োগকারীরা সরে যাচ্ছে বলে জানান তিনি। বিশেষ করে কাজে ধীরগতি হওয়ার কারণে প্রবাসী বিনিয়োগকারীরাও সরে গেছেন। ওই দিন মন্ত্রী শতকোটি টাকা ব্যয়ে আইসিটি নলেজ পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সময় মন্ত্রী বলেন- সামনে সরকার কে আসবে, না আসবে সেদিকে আপনাদের (প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের) নজর দেয়ার প্রয়োজন নেই। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ করার তাগিদ দেন মন্ত্রী। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন- আইসিটি পার্কে নির্ধারিত ১৭টি কোম্পানি ইতিমধ্যে বিনিয়োগে নেমেছেন। এর মধ্যে ৬টি কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। সিলেটের জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের এ প্রকল্পটি ঝিমিয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের গাফিলতিকে দায়ী করেন তারা।

এদিকে- বর্তমান সরকারের সময় মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বিএনপি ঘরানার রাজনীতিক হলেও নগর বদলে দেয়ার মতো উন্নয়ন কাজ করেছেন। সেজন্য বিদায়ী মেয়র আরিফ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী ও প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেন। শনিবার রাতে সিলেটে এক অনুষ্ঠানে মেয়র জানিয়েছেন, সিলেটের অনেক প্রকল্পের কাজ এখনো পাইপলাইনে রয়েছে। আমাদের সিলেটের মন্ত্রীরা এসব জানার পর বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করেন। তাদের আন্তরিকতার কমতি নেই।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

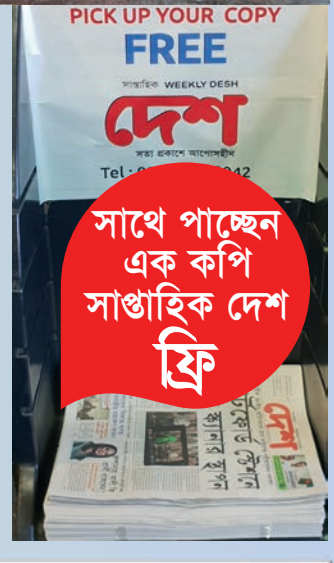

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

লন্ডনে ১০৫তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তারা

‘বঙ্গবীর ওসমানীর নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে’

সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকসুদ ইবনে আজিজ লামা বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে সম্মান করলে মুক্তিযুদ্ধকে সম্মান করা হবে। ওসমানী ছিলেন সততার প্রতিক। এ ধরনের সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে চক্রান্ত করে ইতিহাসের পাতা থেকে কেউ মুছতে পারবেনা। তাঁর নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

গত ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার বঙ্গবীর জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর ১০৫তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবীর ওসমানী মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে পূর্ব লণ্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে আয়োজিত এক স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকসুদ ইবনে আজিজ লামা একথাগুলো বলেন।

সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব কবির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সংগঠণের সিনিয়র সহ সভাপতি কে এম আবুতাহের চৌধুরী ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খান জামাল নুরুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবীর ওসমানী ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম খান, প্রবীন সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমীর খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম আলী সৈয়দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল মাবুদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ রহমান, কমিউনিটি নেতা সৈয়দ নুরুল ইসলাম, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি মুহিবুর রহমান, কাউন্সিলার ওসমান গনি, কাউন্সিলার সুলুক আহমদ ও সাবেক কাউন্সিলার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ।

আরও বক্তব্য রাখেন নুরুল ইসলাম এমবিই, এডভোকেট আব্দুল হালিম বেপারী, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, প্রভাষক আব্দুল হাই, মাওলানা রফিক আহমদ, মশিউর রহমান মশনু, হাজী ফারুক মিয়া, মিসেস ঝরনা চৌধুরী, আহমদ লাবিব রহমান প্রমুখ।

বীর মুক্তিযাদ্ধা এম এ মান্নান বলেন, তিনি সিলেট ও বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের অহংকার। ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে না থাকলে নয় মাসে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না।

বীর মুক্তিযাদ্ধা মোস্তফা বলেন, তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ মেজর। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর রণকৌশল ও ট্রেনিং বিজয় লাভে সাহায্য করে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম খান বলেন, কোন লোভ লালসা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি সময়ের প্রতি ছিলেন যত্নবান।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল মাবুদ বলেন, তিনি ছিলেন জাতির এক রোল মডেল। তিনি ছিলেন অসীম সাহসিকতা, নিয়মানুবরতীতা, সততা ও নিষ্ঠার প্রতিক। তাঁর সাথে বিমাতাসুলভ আচরন করা হচ্ছে ।

সাবেক কাউন্সিলার ও ডেপুটি স্পীকার ব্যারিষ্টার নাজির আহমদ বলেন, বঙ্গবীর ওসমানীর প্রতি পাকিস্তানী শাসকরা অবিচার করেছে। বাংলাদেশেও তিনি আজ উপেক্ষিত। নতুন প্রজন্মের কাছে ওসমানীর অবদান তুলে ধরতে হবে। পাঠ্য পুস্তকে ওসমানীর জীবনী অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা আনোয়ার রাব্বানী ও দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা জিল্লুর রহমান। কবিতা আবৃত্তি করেন কবি শিহাবুজ্জামান কামাল। সভায় বিপুল সংখ্যক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে শিরণী বিতরণ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আন্তর্জাতিক গুম দিবস পালনের লক্ষ্যে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রস্তুতি সভা

যুক্তরাজ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও ৩০ আগষ্ট আন্তর্জাতিক গুম দিবস পালনের জন্য সাউথ এশিয়ান পলিসি ইনিশিয়েটিভ (সাপি) ও গ্লোবাল ভয়েস ফর হিউম্যানিটির ডাকে সাড়া দিয়ে এক হয়েছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন।

যুক্তরাজ্যে সক্রিয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গত ২২ আগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় পূর্ব লন্ডনে অবস্থিত আমার দেশ পত্রিকার কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অধ্যাপক আব্দুল কাদের সালেহ’র সভাপতিত্বে ও আমার দেশ-এর নির্বাহী সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমানের পরিচালনায় যুক্তরাজ্যে সক্রিয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের মধ্যে মুফতি শাহ সদরউদ্দিন, সুরমা নিউজের প্রধান সম্পাদক শামসুল আলম লিটন, ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন, ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন, পিচ ফর বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মোঃ ডলার বিশ্বাস, পিচ ফর বাংলাদেশের সেক্রেটারী মোঃ মাহিন খান, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট মোঃ তরিকুল ইসলাম, ইকুয়াল রাইটসের সেক্রেটারী নওশিন মুস্তারী মিঞা সাহেব, সাফিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের মানুষের গনতান্ত্রিত ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশীকে সম্মিলিতভাবে গনতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচী চালিয়ে যেতে হবে। ৩০ আগষ্ট আন্তর্জাতিক গুম দিবস পালনের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, দুনিয়াব্যাপী গুম ও নির্যাতনের শিকার সকল মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় এই দিবসটি ঘোষণা করেছে জাতিসংঘ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আমানা এন্ড আরিসা প্রপার্টিজ বিডি
হোয়াটসঅ্যাপ : 01711904180
রানা : +447783957848

সিলেট নগরী ও আশেপাশের এলাকায় (Sylhet City and Surrounding Areas)
1. জমি ও বাসা ক্রয় এবং বিক্রয় (Buying and Selling of Land and Houses)
2. চুক্তিভিত্তিক বাসা ভাড়া (Contractual House Rent)

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £14.99
৩০+ আইটেম
Under 7’s £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

দারুল ইফতাহ ফতোয়া বোর্ড ইউকে
কমিউনিটির সেবায় ২৬ বছর
আমাদের সেবা সমুহ
- তালাক, খোলা ও বিবাহ বিচ্ছেদ সার্টিফিকেট
- মুসলিম ম্যারেজ ব্যুরো
- মুসলিম ম্যারেজ সার্টিফিকেট
- শাহাদাহ গ্রহণের সার্টিফিকেট
- সকল প্রকার এটাস্টেশন সার্ভিস
যোগাযোগ :
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
(ইমাম, মুসলিম মিনস্টার অব রিলিজিয়ন ও চ্যাপলেন)
Mob: 07951 225 409
(Appointment only: 6pm-9pm)

হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ এর সভা

প্রবাসীদের জন্য অবিলম্বে স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি

প্রবাসীদের জন্য অবিলম্বে স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবিতে লন্ডনে হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার লন্ডনে মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা পূর্ব লন্ডনের দর্পণ মিডিয়া সেন্টারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের অংশ নেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ইউকে শাখার প্রেসিডেন্ট প্রবীণ সাংবাদিক মো. রহমত আলী। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মনজিল মোরসেদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন এইচআরপিবি এর জেদ্দা শাখার আহ্বায়ক এবিএম নুরুল হক। সভা পরিচালনা করেন জেনারেল সেক্রেটারী সাবেক স্পিকার কাউন্সিলর আয়াস মিয়া ও জয়েন সেক্রেটারী আবুল হোসেন।

দুই পর্বে অনুষ্ঠিত সভার প্রথম পর্বে আলোচনা সভায় ব্রিটেনের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তারা তাদের বক্তব্যে প্রবাসীদের জন্য অবিলম্বে একটি সতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল গঠনের জোরালো দাবী জানান। পাশাপাশি তাদের উত্থাপিত দাবি বাস্তবায়নে সকল প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বক্তারা আরো বলেন, প্রবাসীরা দেশে গেলে নানা হয়রানী ও মিথ্যা মামলার শিকার হন। এতে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। সাথে সাথে দেশে তাদের সহায় সম্পত্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অহরহ জবরদখল ও বেহাত হচ্ছে। কিন্তু এর কোন প্রতিকার হচ্ছে না। এমতাবস্থায় এ সমস্ত সমস্যা মোকাবেলা করতে গিয়ে তারা দীর্ঘসূত্রিতায় পড়েন তাই সল্পতম সময়ে এগুলো সুরাহা করতে এ উদাসীনতা দারুন হতাশাব্যঞ্জক। তাই অনেক প্রবাসী দেশে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। সাথে সাথে তাদের পরবর্তী প্রজন্মও দেশ বিমুখ হচ্ছে।

এতে বক্তব্য রাখেন, মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান, মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল মাবুদ, বাংলাদেশ টিচার্স এসাসিয়েশন ইউকে'র প্রেসিডেন্ট আবু হোসেন ও সেক্রেটারী সিরাজুল বাসিত চৌধুরী, ট্রেজারার মিসবাহ উদ্দিন আহমদ, সাবেক স্পিকার আব্দুল মুকিত চুনু এমবিই ও আহবাব হোসেন, একেএম সবুর, সলিসিটর মনিরুজ্জামান, সলিসিটর ইয়াওর উদ্দিন, জামাল, নেছার আলী, কামাল হোসেইন, আবুল কাশেম, জাহাঙ্গির কবির, আলহাজ্ব নুর আলী, রফিক আহমদ রফিক, মোদাব্বির হোসেন মধু মিয়া, ফারুক মিয়া, আঙ্গুর আলী, রেদওয়ান খান, আবু তাহের আহমদ, জাহেদ মিয়া, মোহাম্মদ আল মামুন, আব্দুল মুমিন, আব্দুল হান্নান, লিটন আহমদ, ফয়জুর রহমান, শামসুল হক, খুরশেদ আলম, মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ওয়ারিছ আলী, আকম সবুর, নাজমুল হুদা, আব্দুল হালিম, আলাউদ্দিন, আনিছুজ্জামান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ও নতুন কমিটি ঘোষনা করা হয়। এতে ছিলেন সভাপতি, সাংবাদিক মো. রহমত আলী, সহ সভাপতি সাবেক স্পিকার আব্দুল মুকিত চুনু এমবিই, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌস সুলতান, এলাইছ মিয়া মতিন, শাহ মুনিম। সাধারণ সম্পাদক সাবেক স্পিকার আয়াছ মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক আবুল হোসেন, সহ সম্পাদক মোদাব্বির হোসেন মধু মিয়া, আব্দুল আজিজ ও কামাল হোসেন, ট্রেজারার মিসবাহ উদ্দিন আহমদ, সহ আকম সবুর ও আব্দুল হান্নান, সাংগঠনিক আবুল কাশেম, সহ নেছার আলী লিলু, আঙ্গুর আলী ও নাজমুল হুদা, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি-আব্বাসুজ্জামান, সহ দিলু চৌধুরী, লিগ্যাল এফেয়ার্স সেক্রেটারী-সলিসিটর মনিরুজ্জামান, সহ সলিসিটর ইয়াওর উদ্দিন, আব্দুল আজিজ, এম এ জামান, মিসবাহ কমিউনিটি এফেয়ার্স-ফারুক মিয়া, সহ আব্দুল হালিম।

৩১ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিতে এ কমিটিতে সদস্য হিসাবে আরো ১১ জন রয়েছেন। তা ছাড়া কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা কমিটি ও বিভিন্ন সময় যারা সংগঠনের সাথে কাজ করেছেন তাদেরকে অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হিসাবে রাখা হয়েছে।

আগামীতে নবগঠিত কমিটির অভিষেক ও সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্ণনা সম্বলিত একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সাথে সাথে দেশে প্রবাসীদের স্বার্থসংশ্লিট বিষয়গুলো নিয়ে আরো জোরালোভাবে কাজ পরিচালনার ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়। এতে কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট এডভোকেট মনজিল মোরসেদ সার্বিক সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, আইনজীবী মনজিল মোরসেদ প্রবাসীদে এ দাবী বাস্তবায়নের জন্য লন্ডন থেকে আমেরিকা যাচ্ছেন। সাথে সাথে অন্যান্য দেশ ভ্রমণের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সাল থেকে হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ প্রবাসীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য ক্যাম্পেইন করে যাচ্ছে ও ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে একটি রুপরেখাও প্রকাশ করেছে। সাথে সাথে বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এর জন্য স্মারকলিপি প্রদানসহ নানাবিধ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
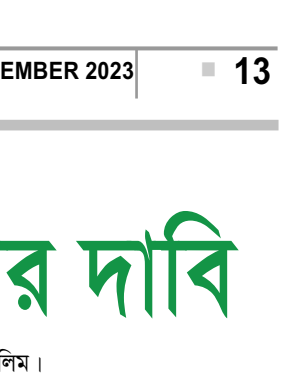
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

লন্ডনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তারা

আল্লামা সাঈদীর অবদান ইতিহাসে উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে

বিশ্ব বরেণ্য ইসলামিক স্কলার ও মুফাসসিরে কোরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী স্মরণে লন্ডনে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের দাওয়াতে বিগত অর্ধশতাব্দী আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী যে অবদান রেখে গেছেন সেটা ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে। আল্লামা সাঈদী ছিলেন দ্বীনের নির্মূল এক খাদেম ও দ্বায়ী ইলাল্লাহ। কোরআনের তাফসীরে তাঁর দরদী ভাষা ও মাধুর্যতা মানুষকে শুধু আকৃষ্টই করে নাই, দ্বীনের আলোপৌঁছে গেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে। আল্লামা সাঈদীর জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও কোরআনকে মানুষের অন্তরে প্রাণবন্ত ভাষায় রেখেগেছেন শতশত বছরের জন্য।

বক্তারা বলেন, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং কোরআন মানব জীবনের সংবিধান এই কথাটি আল্লামা সাঈদী'র মতো তাফসীর মাহফিলে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দিতে পারেননি। আল্লামা সাঈদী মানুষকে বুঝিয়েছেন ইসলাম ছাড়া মানুষের জীবন পরিপূর্ণ নয়। ইসলাম সকল অন্ধকারের বিপরীতে তারুণ্যকে আলোর পথ দেখাতে পারে।

কমিউনিটি ও ইসলামিক ব্যক্তিত্ব দিলওয়ার হোসেন খানের পরিচালনায় মুসলিম ভয়েস এর উদ্যোগে গত ৩১ আগস্ট বৃহস্পতিবার লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুসলিম এসোসিয়েশন এর কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্টমুসলেহ ফারাদী, ইস্ট লন্ডন মসজিদের ঈমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবীও আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী'র আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, ইসলামীক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডেরসাবেক চেয়ারম্যান

অধ্যাপক আবু নাসের মোহাম্মদ আব্দুজ জাহের, ইউকে বাংলাদেশী উলামা-মাশায়েখ কমিটির প্রেসিডেন্টশায়খ মওদুদ হাসান, টাওয়ার হ্যামলেট'স কাউন্সিলের স্পীকার কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী, শ্রীলঙ্কান মুসলিম কমিউনিটি-বৃটিশমুসলিম সোসাইটির অন্যতম সদস্য আনসার মোহাম্মদ মাহির, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুলকাদির সালেহ, টোটেনহ্যাম মসজিদ আয়সা'র ইমাম ও খতিব মাওলানা খিদির হুসাইন, প্লাস্টো মসজিদ ইব্রাহিম এর ইমাম ওখতিব আবু বক্কর সাজ্জাদ, মুসলিম ভয়েস এর কনভেনার নাহিদ মাহফুজ প্রমুখ। বক্তারা আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসির ও সাবেক সংসদ সদস্য আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী'র মাধ্যমে বিগত পাঁচদশকে ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করতে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন সেটার উল্লেখ করে বলেনআল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ১৯৭৪ এবং ২০০৪ সালে ইস্ট লন্ডন মসজিদের জন্য তহবিল সংগ্রহে পবিত্র কাবা'র ইমাম ওখতিব শায়খ আবদুল রহমান সুদাইস এর সাথে যোগদান করেন।

মুসলেহ ফারাদী বলেন, আমি বাংলাদেশের বৃহত্তর নোয়াখালীর ফেনীতে মাওলানা সাঈদীর সাথে প্রথম দেখা করি। তিনি বহু মানুষকে নানাভাবে মুগ্ধ করেছেন। তাঁর জানাজার পর শেষ বিদায় জানাতে প্রার্থনা করতে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি প্রমান করেছে তিনি যখন সংসদ সদস্য ছিলেন তখন প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর অবদান প্রমাণিত। ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তীব্র প্রতিবাদে তিনি কখনো পিছপা হননি। তার প্রতি যা করা হয়েছিল তা ছিল অবিচার ও বিচারের নামে মহা অন্যায়। কথিত আদালত যখন তাঁর মৃত্যুদণ্ডের অন্যায় রায় দেয়, তখন সে রায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় ১৫০ জনেরও বেশি মানুষ জীবন দিয়েছিলো। তাঁর অবদানেই বাংলাদেশেতাফসিরুল কোরআন মাহফিলের এতো জনপ্রিয়তা।

মাওলানা শায়খ আব্দুল কাইয়ুম বলেন, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একজন উচু মানের ইসলামিক সুবক্তা দার্শনিক ছিলেন। প্রচুর সময় নিয়ে পড়াশোনা করতেন। বাড়িতে তার একটিবিশাল লাইব্রেরি আছে, খুব গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করে এবং এটি তাকে এত উচ্চ পদেনিয়ে আসে। তিনিই বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোরানকে সম্প্রদায় ও সামাজিক ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবেনিয়ে আসেন। ১৯৭৫ সাল থেকে জেলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা তার সাথে অনেকবার দেখাকরেছি। মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান।

বক্তারা আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর মাগফিরাত কামনা করে আরও বলেন, তিনি জাতীয় সংসদে শিরকী প্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। সমাজ সেবায়ও তার অসংখ্য ভূমিকারয়েছে। দেশ বিদেশে তার অগণিত ভক্ত রয়েছে। তিনি কারাবন্দী অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু বরণকরেন। তার ইন্তিকালে জাতি একজন ইসলামী স্কলার ও কুরআনের খাদেমকে হারিয়েছে। যাপূরণ হবার নয়।

সভার মাঝে মাঝে মেসেজ কালচারাল গ্রুপের পক্ষ থেকে ইসলামিক নাশিদ পরিবেশন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!

Paying too much?

এক্সাম্পল, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের নো ক্লেম বোনাস প্লাস ক্লিন লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ৩০-৪০ পাউন্ড খরচ করছেন।

আপনার পেমেন্ট প্লাস পেপার ওয়ার্ক প্লাস সার্টিফিকেট যোগাযোগ সরাসরি মেইন ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সাথে, ব্রোকার এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান ইন্সুরেন্স পেমেন্ট এমাউন্ট থেকে আপটু ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে ডিরেক্ট ডেবিটের মাধ্যমে কম খরচে ইন্সুরেন্স করিয়ে দিয়ে থাকি।

(We do not help CAB/TRADE INSURANCE)

Serving for last 10 years

TO GET A QUOTE Please call (Mon-Sat 9-8 pm)
Mr. Ali on 07950 417 360 /020 8123 0430 Fax: 020 7806 0776
Email:e3cheapcarinsurancebroker1@hotmail.co.uk
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
http://sites.google.com/e3cheapcarinsurancebroker

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?

Get registered & Send money online from anywhere within the UK

SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate

www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC

Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223

Our services:
Immigration
- Family visit Visa
- Spouse visa, fiancée,
- British nationality
- Deportation and Removal matters
- Bail applications
- Asylum
- Human Rights
- Appeal & Judicial Review
- Application for regularising status &
- All EU Immigration matters.
- Plus most areas of law including Housing Disrepair

Specialist in Immigration Law

MD LIAQUAT SARKER
(LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com

Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

যুক্তরাজ্যে বিএনপির ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বিএনপির ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, বিএনপি মুক্তিযোদ্ধাদের দল। যাঁরা ১৯৭১ সালে সবকিছু তুচ্ছজ্ঞান করে স্বাধীনতার জন্য জীবন সঁপে দিয়েছিলেন, তাঁরাই পরবর্তী সময়ে এক জোট হয়ে গঠন করেন বিএনপি। স্বাধীনতাযুদ্ধের অন্যতম রাজনৈতিক ফসলও এই বিএনপি।

বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের তাগিদে ঐতিহাসিক এক প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র পাঠ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির যাত্রা শুরু করেন মহান স্বাধীনতার ঘোষক, মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার, রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযুদ্ধা সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান। এর ফলে ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগসহ নিষিদ্ধ হওয়া রাজনৈতিক দলসমূহকে রাজনীতি করার অনুমতি দিয়ে বহুদলীয় রাজনীতি ও গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু হয়।

গত ৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে যুক্তরাজ্য বিএনপির আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে বক্তারা উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ। সভা পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পারভেজ মল্লিক।

আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক

বিচারপতি ফয়সাল মাহমুদ ফয়েজী, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সভাপতি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুছ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, আলহাজ তৈমুছ আলী, সাংবাদিক হাফিজুর রহমান সরকার, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-সভাপতি তাজুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, কাজী ইকবাল হোসেন দেলোয়ার, আবেদ রাজা, এম এ মুকিত, যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, ডঃ মুজিবুর রহমান (দপ্তরের দায়িত্বে), জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ইউরোপের সমন্বয়ক কামাল উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, হাসনাত কবির খান রিপন, ইতালি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শাহ তৌকির কাদির, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম, স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক পদ মর্যাদা) ও যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোসলেহ উদ্দিন আরিফ, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সাবেক সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, কেন্ট বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল ইসলাম রুলু, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারন সম্পাদক আবুল হোসেন, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দি। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইউকে বিএনপির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আব্দুস শহীদ।

সভায় অবিলম্বে বিএনপির চেয়ারপারসন, সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক সকল মামলা প্রত্যাহার করে বিদেশে উন্নত ও বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ দেয়ার জোর দাবি জানানো হয়। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার করা না হলে এই সরকার পালানোর পথ খোঁজে পাবে না বলেও সতর্ক করে দেয়া হয়।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন নেদারল্যান্ড বিএনপির সভাপতি শরিফ উদ্দিন, জার্মান বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা সেলিম খান, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসিত, বাবুল চৌধুরী, শাহিন মিয়া, টিপু আহমেদ, সেলিম আহমেদ (সহ দপ্তরের দায়িত্বে) সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, কেন্দ্রীয় যুবদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক পদ মর্যাদা) ও যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রচার সম্পাদক ডালিয়া লাকুরিয়া, কোষাধ্যক্ষ সালেহ গজনবী, মিডলসেক্স বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক বশির আহমেদ, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সাবেক সম্পাদক এস এম লিটন, নিউহাম বিএনপির সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, কেন্দ্রীয় জাসাসে সাবেক সহসভাপতি এম এ সালাম, জাসাস ইউরোপের সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সহআন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম আর মামুন, নির্বাহী সদস্য বাবর চৌধুরী, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য এ জে লিমন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য দেলোয়ার হোসেন শাহিন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে সৈয়দ নবীব আলী কলেজ নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডনে সৈয়দ নবীব আলী কলেজের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এই সভা হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন আলীনগর ইউনিয়নের প্রবিণ মুরব্বী বীর মুক্তিযোদ্বা ফয়জুর রহমান খাঁন নুনু। আলীনগর ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের সাধারণ সম্পাদক জাকের আহমেদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় ও জায়েদ মানিক চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন আজিজুর রহমান।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২নং গোলাপগঞ্জ সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তমজ্জুল আলী (তোতা মিয়া)।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর আব্দুল আজীজ তকি, কাউন্সিলর আছমা বেগম, বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রগতী ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের সভাপতি মনজুরু ছামাদ চৌধুরী (মামুন), চারখাই ইউনিয়নের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী সোহেল চৌধুরী, শাহজাহান ছিদ্দিক ছায়রাছ, আব্দুল মারজান চৌধুরী, আবুল হাছনাত, নাহিন মামুদ, আলীনগর ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকের সভাপতি হেলাল চৌধুরী বকুল, মিফতাউর চৌধুরী সমাজ কল্যাণ সমিতি ইউকের সভাপতি, হেলাল আহমদ, শাহাব উদ্দীন, আহাদ কবির চৌধুরী, সংবাদিক আব্দুল কাদের চৌধুরী মুরাদ, গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাষ্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির, গোলাপগঞ্জ সদর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের সভাপতি মাহমুদ মিয়া মানিক, বারহাল ইউনিয়নের তরুণ সংগঠক

এ কে আজাদ তাফাদার লিটু, কানাইঘাট এসোসিয়নের সহ-সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমদ চৌধুরী।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ আজিম, একরামুজ্জামান হীরণ, খয়ের চৌধুরী,রাছেল হেলাল চৌধুরী, ছাব্বির খাঁন, ফয়ছল মুকিত, লিটন আহমদ, দেলোয়ার হুসেন, খালেদ চৌধুরী পলাশ, রাসেদ খাঁন, সোহেল আহমদ, ছাদ উদ্দীন ছাদ, জাকারিয়া আহমদ, সেলিম আহমদ, স্বপন খাঁন, একলিল চৌধুরী, সাব্বির খাঁন, মির্জা নিজাম, সাহাব উদ্দীন খাঁন, আকরাম চৌধুরী, রাসেল খাঁন, আবু ছুফিয়ান, আল আমিন, আলম চৌধুরী, বেলাল আহমদ, সাবেক কাউন্সিলর সুলতান খাঁন, মোহাম্মদ মৌর উদ্দীন, নোমান চৌধুরী।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সৈয়দ নবীব আলী কলেজকে দুর্নীতিমুক্ত, যোগ্য পরিচালনা কমিটি, কলেজ ডিগ্রীকরণ এবং কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সকল একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

রেনেসাঁর উদ্যোগে কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ আগষ্ট মঙ্গলবার বিকাল ৭টায় ভ্যালেন্স রোডের উডেহাম কমিউনিটি হলে সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি কে এম আবুতাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামালের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন-লন্ডনে কবি নজরুল সেন্টারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কমিউনিটি নেতা ও সাবেক বৃটিশ এমপি পদ প্রার্থী সৈয়দ নুরুল ইসলাম দুলু ।

সভায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনায় অংশ নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা,মাওলানা রফিক আহমদ রফিক, হাজী ফারুক মিয়া, খান জামাল নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব নুর বখশ, নুরুল ইসলাম মাষ্টার, কবি শাহ এনায়েত করিম, মিসেস সাজেদা আহমদ প্রমুখ।

'একজন নজরুল চাই' শীর্ষক মাসুদ আহমদ কামালের লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি সমাজকর্মী জাকি আহমদ।

সভায় বক্তারা বলেন, কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মানবতার কবি, সাম্যের কবি, বিদ্রোহী কবি, সমাজ সংস্কার ও জাগরণের কবি। কবি নজরুলকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে।

প্রধান অতিথি সৈয়দ নুরুল ইসলাম বলেন, লন্ডনের কবি নজরুল সেন্টার কমিউনিটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। অচল এ সেন্টারকে আবার সচল করতে হবে। জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। সভায় কবির রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন লেখক মাওলানা রফিক আহমদ রফিক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বের যে স্থানের মানুষ এখনো পোশাক পরেন না

ইন্টারনেট এখন পুরো বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। কোথায় কখন কী ঘটছে তা বিশ্বের যে কোনো স্থানে বসেই জানতে পারছেন। তবে এখনো এমন এক জাতি আছে যারা একবিংশ শতাব্দীতেও সভ্যতার আড়ালে। আধুনিকতার কিছুই পৌঁছায়নি তাদের কাছে। এখনো কাপড়ের ব্যবহারই জানেন না তারা।

ভারতের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের একটি প্রত্যন্ত দ্বীপে বাস করে এক উপজাতিরা। দ্বীপটির নামানুসারেই এদের বলা হয় সেন্টিনেলিজ জাতি বা গোত্র।

দ্বীপটির নাম সেন্টিনেল। সেখানেই ৬০ হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এই জাতির বাস। ১২৯৬ সালে মার্কো পোলোর লেখায় উল্লেখ মেলে সেন্টিনেলিজদের! তিনি লিখেছিলেন, এই উপজাতির মানুষরা নরখাদক। এদের চোখ লাল, তীক্ষ্ণ দাঁত। দ্বীপের বাসিন্দা নয়, এমন কাউকে দেখলেই এরা আক্রমণ করে এবং মেরে ফেলে। যদিও ঐতিহাসিকদের মতে, মার্কো পোলো আদৌ আন্দামানে আসেননি। সম্ভবত কারও মুখে তিনি এই বিষয়ে শুনেছিলেন। সেখান থেকেই নিজের মতো করে তাদের বিবরণ দিয়েছেন।

সমুদ্রের বুকে এক নির্জন কোণে অবস্থিত নর্থ সেন্টিনেল। ভৌগোলিক কারণে মেলা 'নির্জনতা'র আড়ালে নিজেদের জন্য একটি নিভৃত কোণ বেছে সভ্যতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিন গুজরান তাদের। অন্য কারও উপস্থিতি তাদের একেবারেই পছন্দ নয়। একা থাকতেই ভালোবাসেন তারা।

২০১৮ সালে মার্কিন নাগরিক জন অ্যালেন চাউ সেখানে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। ২৬ বছরের মার্কিন মিশনারি অ্যালেন সেখানে যেতে গেলে তাকে হত্যা করে সেন্টিনেলিজরা। তারপর কবরও দিয়ে দেওয়া হয় দ্বীপেই। দীর্ঘদিন ধরেই ভারত সরকার নর্থ সেন্টিনেল ও তার চারপাশের ৩ নটিক্যাল মাইল এলাকায় প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু ওই অস্ট্রেলীয় যুবক সেখানে তাও গিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার অধিবাসীদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। শুরুতেই কিন্তু সেন্টিনেলরা তাকে মেরে ফেলেনি, পদুইবার তীর ছুঁড়ে সতর্ক করেছে তাদের কাছে না যাওয়ার। কিন্তু কথা শোনেননি অ্যালেন। তৃতীয় বারের প্রচেষ্টার সময়ই প্রাণ খোয়াতে হয় তাকে।

এদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। কাউকেই ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না সেন্টিনেলরা। এখানকার নারী পুরুষ উভয়েই উলঙ্গ হয়েই থাকে। তারা জানেও না শরীরে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতে হয়! তবে ঠিক কতজন মানুষ এখানে রয়েছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। ২০১১ সালের ভারতীয় আদমশুমারিতে ১২ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী। রিপোর্টে প্রাপ্ত ফলাফল হেলিকপ্টার থেকে উপজাতি পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া যায়। অন্যান্য বিষয়ক গবেষণা থেকে অনুমান করা হয় এদের সংখ্যা ১০৫ অথবা ৩৯ থেকে ৪০০ এর মধ্যে।

সেন্টিনেলদের এখানে বসবাস প্যালিওলিথিক সময় থেকে শুরু হয়েছে বলে ধারণা অনেকের। সেন্টিনেলরা ৩০ হাজার থেকে ৬০ হাজার বছর আগে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এসেছিলেন বলে মনে করা হয়। এই উপজাতিরা আফ্রিকা ছেড়ে যাওয়া প্রথম ব্যক্তির বংশধর হতে পারে। পোর্ট ব্লেয়ারে একটি প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, সেন্টিনেল দ্বীপের বাসিন্দারা হলো আসলে পাঠান দণ্ডপ্রাপ্তরা। তারা ছিলেন আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের একটি গোত্র। যারা ব্রিটিশ কারাগার থেকে পালিয়ে দ্বীপটিতে লুকিয়ে রয়েছে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে মূলত চারটি আফ্রিকার উপজাতি গোত্র বাস করে। গ্রেট আন্দামানিজ, অনেজ, জারাওয়া এবং সেন্টিনেলিজ। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাস করে দুইটি মঙ্গোলয়েড গোত্র- শোম্পেন এবং নিকোবারিজ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর এই দ্বীপে একটি কারা কলোনি স্থাপন করে, যেখানে বন্দীদের আটকে রাখা হত। কিছুদিন পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেই তাদের লড়াই শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে গ্রেটার আন্দামালিজ বাহিনীর সঙ্গে প্রথম লড়াই হয় ১৮৫৯ সালে। যার ফলাফল সহজেই ধারণা করা যেতে পারে। যুদ্ধ এবং রোগের বিস্তারের কারণে স্থানীয় গোত্রগুলোয় দ্রুত জনসংখ্যা কমতে শুরু করে। তবে সেন্টিনেলরা বাস করতো একটি দূরের দ্বীপে, ফলে এই দ্বীপের বাসিন্দা ঔপনিবেশিক শাসনের আওতার বাইরে থেকে যায়।

বেশ কয়েকবারই এই দ্বীপের মানুষদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ভারত। তবে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে তারা। বর্তমানে এই গবেষণা পুরোপুরি স্থগিত করে দিয়েছে ভারত সরকার। এই উপজাতি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় নগ্ন এই মানুষগুলোর ভাষা দুর্ভোদ্য এক ভাষা। এই দ্বীপের আশেপাশে থাকা অন্য গোত্রগুলোর ভাষার অনেকটা কাছাকাছি ধরনের। সেন্টিনেলিজরা খুব লম্বাও নয়, আবার খুব খাটোও নয়। তারা তীর ধনুক বহন করে।

আদিম মানুষের মতোই শিকারই এদের জীবিকা। নৃতত্ত্ববিদরা আকাশপথে বা সমুদ্রে নিরাপদ দূরত্ব থেকে যতটুকু দেখতে পেয়েছেন, তা থেকেই এই সব তথ্য মিলেছে। এই আদিবাসী গোত্রের লোকজন তীর ধনুক দিয়ে মাছ ও বুনো শুকর শিকার করে। এছাড়াও গাছের শিকড়, বনের ফলমূল আর মধু তাদের প্রধান খাবার।

তবে শুরুতেই কিন্তু এই জাতি এমন হিংস্র ছিল না। অতীতে সেন্টিনেলিজরা একটি শান্তিপ্রিয় জাতি ছিল। তারা মানুষজনের ওপর হামলা করত না। তারা আশেপাশের এলাকায় কখনো যেত না বা কারও সঙ্গে ঝামেলাও তৈরি করত না। তবে ১৮৮০ সালে ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ এম ভি পোর্টম্যানের নেতৃত্বে একটি দল সেখানে গিয়েছিল। এক প্রৌঢ় দম্পতি ও চারটি শিশুকে তুলে আনে তারা। উদ্দেশ্য এদের পরীক্ষা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই মানুষেরা কেউই বেশিদিন বাঁচেনি। মূলত এই বিষয়টিকে ভালোভাবে নেয়নি সেন্টিনেলিজরা। আধুনিক মানুষের প্রতি অবিশ্বাস ও ক্ষোভ তাদের বাড়তেই থাকে। ধীরে ধীরে হিংস্র হয়ে ওঠে তারা।

সূত্র: বিবিসি

রহস্যময় দ্বীপে শুধুই সাপের বসবাস

মামুনুর রহমান হৃদয়: পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের দ্বীপ। এমন একটা দ্বীপের কথা কী কল্পনা করা সম্ভব? যেখানে মানুষের কোনো অস্তিত্বই নেই, নেই কোনো বাসস্থান! তবে ইলহাদা কুইমাদা গ্রান্ডে নামক দ্বীপে রয়েছে রহস্যের পাশাপাশি সাপের আনাগোনা।

দ্বীপটির নাম যেমন অদ্ভুত, তেমনই সুন্দর। তবে দ্বীপটিকে নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে বিরাজ করে ভয়। অধিক পরিমাণে সাপের বসবাস থাকায় এই দ্বীপ থেকে মানুষ দূরেই থাকেন। ঘরবাড়ি বা চাষাবাদ করার আগ্রহ নেই কারও মাঝে। এই দ্বীপে গেলে সাপেদের সম্মুখীন হতেই হবে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখানে প্রতি বর্গমিটারে কমপক্ষে ৫টি সাপ থাকে। সাপের কারণে এই দ্বীপে পাখিদের আনাগোনাও কম। তবে অভিবাসনের সময় পাখিরা এখানে বিশ্রাম নেয়, আর তখনই শিকারে নেমে পড়ে সাপেরা।

ব্রাজিলের শহর সাও পাওলো থেকে ৩৩ কিলোমিটার দূরে এই দ্বীপের অবস্থান। আনুমানিক ১১ হাজার বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থানে ব্রাজিলের মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক হয়ে এটি দ্বীপে পরিণত হয়। এই দ্বীপে বিষধর সাপের মধ্যে পিট ভাইপার অন্যতম এবং এই দ্বীপটিই এই সাপের প্রধান আবাসস্থল। পৃথিবীর অন্যান্য বিষধর সাপের শত শত প্রজাতিও এখানে আছে। এমনকি বোথ্রপস ইনসুলারিসের মতো সাপও আছে এখানে।

এখানকার লাইটহাউস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু বছর আগে একটি পরিবার বসবাস করতেন। তবে শোনা যায়, সাপের দল ঘরে ঢুকে পুরো পরিবারকে মেরে ফেলে! এরপর থেকে বছরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেই লাইটহাউসের কাজ করতে অভিজ্ঞ একটি টিম সেখানে যায়। কাজ শেষে আবার ফিরে আসে।

দ্বীপটিতে সাপের সংখ্যা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। ধারণা করা যায়, ৪ লাখ ৩০ হাজার বর্গমিটারের এই দ্বীপটিতে কমপক্ষে ৪ লাখ ৩০ হাজার সাপ রয়েছে। হিসেবে প্রতি বর্গমিটারে একটি করে। তাই দ্বীপটিকে আইল্যান্ড অব স্নেক বলেও ডাকে অনেকে। এই নামেই এটি বেশি পরিচিত। এসব সাপ আকাশে উড়ন্ত পাখিকেও ছো মেরে পেঁচিয়ে নিজের খাবারে পরিণত করে। এছাড়াও টিকটিকি এবং অন্যান্য সাপও থাকে এদের খাদ্যে তালিকায়। এখানে আবাস বিরল প্রজাতির সাপ গোলডেন ল্যান্সহেড। মাত্র ২০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এরা। মূল খাবার হচ্ছে পাখি। এদের বিষ এতটাই মারাত্মক যে এই সাপের বিষে মানুষের মাংস মুহূর্তের মধ্যে গলে যায়।

সাপগুলোর বিষ কালোবাজারে প্রতি একশ গ্রামের দাম সাড়ে ১৭ হাজার পাউন্ডেরও বেশি। তাই এই সাপকে বাঁচাতে ব্রাজিল সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশ্ববাজারে এই সাপের চাহিদা থাকায় চোরাকারবারিদের হাতে থেকে রক্ষা করতে এবং সাপের কামড়ে যাতে মৃত্যু না হয় সেজন্য সাধারণ মানুষকে এই দ্বীপে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ব্রাজিল সরকার।

এই দ্বীপে কাকে যেতে দেওয়া হবে আর কাকে নয় তা ঠিক করে ব্রাজিলের নৌসেনা। কারণ শুধু মানুষের নিরাপত্তা নয়, সাপেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাটাও তাদের লক্ষ্য। তাই কয়েকজন বিজ্ঞানী ও নৌসেনা আধিকারিক ওই দ্বীপে যেতে পারেন। দ্বীপটি জীববিজ্ঞানী এবং গবেষকদের জন্য একটি জীবন্ত পরীক্ষাগার। বিরল এই সাপদের সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে গবেষকদেরও বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়। সূত্র: জাগোনিউজ

৯০ বছর বয়সী বডিবিল্ডারের বিশ্বরেকর্ড

কোনো কাজেই বয়স বাধা হতে পারে না। বয়স একটা সংখ্যা মাত্র, তার আবারও প্রমাণ দিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা জিম আরিংটন। বয়স ৯০-এর ঘর ছুঁয়েছে। কিন্তু মনের দিক থেকে যেন তিনি এখনো তরুণ। জিম বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ বডিবিলডার হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন। এবারই প্রথম হয় এর আগে এই রেকর্ড দখলেই ছিল।

৯০ বছর বয়সে অনেকেই শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। ঘরে বিশ্রাম নিয়ে সময় কাটান। সেখানে জিমের সময় কাটে জিমনেশিয়ামে শারীরিক নানান কসরত করে। নির্ধারিত সময়ের মাসদেড়েক আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। 'প্রিম্যাচিউর' সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে মরণপণ লড়াই করতে হয় মা-বাবাকে। তখনও অবশ্য মা-বাবা জানতেন না, যে একদিন এই শিশু বিশ্বের বয়স্কতম বডিবিলডারের রেকর্ড গড়বে।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী, ২০১৫ সালেই বিশ্বের বয়স্কতম বডিবিলডার হিসেবে রেকর্ড গড়েছিলেন জিম অ্যারিংটন। তখন তার বয়স ছিল ৮৩ বছর। কিন্তু সেখানেই থেমে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না তার। ৯০ বছর বয়সেও তাই জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করেন জিম।

সম্প্রতি তিনি একটি প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ৭০ কেজি ওজন তোলা বিভাগে তৃতীয় এবং ৮০ কেজি ওজন তোলা বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। সম্প্রতি পুরুষদের একটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পত্রিকায় তার নগ্ন দেহসৌষ্ঠবের ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

জিম আরিংটনের জন্ম ১৯৩২ সালে। সারাজীবন বেশ পরিশ্রম করেই কাটাতে হয়েছে তাকে। মাঝে মাঝে বডি বিলডিং ম্যাগাজিনগুলো পড়তেন। মূলত সেখান থেকেই শরীরচর্চা করা অনুপ্রেরণা পান জিম। শুরুতে তিনি শুধু মাত্র আকর্ষণীয় বডি পাওয়ার জন্যই শরীরচর্চা করতেন। মূলত নারীদের আকৃষ্ট করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তখন তার বয়স মাত্র ২০ এর কোঠায়। তবে ধীরে ধীরে শরীরচর্চা তার নেশায় পরিণত হয়।

প্রায় ৭০ বছর ধরে শরীরচর্চা করছেন জিম। ৬০টিরও বেশি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন তিনি। জিম আরিংটন তার জীবদ্দশায় ১৬টি প্রতিযোগিতায় জিতেছেন। সূত্র: গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড

২৩ লাখ টাকা খরচ করে নেকড়ে সাজলেন তিনি

মানুষের কত কিছুরই না শখ আছে। তবে মনুষ্য জীবন ছেড়ে বন্যপ্রাণীর মতো হতে চান কয়জন। তবে শখ বলে কথা। কয়েকদিন আগেই কুকুর সেজে আলোচনায় এসেছে জাপানের এক যুবক। এবার জাপানের আরেক ব্যক্তি ২৩ লাখ টাকা খরচ করে সাজলেন নেকড়ে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন, নিজেকে নেকড়ের রূপে দেখতে কেমন লাগবে তার জন্য খরচ করেন ২৩ লাখ টাকা। জাপানের ৩২ বছর বয়সী এই বাসিন্দার নাম তরু উয়েদা। পেশায় একজন প্রকৌশলী। নেকড়ের একটি কস্টিউম কিনেছেন ৩ মিলিয়ন ইয়েন, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২৩ লাখ টাকা দিয়ে।

ওই ব্যক্তি দু'পায়ে হাঁটতে আর পছন্দ করছেন না। তার ইচ্ছা তিনি চার পায়ে হাঁটবেন। নেকড়ে তার বেশ পছন্দের

প্রাণী। তাই নিজেকে একটি নেকড়ে রূপে দেখবেন বলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। একটি কস্টিউম কিনে নেন তিনি।বিখ্যাত কস্টিউম ডিজাইন সংস্থা জিপেট এই কস্টিউমটি তৈরি করেছে।

নেকড়ের আদলে পোশাকটি তৈরি করতে সংস্থার চারজন কর্মীর সময় লেগেছে ৫০ দিন। এর আগে এই সংস্থাই কুকুরের কস্টিউম তৈরি করেছিলেন সম্প্রতি আলোচনায় আসা হিউম্যান ডগ 'তোকো'র জন্য। তোকো এই পোশাক পরে ঘুরে বেড়ালেও তরু উয়েদা তা পারছেন না।

পোশাকটি পরে হাঁটাচলা করা খুবই কষ্টকর। একেবারেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন না তরু উয়েদা। তাই পোশাকটি পরে ছবি তোলেন। যা ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করার পরই ভাইরাল হয়ে যায়। তার অনুসারীরা এতে যেমন অবাক হয়েছেন তেমনি আবার আনন্দও পেয়েছেন। সূত্র: এনডিটিভি

সমুদ্রে ভেসেই জীবন পার নৌকাই তাদের ঘরবাড়ি

বিশ্বে এখনো অনেক যাযাবর জাতি আছে। যারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়ায়। বেশিদিন এক জায়গায় থাকে না তারা। এটিই তাদের বৈশিষ্ট্য। এমনই এক জাতি বাজাউ লাউত। তবে তারা মাটিতে নয়, বাস করেন পানিতে। সমুদ্রে ভেসেই তাদের জীবন পার হয়ে যাচ্ছে কয়েক প্রজন্ম ধরে।

ঘর বলতে ছোট্ট নৌকা। ৫ মিটার বাই দেড় মিটারের এই নৌকায়ই বসবাস করেন তারা। সেখানেই থাকা, খাওয়ার বন্দোবস্ত। তবে অনেকে এখন পানিতেই ঝুলন্ত বাড়ি বানিয়ে বাস করে। তবে তা সাময়িক সময়ের জন্য। হাজার ঝড়-ঝঞ্ঝায়ও সমুদ্র ছেড়ে তীরে আসেন না তারা। স্থলভূমির সঙ্গে কেবল তাদের ব্যবসায়িক যোগ। ব্যবসা বলতে সমুদ্র থেকে মাছ, কাঁকড়া শিকার করার সময় তারা সংগ্রহ করে আনেন মৃত কোরাল, অর্থাৎ প্রবাল। রত্ন হিসেবে যা বিক্রি হয় মোটা দামে। কেউ আবার মাছ শিকার করে তা জলের দরে বিক্রি করেন মূল ভূখ-ের মাছ বিক্রেতাদের কাছে।

তবে এই জাতির এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, যা অন্য সব উপজাতিদের থেকে আলাদা করেছে। তা হচ্ছে পানির নিচে দীর্ঘক্ষণ দম আটকে থাকার ক্ষমতা। আচ্ছা একজন সাধারণ মানুষ কতক্ষণ পানিতে ডুবে থাকতে পারেন? ৪০ সেকেন্ড, ৫০ সেকেন্ড বা বড়জোর ১ মিনিট। কিন্তু বাজাউ লাউতরা ১৩ মিনিট পর্যন্ত পানির নিচে থাকতে পারে। দীর্ঘক্ষণ কাটাতে পারেন ২০০ ফুট গভীর জলে। এজন্য স্কুবা-ডাইভার হিসেবেও কাজ করেন এই সম্প্রদায়ের বহু মানুষ। এটাই তাদের মূল পেশা।

বাজাউ লাউত আসলে জন্মগতভাবে যাযাবর ছিল না। এরা এক সময় ডাঙ্গায় বাস করতো। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিনসে মূলত বাস এই বিশেষ সম্প্রদায়ের। সাধারণ মানুষের ভাষায় তারা পরিচিত সমুদ্র জিপসি নামেও।

জনশ্রুতি অনুযায়ী, এই সম্প্রদায়ের মানুষরা আসলে মালয়েশিয়ার শহর জোহরের বাসিন্দা। আজ থেকে কয়েকশো হাজার বছর আগে তারা বসবাস করত সেখানে। সেখানে তখন রাজার শাসন। ভয়াবহ এক বন্যার শিকার হয়েছিল গোটা অঞ্চল। তাতে একদিকে যেমন বহু মানুষ গৃহহীন হয়েছিল, তেমনই স্রোতে ভেসে যান রাজ্যের খোদ রাজকুমারী। যেভাবেই হোক জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে রাজকুমারীকে, শোকাহত রাজা আদেশ দেন তার খাস কর্মচারীদের। রাজার কথা মেনেই তারা ছোট্ট ডিঙিতে চেপে পাড়ি দিয়েছিলেন সমুদ্রে। না, রাজকুমারীর দেহ খুঁজে পাননি তারা। এই ব্যর্থতার লজ্জায় আর দেশেও ফেরেননি তারা। সেই থেকে সমুদ্রযাপনের শুরু।

সমুদ্রের জিপসি নামের বাজাউ লাউতদের এই আশ্চর্য ক্ষমতা নব্বই দশকের শুরুর দিকে নজরে আসে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের। তাদের ওপর নানান গবেষণা করেন তারা। সেখান থেকেই জানা যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী সমুদ্রযাপনের ফলে, ক্রমে জিনগতভাবে অভিযোজিত হয়েছে তারা। দীর্ঘায়িত হয়েছে তাদের প্লীহা। প্লীহার এই গঠনের কারণে বেশিক্ষণ শ্বাস ধরে রাখতে পারেন তারা। অনেকটা অন্য সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদের মতোই।

পাশাপাশি প্লীহা নিয়ন্ত্রণ করে শরীরে লোহিত কণিকার পরিমাণ। বেশি পরিমাণ লোহিত কণিকা উৎপন্ন হওয়ায়, এক দমে বেশি পরিমাণ অক্সিজেনও ফুসফুসে ভরে নিতে পারেন বাজাউ লাউতরা। গবেষকদের নজর কেড়েছে, তাদের ফুসফুসের আকার, ডায়াফ্রেমের দৃঢ়তাও। তবে ঠিক কী কারণে এই অভিযোজন-তা এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি গবেষকরা।

তবে দীর্ঘক্ষণ সমুদ্রে ডুব দিয়ে থাকার এই প্রশিক্ষণ তাদের শুরু হয় ছোটবেলা থেকেই। অল্প বয়সে নিজেরাই ফাটিয়ে ফেলেন নিজেদের কানের পর্দা। তাতে কানের মধ্যে পানি জমে সংক্রমণের আশঙ্কা কমে ঠিকই, তবে ষাটের গ- পেরোলেই শ্রবণশক্তি হারান অধিকাংশ মানুষ। তবে এটা ক্রমেই রীতি হয়ে গেছে বাজাউ লাউত সমাজের। সূত্র: দ্য আটলান্টিক

সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদে পেঙ্গুইন!

সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদে পেঙ্গুইন। শিরোনাম পড়ে যারা ভাবছেন হয়তো ভুল পড়েছেন, তাদের বলছি একেবারেই ঠিক পড়েছেন। একটি দেশের সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদ পেয়েছে একটি পেঙ্গুইন। এর আগেও অনেক পেঙ্গুইন এমন সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছে।

শুনে অবাক লাগলেও সত্যি। স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ চিড়িয়াখানার সদস্য স্যার নিলস ওলাভ তৃতীয় নরওয়েজিয়ান কিংস গার্ডের মেজর জেনারেল পদে আসীন হয়েছে। এটি সেনাবাহিনীর তৃতীয় সর্বোচ্চ পদে। সম্প্রতি এডিনবার্গ চিড়িয়াখানা সেই অনুষ্ঠানের ছবি পোস্ট করেছে, যেখানে নরওয়ের গার্ডের ১৬০ জন ইউনিফর্মধারী সেনারা অংশ নেয়।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দাতব্য সংস্থার পেঙ্গুইন রকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে স্যার নিলসকে তার নতুন ব্যাজ অব অনার প্রদান করা হয়। রাজকীয় কালো, সাদা এবং হলুদ পাখিটি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত নরওয়ের গার্ডের ম্যাসকট ছিল।

এডিনবার্গ চিড়িয়াখানায় একটি রাজা পেঙ্গুইনের নামকরণ করা হয়েছিল দুই ব্যক্তির নামে, মেজর নিলস এগেলিয়ান, যিনি ১৯৭২ সালে এডিনবার্গ চিড়িয়াখানায় তাকে দত্তক নেওয়ার আয়োজন করেছিলেন এবং নরওয়ের তৎকালীন রাজা ওলাভের নামে। এডিনবার্গ চিড়িয়াখানা একটি ব্লগে বলেছে, রয়্যাল এডিনবার্গ মিলিটারি ট্যাটুতে পারফর্ম করার সময় গার্ডসম্যানরা প্রতি কয়েক বছর অন্তর চিড়িয়াখানায় স্যার নিলসের সঙ্গে দেখা করে যায়।

১৯৭২ সালে দত্তক নেওয়ার পর থেকে, তিনি ১৯৮২ সালে কর্পোরাল, ১৯৮৭ সালে সার্জেন্ট, ১৯৯৩ সালে রেজিমেন্টাল সার্জেন্ট মেজর, ২০০১ সালে অনারেবল রেজিমেন্টাল সার্জেন্ট মেজর, কর্নেল ইন-সি-তে উন্নিত হওয়ার আগে ম্যাসকট থেকে শুরু করে তার পদমর্যাদার উপরে কাজ করেছেন। ২০০৫, ২০০৮ সালে নাইটহুড, ২০১৬ সালে ব্রিগেডিয়ার এবং ২০২৩ সালে মেজর জেনারেল হয়েছে।

সেনাবাহিনীতে পশুপাখিদের ম্যাসকট করার প্রথা শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ব্রিটিশ আর্মিরা শুরু করেছিল এই প্রথা। বিভিন্ন দেশের বিশেষ ফোর্সগুলোর কাছে কুকুর স্কোয়াড থাকে। এর পাশাপাশি থাকে ঘোড়া, প্রশিক্ষণ দিয়ে ইঁদুরও এই কাজে লাগানো হচ্ছে। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার টাট্টু ঘোড়া সেন্টিমাস, কানাডার মেরুভালুক জুনো, নিউজিল্যান্ডের কচ্ছপ গাল্লিপোলি।

নরওয়ের সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিট রয়্যাল নরওয়েজিয়ান গার্ডের পদে থাকে একটি পেঙ্গুইন। যাকে অনেক বছর থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নরওয়ের সেনাবাহিনীতে বরফপ্রেমী পাখিটির বেশ কদর। সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

৭০০ ফুট উচ্চতায় দড়ির উপর হেঁটে বিশ্বরেকর্ড

দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা খুবই পরিচিত এক দৃশ্য সবার কাছে। যাকে বলা হয় স্ল্যাকলাইন। বিভিন্ন সার্কাস কিংবা মেলায় গিয়ে এভাবে দড়ির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে যাওয়ার লেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন অনেকেই। মাটি থেকে কয়েক ফুট উচ্চতা হবে। দূরত্বও তেমনি মাত্র কয়েক ফুটেই সীমাবদ্ধ। কেউ কেউ ১০ ফুট উচ্চতায়ও হেঁটে বেড়ান অনায়াসে। তবে জান রুজ হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন কাতারের কাতারা টাওয়ারের দুই ভবন। যার একটির থেকে অন্যটির দূরত্ব ১৫০ মিটারেরও বেশি। কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই এতটা পথ হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন জান রুজ। তিনি এস্তোনিয়ার একজন স্ল্যাকলাইন ক্রীড়াবিদ। এর আগেও বহুবার এমন দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তিনি।

৩১ বছর বয়সী জান রুজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুঃসাহসিক সব স্থান দড়িতে হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন। ২০২১ সালে কাজাখস্তানে দুই পর্বতের মাঝের ৫০০ মিটার দূরত্ব জানবাজি রেখে পাড়ি দিয়ে সাড়া ফেলেছিলেন।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে দড়ির ওপর হাঁটার এই বিশেষ খেলার অনুশীলন শুরু করেন জান রুজ। এরই মধ্যে অর্জন করেছেন তিনবারের স্ল্যাকলাইন বিশ্ব চ্যাপিয়নশিপের খেতাব। অর্জনের ঝুলিতে রয়েছে অনেক বিশ্ব রেকর্ডও। কাজ করেছেন হলিউড সিনেমায় স্ট্যান্টম্যান হিসেবে। সূত্র: গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড/ আরব নিউজ

গোল্ডফিশের বিশ্বরেকর্ড

গোলডফিশ বেশ সুপরিচিত একটি রঙিন মাছ। রূপের দিক থেকে এর জুড়ি মেলা ভার। বিশ্বের অন্যতম নামিদামি প্রজাতির মাছ এটি। এ মাছ সচরাচর ছোট আকৃতির হয়ে থাকে। গোলডফিশ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মাছ হলেও বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এটি পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে প্রায় ১২৫ প্রজাতির গোলডফিশ আছে। গোলডফিশ ১০-২৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং ৪০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় হয়। যুক্তরাজ্যের নর্থ ইয়র্কশায়ারে ১৯৯৯ সালে একটি গোলডফিশ ৪৩ বছর বয়সে মারা যায়। যা তাকে বিশ্বরেকর্ডের তকমা এনে দেয়। গিনেস বুক অব রেকর্ডসে সবচেয়ে বয়স্ক গোলডফিশ হিসেবে ঘোষণা করা হয় এই গোলডফিশকে।

টিশ নামের পুরুষ গোলডফিশটি ৪৩ বছরের জীবনে অনেক কিছুর সাক্ষী হয়েছে। সেই সঙ্গে তার সোনালি বর্ণ হারিয়ে হয়েছিল রুপালি। টিশের মালিক ছিলেন পিটার। ১৯৫৬ সালে নর্থ ইয়র্কশায়ার একটি স্টল থেকে টিশকে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন। তখন পিটারের বয়স মাত্র সাত বছর।

পিটারই টিশের দেখাশোনা করতেন। তবে বিয়ের পর যখন অন্যত্র চলে যান পিটার তখন তার মা হিলডা টিশের দেখাশোনা করতে থাকেন। টিশের সঙ্গী ছিল তোশ নামেই আরেকটি মেয়ে গোলডফিশ। সে মারা যাওয়ার পর অন্য আরেকটি গোলডফিশকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিল টিশ।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিশের শরীর রং হারাতে থাকে। অন্যান্য গোলডফিশ যে খাবার খায় টিশও সেগুলোই খেত। তবে হিলডা টিশের এতদিন বাঁচার অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করেন, টিশের শান্তিপূর্ণ জীবন। টিশের মানুষের মতো এত চাপ সহ্য করতে হয় না। একটি শান্তিপূর্ণ জীবন এবং খাবার তাকে এত দীর্ঘসময় বেঁচে থাকতে সহায়তা করেছে।

টিশের মৃত্যু হয়েছিল অ্যাকুরিয়াম থেকে বাইরে আসার কারণে। সেসময় হিলডা বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে ফিরে টিশকে কার্পেটের উপর দেখতে পান। ততক্ষণে

টিশ মারা গেছে। এর আগেও কয়েকবার টিশ পানি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু আবার পানিতে ছেড়ে দেওয়ার পর ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু এবার আর তা হয়নি।

গোলডফিশ বেশ সুপরিচিত একটি রঙিন মাছ। রূপের দিক থেকে এর জুড়ি মেলা ভার। বিশ্বের অন্যতম নামিদামি প্রজাতির মাছ এটি। এ মাছ সচরাচর ছোট আকৃতির হয়ে থাকে। গোলডফিশ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মাছ হলেও বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এটি পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে প্রায় ১২৫ প্রজাতির গোলডফিশ আছে। গোলডফিশ ১০-২৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং ৪০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বড় হয়। যুক্তরাজ্যের নর্থ ইয়র্কশায়ারে ১৯৯৯ সালে একটি গোলডফিশ ৪৩ বছর বয়সে মারা যায়। যা তাকে বিশ্বরেকর্ডের তকমা এনে দেয়। গিনেস বুক অব রেকর্ডসে সবচেয়ে বয়স্ক গোলডফিশ হিসেবে ঘোষণা করা হয় এই গোলডফিশকে।

টিশ নামের পুরুষ গোলডফিশটি ৪৩ বছরের জীবনে অনেক কিছুর সাক্ষী হয়েছে। সেই সঙ্গে তার সোনালি বর্ণ হারিয়ে হয়েছিল রুপালি। টিশের মালিক ছিলেন পিটার। ১৯৫৬ সালে নর্থ ইয়র্কশায়ার একটি স্টল থেকে টিশকে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন। তখন পিটারের বয়স মাত্র সাত বছর।

পিটারই টিশের দেখাশোনা করতেন। তবে বিয়ের পর যখন অন্যত্র চলে যান পিটার তখন তার মা হিলডা টিশের দেখাশোনা করতে থাকেন। টিশের সঙ্গী ছিল তোশ নামেই আরেকটি মেয়ে গোলডফিশ। সে মারা যাওয়ার পর অন্য আরেকটি গোলডফিশকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিল টিশ।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিশের শরীর রং হারাতে থাকে। অন্যান্য গোলডফিশ যে খাবার খায় টিশও সেগুলোই খেত। তবে হিলডা টিশের এতদিন বাঁচার অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করেন, টিশের শান্তিপূর্ণ জীবন। টিশের মানুষের মতো এত চাপ সহ্য করতে হয় না। একটি শান্তিপূর্ণ জীবন এবং খাবার তাকে এত দীর্ঘসময় বেঁচে থাকতে সহায়তা করেছে।

টিশের মৃত্যু হয়েছিল অ্যাকুরিয়াম থেকে বাইরে আসার কারণে। সেসময় হিলডা বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে ফিরে টিশকে কার্পেটের উপর দেখতে পান। ততক্ষণে টিশ মারা গেছে। এর আগেও কয়েকবার টিশ পানি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু আবার পানিতে ছেড়ে দেওয়ার পর ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু এবার আর তা হয়নি। সূত্র: জাগোনিউজ

এনএইচএসের সহায়তায় ইস্টহ্যান্ডসের সোশ্যাল প্রেসক্রাইবিং প্রজেক্ট সম্পন্ন

এনএইচএস নর্থ ইস্ট লন্ডন ও টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সহায়তায় টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের কস্ট অব লিভিংয়ে ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির কমিউনিটি সাপোর্ট প্রজেক্ট সম্পন্ন হয়েছে।

এই প্রকল্প শুরু হয়েছে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, প্রকল্প শেষ হয়েছে সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখ। এই প্রকল্পের আওতায় টাওয়ার হ্যামলেটসের যেসব বাসিন্দা ব্যাংকের লোন, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, কাউন্সিল ট্যাক্স, বেনিফিট আবেদন ও সমস্যা, ইউনিভার্সেল ক্রেডিট আবেদন বা সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

কমিউনিটি সাপোর্ট প্রকল্পের সমন্বয়ক রুমানা রাখি বলেন, আমাদের শ্যাডওয়েল অফিস ৭ মার্থা ষ্ট্রিটে প্রতি সপ্তাহে ৩ দিন দুপুর ১২-৪টা পর্যন্ত আমাদের বিশেষজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক টিম ছিলেন। ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এখানে সরাসরি এসে তাদের সমস্যা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কথা বলেছেন। আমাদের টিম সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে কথা বলে বাসিন্দাদের সমস্যা সমাধানে কাজ করেছে।

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিন বলেন, ইস্টহ্যান্ডস স্থানীয় কমিউনিটির নানা উন্নয়নে কাজ করে। কমিউনিটি সাপোর্টের এই প্রকল্পে এনএইচএস নর্থ ইষ্ট লন্ডন ও টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিল সহায়তা করেছে। আমরা আমাদের শ্যাডওয়েল অফিস ছাড়াও বিভিন্ন কমিউনিটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে , তাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে অফিসে ডেকে এনে স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করেছি। এই প্রকল্পে ১০০ জন বাসিন্দা অংশ নিয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নিউক্যাসেলে ইসলামী সম্মেলনে বক্তারা

ইসলামের সার্বজনীন জীবনাদর্শ অনুসরণই বিশ্ব কল্যাণের একমাত্র সঠিক রোডম্যাপ

ব্রিটেনের নিউক্যাসলে ইজহারে হক এর উদ্যোগে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ আগস্ট মঙ্গলবার দিবাগত রাতে স্থানীয় বাংলাদেশী সেন্টারে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

নিউক্যাসলের প্রবীণ মুরব্বি আলেম মাওলানা হামীদুর রাহমান হেলালের সভাপতিত্বে ও ইমাম মাওলানা মুখলিসুর রাহমান চৌধুরীর সুন্দর সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন লন্ডন থেকে আগত বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও জামেয়াতুল খাইর আল ইসলামিয়া সিলেট এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুফতি আবদুল মুনতাকিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা উপস্থাপন করেন মাদরাসাতুন নূর লন্ডন এর পরিচালক মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিশ্বনাথ জামেয়া মাদানিয়া মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, মাদরাসাতুন নূর লন্ডনের সহকারী পরিচালক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, মসজিদে নামিরার ইমাম মাওলানা আখতারুজ্জামান, মুসলিম সেন্টার নিউ ক্যাসেল এর ইমাম হাফেজ মাওলানা আতিকুর রাহমান ও মাওলানা হাবিবুর রাহমান প্রমুখ।

প্রোগ্রামে কোরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মাহবুবুর রাহমান ও মাওলানা এমদাদুর রাহমান চৌধুরী।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুফতি আবদুল মুনতাকিম বলেন, আল্লাহ তাআলা সূরা নাহলের ৯০ নম্বর আয়াতে ৬ দফা কল্যাণ কর্মসূচির মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের রোডম্যাপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের লাইফচার্টার হলো এই সার্বজনীন কোরআনী আয়াত।

তিনি বলেন, আদল ও ইনসাফ এবং ইহসান ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মূল স্প্রিট তৈরির মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তাআলা এবং নিজের ব্যক্তিসত্তা ও সৃষ্টিকুলের সাথে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই জীবন তার আসল প্রাণশক্তি ফিরে পেতে পারে। অমানবিকতার যাঁতাকলে পিষ্ট বর্তমান বিশ্ব মানবতাকে অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা থেকে মুক্তি দিতে হলে অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা ও জুলুম নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ বলেন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, এজন্য সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আসল এই স্প্রিট তৈরির সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতি পূর্ণ ও মজবুত ঈমান মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তৈরি নাহলে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের চেতনা বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব নয়, যা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে জরুরি। জিকির-আজকার এবং মুফতি আবদুল মুনতাকিম এর দীর্ঘ মোনাজাতের মাধ্যমে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মানববন্ধনে বক্তারা

প্রতিটি গুমের ঘটনায় জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে হবে

যুক্তরাজ্যে কর্মরত ২০ টি মানবাধিকার সংগঠনের আয়োজনে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে এক বিশাল মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুম হয়ে যাওয়া মানুষের স্বরণে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে সাউথ এশিয়ান পলিসি ইনিশিয়েটিভ ও গ্লোবাল ভয়েস ফর হিউমিনিটির উদ্যোগে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়।

আমার দেশ পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমানের সভাপতিত্বে ও সাপ্তাহিক সুরমার সম্পাদক সামসুল আলম লিটনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও সিটিজেন রাইটস মুভমেন্টের আহ্বায়ক এম এ মালিক।

মানববন্ধন ও বিক্ষোভে বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদি সরকার ভিন্নমতের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গুম করতে আয়নাঘর নামক অঘোষিত বিশেষ কারাগার তৈরি করেছে। বিভিন্ন কালো আইনোর মাধ্যমে বিভিন্ন কালো আইনোর মাধ্যমে ভিন্নমতের লোক ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নিপীড়নের পাশাপাশি সাদা পোশাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তুলে নিয়ে গুম করছে। তারা বলেন, এসব গুমের ঘটনা নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য জাতিসংঘ থেকে আহ্বান জানানো হলেও শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদি সরকার সেটা অগ্রাহ্য করে গুম-খুন ও নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে।

অবিলম্বে গুমের শিকার ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ব্রিটিশ সরকার সহ জাতিসংঘ ও অন্যান্য বিশ্ব সংস্থার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেছেন, প্রতিটি গুমের ঘটনা ভবিষ্যতে একদিন তদন্ত হবে এবং জড়িত প্রতিটি ব্যক্তিকে আইনের আওতায় বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদি সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বিরোধী দলের নেতা

চৌধুরী আলম, এম ইলিয়াস আলীসহ অনেক রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে তুলে নিয়ে গুম করেছে। বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে, তাদের স্বজনরা জানেন না কোথায় কিভাবে রয়েছেন তারা। বক্তারা আরো বলেন, শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে এবং বিরোধী দলের আন্দোলন-সংগ্রামকে দমন করতেই বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গুম-খুন করছে।

আন্তর্জাতিক আইনে গুম একটি মাবতা বিরোধী অপরাধ উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, প্রতিটি গুমের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মানবতা বিরোধী অপরাধের আইনে বিচারের আওতায় আনতে হবে। একই সাথে এসব গুমের হুকুমদাতাকেও ভবিষ্যতে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

মানববন্ধন ও বিক্ষোভে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রবীন শিক্ষাবিদ সৈয়দ মামনুন মোর্শেদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমীর প্রফেসর আবদুল কাদির সালেহ, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মুফতি শাহ মুহাম্মদ সদরউদ্দিন, মানবাধিকার কর্মী ও সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর অব, জাকির হোসেন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ব্যারিষ্টার তারিক বিন আজিজ, সোসাইটি ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস-এর সভাপতি ব্যারিষ্টার ইকবাল হোসাইন, সেক্রেটারি ব্যারিষ্টার আলিমুল হক লিটন, মেজর অব সৈয়দ সিদ্দিক, ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফোরামের উপদেষ্টা মৃত্যুঞ্জয়ী সাবেক ছাত্রনেতা ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল ইসলাম রিবলু, সাধারণ সম্পাদক অনলাইন এক্টিভিস্ট মো: জাকির হোসেন, যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি আশিকুর রহমান আশিক, পিস ফর বাংলাদেশের সভাপতি মো: ডলার বিশ্বাস, সেক্রেটারি মোঃ মাহিন খান, সাবেক ছাত্রনেতা আনোয়ার হোসেন টিপু, সাবেক ছাত্রনেতা আবদুল্লাহ আল মোমিন, নিরাপদ বাংলাদেশ চাই-এর আহ্বায়ক মুসলিম খান, ফাইট ফর রাইট্স-এর সভাপতি রায়হান উদ্দিন, সহসভাপতি মো: আব্দুল গাফফার শাহিন, মো: শরীফ রানা, সেক্রেটারি বুরহান উদ্দিন চৌধুরী, সেন্টার ফর দ্যা ডেমোক্রেটিক অ্যা– গুড গভর্নেন্স-এর আহ্বায়ক সোয়ালেহিন করিম চৌধুরী, সদস্য সচিব আবদুল কাইয়ূম, মানবাধিকার কর্মী নাদিয়া ফাতেমা, ইকুয়াল রাইটস ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি নওশিন মোস্তারি মিয়া সাহেব, রাইটস অব দ্যা পিপলের সভাপতি আসাদুজ্জামান শাফি, মানবাধিকার কর্মী শফিক খান, সংস্কৃতি ও মানবাধিকার কর্মী সারিয়া ইসলাম শায়লা প্রমুখ।

যুক্তরাজ্যে সক্রিয় ২০টি মানবাধিকার সংগঠনের মধ্যে রয়েছে-সিটিজেন মুভমেন্ট ইউকে, ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফোরাম, সোসাইটি ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস (এসডিআর), নিরাপদ বাংলাদেশ চাই-ইউ কে, ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যানিটি ক্লাব ইউরো বিডি, জাস্টিস ফর বাংলাদেশ, অনলাইন এক্টিভিস্ট ফোরাম ইউকে, সলিডারিটি ফর হিউম্যান রাইটস ইউকে, রাইটস কনসার্ন, রাইটস মুভমেন্ট ইউকে, স্ট্যান্ড ফর বাংলাদেশ, পিস ফর বাংলাদেশ, সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি এন্ড গুড গভর্নেন্স, সাপোর্ট লাইফ ইউকে, ইউনিভার্সাল ভয়েস ফর জাস্টিস, ভয়েস ফর জাস্টিস এন্ড রাইট, ভয়েস ফর জাস্টিস অ্যান্ড হোয়াইট পিজিয়ন, ইকুয়াল রাইটস ইন্টারন্যাশনাল (ইআরআই), সেন্টার ফর দ্যা ডেমোক্রেটিক অ্যাণ্ড গুড গভর্নেন্স, ইউনিভার্সাল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইট, রাইটস অব দ্যা পিপলস।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ডিসেম্বরে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর প্রটেকশন অব অল পারসন্স এগেইনস্ট এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়্যারেন্স সম্মেলনে যে আন্তর্জাতিক সনদ কার্যকর হয় তাতে ৩০ আগস্টকে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস বলে ঘোষণা করা হয়। ২০১১ সাল থেকে প্রতি বছর ৩০ আগস্ট গুম হওয়া মানুষগুলোকে স্মরণ এবং সেই সঙ্গে তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য দিবসটি পালন করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। আর গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতাকর্মীর পাশাপাশি আছেন সাধারণ লোকজনও। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পেনশন নিয়ে বিপাকে ২২ শতাংশ মানুষ

দরকার।
দ্য গার্ডিয়ানের সংবাদে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের মানুষের প্রকৃত মজুরি কমছে, কিন্তু বিভিন্ন পরিষেবার মাশুল বাড়ছে, এ পরিস্থিতিতে লাখ লাখ মানুষ ব্যয় কমানোর পথ খুঁজছেন বা আয় বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অবসরউত্তর সময়ের জন্য আর সঞ্চয় করা সম্ভব নয়।
এ জরিপটি করেছে বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান হারগ্রিভস ল্যান্সডাউন। এতে বলা হয়েছে, ২২ শতাংশ মানুষ হয় পেনশনের জন্য সঞ্চয় কমিয়ে দিয়েছেন বা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছেন, পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছেন ১৪ শতাংশ, আর কমিয়েছেন ৮ শতাংশ মানুষ।
প্রতিষ্ঠানটি আরও বলেছে, নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি। তুলনামূলকভাবে যাঁদের বয়স কম, তাঁদের এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। সেই তুলনায় যাঁদের বয়স একটু বেশি, তাঁরা পেনশন চালিয়ে নিতে চান। ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সী মানুষের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পেনশন তহবিলে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করেছেন বা কমিয়েছেন, যেখানে ৩৫ থেকে ৫৪ বয়সীদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রতি পাঁচজনে একজনের।
বিমা কোম্পানি স্কটিশ উইডোজ বলছে, এই জরিপ থেকে বোঝা যাচ্ছে, দেশের অন্তত ৩৫ শতাংশ মানুষের অবসরউত্তর জীবনের চাহিদা বা ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর সামর্থ্য কমে যাবে। অর্থাৎ বয়স বাড়লে এই মানুষদের পক্ষে মৌলিক চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা কমে যাবে, এমন ঝুঁকি সৃষ্টি হবে।
হারগ্রিভস ল্যান্সডাউনে অবসরবিষয়ক বিশেষজ্ঞ হেলেন মরিস গার্ডিয়ানকে বলেন, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কারণে মানুষের পক্ষে এসব সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ফলে মানুষ যে প্রথমে ব্যয় মেটানোর পর পেনশন নিয়ে ভাবছে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তবে তিনি এটাও মনে করেন, মানুষ এখন পেনশন নিয়ে হিমশিম খেলেও যখন তাঁদের সামর্থ্য ফিরে আসবে, তখন পেনশন নিয়ে চিন্তা করা জরুরি; অর্থাৎ তখন তাঁদের পেনশন স্কিমে ফেরত যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।
যুক্তরাজ্যে এত দিন অটো এনরোলমেন্টের ব্যবস্থা ছিল, অর্থাৎ যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেনশন তহবিলে যুক্ত হয়ে যেতেন। এই ব্যবস্থাপনার অধীনে কর্মীদের বেতনের অন্তত ৮ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ পেনশন তহবিলে জমা হতো। এর মধ্যে ৩ শতাংশ দিতেন কর্মীরা, ৪ শতাংশ দিত প্রতিষ্ঠান আর সরকার ১ শতাংশ করছাড় দিত, এই নিয়ে মোট ৮ শতাংশ।
অ্যাবারডিনের প্রধান নির্বাহী স্টিফেন বার্ড মনে করেন, এই ৮ শতাংশ এখনকার বাস্তবতায় যথেষ্ট নয়। তাঁর মতে, শোভন পেনশনের জন্য এই চাঁদার পরিমাণ দ্বিগুণ করা প্রয়োজন।
বিশ্লেষকেরা মনে করেন, সরকারের বিভিন্ন ভর্তুকির পরিমাণ কমে আসছে। ইউরোপের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও ভালো নয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। ফলে এমন একটি অবস্থায় যুক্তরাজ্যের মানুষেরা বিপাকেই পড়েছেন। এ কারণে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের জনপ্রিয়তা কমছে।

একদিনে ৮৭২ অভিবাসী যুক্তরাজ্যে

যুক্তরাজ্য উপকূলে পৌঁছেছেন। গত শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) তারা যুক্তরাজ্য উপকূলে পৌঁছান বলে রোববার (৩ সেপ্টেম্বর) দেশটির সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
এর আগে গত ১০ আগস্ট রেকর্ড ৭৫৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী যুক্তরাজ্যের উপকূলে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু শনিবার (২ সেপ্টেম্বর) বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম পণ্য পরিবহন রুট ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে নতুন রেকর্ড গড়ে ৮৭২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী যুক্তরাজ্যে যান। এদিন মোট ১৫টি নৌকায় এসেছিলেন তারা।
এর ফলে চলতি বছর ইংলিশ উপকূলে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীর সংখ্যা ২১ হাজার ছাড়াল। তবে সংখ্যাটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এখনো কম। তারপরও যুক্তরাজ্য সরকারের জন্য এটি মাথাব্যথার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়া অর্থাৎ ব্রেক্সিটের পর অনিয়মিত অভিবাসন ঠেকাতে কঠোর সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা দিয়েছিল লন্ডন। দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ইংলিশ চ্যানেলজুড়ে 'নৌকা থামানোকে' তার প্রধান পাঁচ অগ্রাধিকারের মধ্যে রেখেছেন।
তার নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল সরকার ইংলিশ চ্যানেল হয়ে আসা অভিবাসন রুটটিকে 'অবৈধ' বলে চিহ্নিত করেছে। এমনকি, ছোট নৌকা নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঠেকানোর 'শেষ অস্ত্র' হিসেবে একটি আইনও পাস করেছে যুক্তরাজ্য সরকার।
নতুন এ আইন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আসাকে 'আইন বহির্ভূত' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফলে যারা এ অভিবাসন রুট দিয়ে যুক্তরাজ্যে আসবেন, তারা দেশটিতে আশ্রয় চাওয়ার অধিকার হারাবেন।
শুধু তাই নয়, এ আইনের আওতায় চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিজ দেশে অথবা নিরাপদ তৃতীয় দেশে কিংবা যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর আগে যে দেশ হয়ে এসেছেন, সেসবের কোনো একটি দেশে ফেরত পাঠাতে পারবে সরকার।
অন্যদিকে, তৃতীয় নিরাপদ দেশ হিসেবে আফ্রিকার রুয়ান্ডাকে বেছে নিয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের সেখানে পাঠাতেও সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার। তবে আদালতের রায়ে বিষয়টি এখনো আটকে আছে।
২০১৮ সাল থেকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের হিসাব রাখতে শুরু করেছে ব্রিটেন। তখন থেকে এখন পর্যন্ত এক লাখেরও বেশি অভিবাসী এ ভয়ংকর অভিবাসন রুট পেরিয়ে ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে এসেছেন।
এর ফলে ব্রিটেনের আশ্রয় ব্যবস্থার ওপর তীব্র চাপ তৈরি হয়েছে। যুক্তরাজ্যে আশ্রয় আবেদন গত দুই দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, আশ্রয় আবেদন যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত দিতে গিয়েও হিমশিম খাচ্ছে দেশটির সরকার। কারণ, নিষপত্তি অপেক্ষায় থাকা আশ্রয় আবেদনের সংখ্যা অর্থাৎ ব্যাকলগ গত জুনে রেকর্ড ছাড়িয়েছে।
সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকা আশ্রয় আবেদন সংখ্যা এক লাখ ৩৪ হাজার। আর নির্ভরশীলদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে সেই সংখ্যাটি হয় এক লাখ ৭৫ হাজার ৪৫৭। গত ডিসেম্বরে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছিলেন, ২০২৩ সালের মধ্যেই এই ব্যাকলগ শেষ করতে চান তিনি।
গত এক দশকে চ্যানেলের জলে অসংখ্য অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে পৌঁছাতে গিয়ে গত ১২ আগস্ট এ চ্যানেলে অন্তত ছয় জন অভিবাসী মারা গেছেন। তাদের সবাই আফগান নাগরিক। জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ৫৯ ব্যক্তিকে। এ অভিবাসন রুটটি বারবার বিপজ্জনক প্রমাণিত হওয়ার পরও থামছে না অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমন। সূত্র : ইনফোমাইগ্রেন্টস, ঢাকাপোস্ট

যুক্তরাজ্যে ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে শতাধিক স্কুল

শিক্ষামন্ত্রী গিলিয়ান কিগ্যান জানিয়েছেন, ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলভবনগুলো ইতোমধ্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
বন্ধ হওয়া এই স্কুলগুলোর সবই যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তম দেশ ইংল্যান্ডের। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, ইংল্যান্ডের ১৫ হাজার স্কুলভবনের মধ্যে ১০ শতাংশ ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। প্রকৃত তথ্য জানতে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্কুলগুলো পরিদর্শন করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।
সংস্কারের অভাবে ব্রিটেনের অবকাঠামোগত ভবনগুলো নড়বড়ে হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ করে আসছেন বিভিন্ন নাগরিক অধিকার সংস্থা। তাদের এই অভিযোগকে আরও উস্কে দিচ্ছে ব্রিটেনের বিভিন্ন এলাকায় গত কয়েক মাস ধরে নির্মাণ শ্রমিকদের চলমান ধর্মঘট।
বিবিসি রেডিওকে গিলিয়ান কিগ্যান বলেন, ঝুঁকির মুখে থাকা ১০৪টি স্কুলভবনের সবগুলোই রিইনফোর্সড অটোক্লেভ অ্যারেটিড কংক্রিট (রাক) নামের বিশেষ এক কংক্রিটে তৈরি। সাধারণ কংক্রিটের চেয়ে এই কংক্রিট বেশ হালকা। ১৯৬০ থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত ভবনের ছাদ, দেওয়াল, মেঝে প্রভৃতি নির্মাণে ব্যাপকহারে এই কংক্রিট ব্যবহার করা হতো।
কিন্তু পরে দুর্বল ও অনিরাপদ বলে প্রমাণিত হওয়ায় এখন আর এই কংক্রিট ব্যবহার করা হয় না।
বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা এই মুহূর্তে রাক দিয়ে তৈরি স্কুলভবনগুলোর তালিকা করছি। আমার ধারণা, এই ১০৪টির সঙ্গে আরও কয়েকশত স্কুল এই তালিকায় যুক্ত হবে।
এদিকে, ভবনের নির্মাণত্রুটির কারণে আকস্মিকভাবে শতাধিক স্কুল বন্ধ করে দেওয়ায় সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন যুক্তরাজ্যের অনেক অভিভাবক ও স্কুলশিক্ষক। তাদের এই ক্ষোভকে আরও উস্কে দিয়েছেন ব্রিটেনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাথন।
কয়েক মাস আগে চাকরি থেকে অবসরে যাওয়া জনাথন বিবিসিকে বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের মন্ত্রিসভায় ঋষি সুনাক যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন, সে সময় তাকে আমরা এই সমস্যাটি অবহিত করে স্কুলভবন মেরামত খাতে বরাদ্দ আরও বাড়ানোর আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তিনি তাতে কান না দিয়ে উলটো (বরাদ্দ) অর্ধেক করে দিয়েছিলেন।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী এবাদুর রহমান চৌধুরী আর নেই

বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি নেওয়ার পথে মৌলভীবাজার শহরে দ্বিতীয় নামাজে জানাজা ও সকাল ১১টায় বড়লেখা পিসি হাইস্কুল মাঠে তৃতীয় জানাজা শেষে তাঁকে গাংকুল ঈদগাহ সংলগ্ন গোরস্থানে দাফন করা হবে।
এদিকে সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী আইনজীবী এবাদুর রহমান চৌধুরীর মৃত্যুতে এলাকার মানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমেছে।
প্রসঙ্গত, এবাদুর রহমান চৌধুরী ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান থেকে সক্রিয় রাজনীতির শুরু করেন। পেশায় তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। তিনি ১৯৮৮ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজার-১ আসন থেকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। একই আসন থেকে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী হিসেবে ১৯৯১ সালের পঞ্চম, ১৯৯৬ সালের ষষ্ঠ ও ২০০১ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন করেন। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী এবাদুর রহমান চৌধুরী আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোঃ শাহাব উদ্দিনের কাছে পরাজিত হন। এরপর বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি রাজনীতির মাঠ থেকে ধীরে ধীরে সরে যান।

'ভিজিট মাই মস্ক' ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর

সেপ্টেম্বর দুই দিন মসজিদগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ওই দিন মসজিদ প্রাঙ্গণে থাকবে বিভিন্ন ইসলামী প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।
ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের অধিকাংশ মসজিদ প্রতিবছর এই আয়োজনে অংশ নেয়। এক বিবৃতিতে এমসিবি জানিয়েছে, 'প্রতিবছরের মতো এবারও ভিজিট মাই মস্ক দিবসটি পালিত হবে। মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের নেওয়া এই উদ্যোগে আড়াই শর বেশি মসজিদ অংশ নেবে। এই সময় মসজিদগুলো সব ধর্মের লোকদের জন্য সার্বক্ষণিক উন্মুক্ত থাকবে।
এতে স্থানীয় সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মসজিদগুলোর সেতুবন্ধ তৈরি হবে।' এই আয়োজনে অংশ নিতে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে বলা হয়। ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'হ্যাশট্যাগ ভিজিট মাই মস্ক' লিখে চলছে প্রচারণা। এমসিবি এক পরিসংখ্যানে জানিয়েছে, ব্রিটেনের ৭০ শতাংশ মানুষ অন্য ধর্মের উপাসনাস্থলের ভেতরের অংশ কখনো দেখেনি।
আর প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ কখনো মসজিদের ভেতরের অংশ দেখেনি। তাই সব ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক জানাশোনা ও সুসম্পর্ক গড়তে মসজিদ পরিদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যেন ইসলাম ও মুসলিমদের জীবনযাপন সম্পর্কে অন্য ধর্মের মানুষও ধারণা লাভের সুযোগ পান।
২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবার ভিজিট মাই মস্ক দিবসটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বছরই সবার মধ্যে মসজিদভিত্তিক ব্যতিক্রমী এ কর্মসূচি ব্যাপক সাড়া ফেলে।
ওই বছর যুক্তরাজ্যের ২০টি মসজিদ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেও বর্তমানে এ সংখ্যা বেড়ে তিন শর কাছাকাছি পৌঁছে। দিনটিতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিরোধীদলীয় নেতা, জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা স্থানীয় মসজিদ পরিদর্শন করেন। সূত্র : এমসিবি

বিএনপির প্রার্থী লুনা, জোটের গ্যাড়াকলে শফিক চৌধুরী!

লুনা। ইলিয়াস আলী নিখোঁজ হওয়ার কারণে তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা রয়েছে দল ও এলাকাবাসীর।
পুরো দেশের ন্যায় স্থানীয় রাজনীতিতে আলোচিত নাম এম ইলিয়াস আলী। সিলেটে ছাত্রলীগ দিয়ে যার রাজনীতি শুরু। ইলিয়াস আলীর উত্থান ঢাকায় ছাত্রদলের রাজনীতিতে নাম লেখানোর পর। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ থাকলেও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য এলাকায় এমপি হিসেবে তিনি সুনাম কুড়িয়েছিলেন।
২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার বনানি থেকে গাড়িচালক আনসার আলীসহ নিখোঁজ হন ইলিয়াস আলী। তার এই 'গুম'কে ভালোভাবে নেয়নি এলাকার মানুষ। স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর রাজনীতিতে নামা তাহসীনা রুশদির লুনা বর্তমানে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা।
এই আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নের দাবিদার সাবেক এমপি শফিকুর রহমান চৌধুরী। ২০০৮ সালে বিএনপির শক্তিশালী প্রার্থী এম ইলিয়াস আলীকে পরাজিত করে এমপি নির্বাচিত হওয়া শফিকুর রহমান চৌধুরীকে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে জোটের রাজনীতির কাছে কোরবানি দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি।
আওয়ামী লীগের 'ছেড়ে দেওয়া' আসনে ২০১৪ সালে এমপি হন জাতীয় পার্টির ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী এহিয়া। সিটি নির্বাচনে শৃঙ্খলাবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে দল থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
সর্বশেষ ২০১৮ সালে এই আসন থেকে নির্বাচিত হন গণফোরামের মোক্কাবির খান। গত জাতীয় নির্বাচনে গণফোরাম থেকে নির্বাচিত একমাত্র এমপিও তিনি।
রাজনৈতিক সচেতনমহল বলছে, এই আসনটি আবারো জোট শরিক বা বিরোধীদের ছেড়ে দিতে পারে আওয়ামী লীগ। তবে সর্বশেষ নির্বাচনে মহাজোটের প্রার্থী হয়ে জামানত খুইয়েছেন জাতীয় পার্টির (বহিষ্কৃত) ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি ইয়াহইয়া চৌধুরী এহিয়া। গণফোরামের প্রার্থী মোকাব্বির খানের কাছে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়ে জামানত হারান তিনি।
এই আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দৌড়ে শফিকুর রহমান চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বর্তমান সিসিক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। তিনি সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় শফিকুর রহমান চৌধুরীর পথ অনেকটা পরিষ্কার। তবে তার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন একুশে পদকপ্রাপ্ত চিকিৎসক অরূপরতন চৌধুরী ও জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আখতারুজ্জামান চৌধুরী (জগলু চৌধুরী)। এছাড়া যদি এ আসনটি জোটের কোনো শরিক দলকে দেয়া হয় তবে ফের মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে গ্যাড়াকলে পড়তে পারেন শফিকুর রহমান চৌধুরী।
বিশ্বনাথ ও ওসমানীনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত সিলেট-২ আসনে এ পর্যন্ত এমপি হয়েছেন ৯ জন। দলের হিসাবে আওয়ামী লীগ জয় পেয়েছে চারবার। বিএনপি ও জাতীয় পার্টি তিনবার করে এবং সর্বশেষ এমপি নির্বাচিত হয়েছেন গণফোরামের প্রার্থী মোক্কাবির খান। গত জাতীয় নির্বাচনে গণফোরাম থেকে নির্বাচিত একমাত্র এমপি তিনি। বিদেশ থেকে অনেকটা জোর করে দেশে এনে দল তাকে মনোনয়ন দেয়, আর এমপিও হয়ে যান তিনি।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনীতি সবসময়ই নিষ্ঠুর ছিল এই আসনের এমপিদের জন্য। এমপি হবার পর অনেক লোকপ্রিয় রাজনীতিকও হারিয়ে গেছেন রাজনীতির মাঠ থেকে।
১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীর ঘনিষ্ঠ সহচর নুরুল ইসলাম খান। ১৯৭৯ সালে মরমী কবি হাছন রাজার পরিবারের সদস্য দেওয়ান তৈমুর রাজা চৌধুরী বিএনপির মনোনয়নে এমপি হয়ে রেলওয়ে, সড়ক ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
১৯৮৫ সালে আওয়ামী লীগের হয়ে এই আসনে বিপুল ভোটে জয় পান ইনামুল হক চৌধুরী (বীরপ্রতীক)। বীর মুক্তিযোদ্ধা মকসুদ ইবনে আজিজ লামা ১৯৮৮ সালে চতুর্থ ও ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন নিয়ে এই আসনে এমপি হন। তিনি একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা।
পাকিস্তানি দানব আইয়ুব খানের মঞ্চে জুতা ছুড়ে মেরে ছাত্রাবস্থায়ই আলোচনায় আসা মুক্তিযোদ্ধা শাহ আজিজুর রহমান ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে সিলেট-২ (বিশ্বনাথ-বালাগঞ্জ) আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচনে এমপি নির্বাচিত হন এম ইলিয়াস আলী। ২০০৮ সালের নির্বাচনে তাকে পরাজিত করে এমপি হন আওয়ামী লীগের শফিকুর রহমান চৌধুরী।
২০১৪ সালে মহাজোটের মনোনয়ন পেয়ে জাতীয় পার্টির এমপি হওয়া ইয়াহ্ইয়া চৌধুরী ২০১৮ সালে গণফোরামের মোক্কাবির খানের কাছে জামানত হারান।
এখনই জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন নিয়ে কথা বলতে রাজি নন বিএনপির কেউ। বর্তমান এমপি মোক্কাবির খানও নির্বাচন নিয়ে ভাবছেন না। তিনি বলেন, নির্বাচনের পরিবেশ ঠিক হলে নির্বাচন নিয়ে ভাবা যাবে। আপাতত এলাকার মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করছি।
তবে নিজের মনোনয়নের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী শফিকুর রহমান চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যথাসময়ে নির্বাচন হবে এবং আমি মনোনয়নপ্রত্যাশী। এলাকার জনগণের সঙ্গে আমার সবসময়ই যোগাযোগ আছে।

৬৫ বছরের বৃদ্ধাকে ২ যুবকের ধর্ষণ

সিলেট প্রতিনিধি: মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধাকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত ৪ সেপ্টেম্বর সোমবার তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। গেলো রোববার রাত ১১টার দিকে বৃদ্ধার ছেলে থানায় মামলা করেন।

গ্রেফতাররা হলেন- শ্রীমঙ্গলের নওয়াগাঁও গ্রামের আদর করের ছেলে মিঠু কর (২০) ও পরেশ করের ছেলে পলাশ কর (২২)।

জানা যায়, রোববার দুপুরে চা বাগান সংলগ্ন পানির ছড়ায় গোসল করতে যান ওই বৃদ্ধা। দুই যুবক বৃদ্ধার মুখ চেপে ধরে ছড়ার ব্রিজের নিচে নিয়ে যান। সেখানে তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। ধর্ষণের পর বৃদ্ধাকে ঘটনাস্থলে ফেলে চলে যান দুজনই। আহত অবস্থায় বৃদ্ধা স্থানীয় মোস্তফা মিয়ার বাড়ি গিয়ে বিস্তারিত খুলে বলেন। রাত ১১টার দিকে শ্রীমঙ্গল থানায় বৃদ্ধার ছেলে মামলা করেন। তার আধা ঘণ্টা পর পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে।

শ্রীমঙ্গল থানার পরিদর্শক (অপারেশন) তাপস চন্দ্র রায় বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরপর আমরা অভিযান চালিয়ে দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছি। তাদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

সিলেটে 'ছাত্রলীগ পরিচয়ে' ছুরিকাঘাত করে গরু ছিনতাই

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে ছাত্রলীগ নেতাকর্মী পরিচয়ে পিক-আপ চালককে ছুরিকাঘাত করে গরু ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ৩১ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে সিলেট নগরের নাইওরপুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সোবহানীঘাট ফাঁড়ির এসআই রিপন বলেন, সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলা থেকে গরু ব্যবসায়ী ফারুক উদ্দিন পিক-আপে করে গরু নিয়ে আসছিলেন। পথে কিছু ছিনতাইকারী তাদের পথরোধ করে একটি গরু ছিনিয়ে নেয়। ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ওই গরুসহ ১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তার নাম বলা যাচ্ছে না।

ভুক্তভোগী গরু ব্যবসায়ী ফারুক উদ্দিন বলেন, তিনি সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার হাদারপাড় এলাকা থেকে পিক-আপ ভ্যানে করে ৬টি গরু আনছিলেন। গরু নিয়ে নগরে প্রবেশ করলে কয়েকটি মোটরসাইকেলে কিছু যুবক তাদের পথরোধ করেন। এ সময় তারা নিজেদের ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বলে দাবি করেন। পরে পিক-আপে থাকা ছয়টি গরুর একটি ছিনিয়ে নেন তারা। পরে গরু ব্যবসায়ীকে ফোন করে চাঁদা দাবি করা হয়। এ সময় পিক-আপ চালককে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা।

ড্রাইভারকে ছুরিকাঘাত করার ঘটনায় পুলিশ ও শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বাকবিতন্ডার জের ধরে শ্রমিক নেতারা নাইওরপুল-সোবহানীঘাট রাস্তা অবরোধ করেন। পরে পুলিশের আশ্বাসের ভিত্তিতে রাত ১টার দিকে তারা সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন।

সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আলী মাহমুদ বলেন, মোটরসাইকেলে করে আসা কয়েকজন যুবক একটি গরু ছিনতাই করে। পিকআপ চালকের অভিযোগ তারা নিজেদের ছাত্রলীগ নেতা হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। এ ঘটনায় আহত পিকআপ চালককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আমরা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চালাচ্ছি।

এক বছরের সাজার ভয়ে ফকির বেশে মাজারে মাজারে ৮ বছর!

সিলেট প্রতিনিধি: মাদক মামলায় ২০১৫ সালে আদালত এক বছরের সাজা হয়েছিলো সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার পুরাতন রেলস্টেশন কলোনি (টেকনিক্যাল রোড) এলাকার মৃত নুরুল ইসলাম নাঈমের ছেলে কোখনের (৪৫)। সেই এক বছরের সাজার ভয়ে ৮ বছর ধরে মাজারে মাজারে ফকির বেশে আত্মগোপনে ছিলেন তিনি।

তবে শেষ রক্ষা হয়নি-গত ১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে কোখনকে চুনারুঘাট পৌরশহরের উত্তর বাজার থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে তাকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়।

জানা যায়, ২০১৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া এলাকায় মাদক পাচারকালে কোখনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। কিছু দিন কারাগারে থাকার পর জামিনে বেরিয়ে তিনি আত্মগোপনে চলে যান। পরবর্তী সময়ে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে বিবাড়িয়া আদালতে অভিযোগপত্র দিলে আদালত আসামি কোখনকে দোষী সাব্যস্ত করে এক বছরের কারাদণ্ড দেন। কিন্তু পলাতক থাকায় সে সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এই এক বছরের সাজা এড়াতে কোখন বিভিন্ন মাজারে ভিক্ষুক ও ফকিরের বেশে ৮ বছর ধরে আত্মগোপনে ছিলেন।

এদিকে, শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে চুনারুঘাট পৌর শহরের চেকপোস্টে একটি ব্যাটারিচালিত টমটম থামায় থানাপুলিশ। ওই টমটমে স্থানীয় মুড়াবন্দ মাজার থেকে কোখনসহ কয়েকজন চুনারুঘাট পৌরশহরের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় টমটমের যাত্রীদের পরিচয় জানতে চাইলে কোখনের কথা-বার্তায় সন্দেহ হয় পুলিশের। পরে কোখনের নাম-ঠিকানা যাচাই করে পুলিশ জানতে পরে- তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। এসময় তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান- চুরি-ডাকাতি রোধে চুনারুঘাট উপজেলার বিভিন্ন স্থানে রাতে চেকপোস্ট বসায় ও টহল দেয় পুলিশ। শুক্রবার রাতে এভাবে টহল দিতে গিয়ে সন্দেহজনক কোখন ও আরও কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। তাদের মধ্যে কোখনে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে জানা যায় এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়। ওসি জানান-গ্রেফতারের পর কোখনকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

জাল সনদে ৩৪ বছর আইন পেশা, ছিলেন পিপি পদেও!

সিলেট ডেস্ক, ০৮ সেপ্টেম্বর: জাল সনদ ব্যবহার করে ৩৪ বছর ধরে আইন পেশা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে হবিগঞ্জের একজন আইনজীবীর বিরুদ্ধে। তিনি জাল সনদেই ৭ বছর দখল করে রেখেছিলেন জেলার সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তার (পাবলিক প্রসিকিউটর) পদ। গত ৩০ আগস্ট বুধবার হঠাৎ তাকে এ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছেন জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি (অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর) সালেহ উদ্দিন আহমেদ।

এ বিষয়ে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি আবুল মনসুর চৌধুরী জানান, জাল সার্টিফিকেটের যে বিষয়টি সম্প্রতি সামনে এসেছে এটি আসলে আমাদের সরাসরি কিছু করার সুযোগ নেই। আর তার সার্টিফিকেট জাল কিনা সেটিও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

তিনি বলেন, আমরা সার্টিফিকেট যাচাই করি না। এটি যাচাই করে বার কাউন্সিল। সেখান থেকে নিবন্ধিত হওয়ার পর আমাদের এখানে চিঠি দেয় সে অনুযায়ী আমরা সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করি। এ বিষয়ে বার কাউন্সিল যদি কিছু না করে তবে আমরা সরাসরি কিছু করতে পারি না।

অভিযুক্ত সিরাজুল হক চৌধুরী বলেন, আমি অসুস্থ। কথা বলতে পারছি না। তবে আমার বিরুদ্ধে যে সার্টিফিকেট জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে এটি সত্য নয়। আমার বিরুদ্ধে হবিগঞ্জে একটি এবং ঢাকায় একটি গ্রুপ কাজ করছে। সরকার যখন যাকে খুশি এ পদে নিয়োগ দিতে পারে, আবার যাকে খুশি বাদ দিতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিনিয়র একজন আইনজীবী ও আইনজীবী সমিতির সাবেক নেতা বলেন, আমরা জানতে পেরেছি আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং সিরাজুল হকের সার্টিফিকেট জালিয়াতির বিষয়টি তদন্ত করছে। তবে এখন কী পর্যায়ে আছে তা আমরা নিশ্চিত হতে

পারিনি।

আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (জিপি/পিপি) মো. আব্দুছ ছালাম মণ্ডল স্বাক্ষরিত এক পত্রে বুধবার সিরাজুল হকের পিপি পদের নিয়োগ বাতিল করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় জনস্বার্থে তার নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন করবেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর সালেহ উদ্দিন আহমেদ। তাকে অনতিবিলম্বে মামলার নথিপত্রসহ যাবতীয় দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সিরাজুল হককে নির্দেশ দেওয়া হয়।

হবিগঞ্জ আদালতের কয়েকজন আইনজীবী জানান, জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মো. সিরাজুল হক সম্পূর্ণ জাল ও ভুয়া সার্টিফিকেটে গত ৩৪ বছর ধরে জেলা জজ কোর্টে আইন পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভুয়া সার্টিফিকেটধারী আইনজীবী হয়েও ২০১৬ সালে তিনি পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হিসেবে নিয়োগ পান। তখন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বাগিয়ে নিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতির পদও। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অনৈতিকভাবে তিনি এসব পদ-পদবি দখল করেন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, সিরাজুল হক প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ পাশ সার্টিফিকেটে পাশের সন হিসেবে লেখা আছে ১৯৮০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এ সার্টিফিকেটটিতে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদের স্বাক্ষর রয়েছে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ ভাইস চ্যান্সেলর হন ১৯৯২ সালে। ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী।

এছাড়া সার্টিফিকেটটির উপরের বাম পাশে রোল নাম্বার ডানপাশে সিরিয়াল নাম্বার রয়েছে; যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্রে ব্যবহার করা হয় না।

সিরাজুল হক ১৯৮৫ সালে ঢাকা 'ল' কলেজ থেকে এলএলবি পাশ করেছেন বলে সার্টিফিকেট জমা দেন কিন্তু ঢাকা 'ল' কলেজে যোগাযোগ করে জানা যায় এ সার্টিফিকেটটিও জাল।

পুতিনের সঙ্গে অস্ত্র আলোচনার জন্য রাশিয়ায় যাচ্ছেন কিম

ঢাকা ডেস্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে রাশিয়া সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন। চলতি মাসের এই সফরে কিম রাশিয়ায় অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন।

মঙ্গলবার মার্কিন এক কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেন। খবর বিবিসির।

যদিও রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহের মতো যেকোনও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পিয়ংইয়ংকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন চলতি মাসে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে রাশিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন বলে একজন মার্কিন কর্মকর্তা বিবিসির মার্কিন অংশীদার সিবিএসকে জানিয়েছেন।

এই দুই নেতা ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনে উত্তর কোরিয়ার সহায়তার অংশ হিসেবে মস্কোকে অস্ত্র সরবরাহ করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে ওই কর্মকর্তা বলেছেন। যদিও পরিকল্পিত এই বৈঠকের সঠিক অবস্থান এখনো স্পষ্ট নয়।

অন্যান্য মার্কিন মিডিয়াতে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং সম্ভাব্য এই সফরের বিষয়ে উত্তর কোরিয়া বা রাশিয়া থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বেশ কয়েকটি

সূত্র প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছে, কিম জং উন সম্ভবত সাঁজোয়া ট্রেনে করে রাশিয়া সফরে যাবেন।

এর আগে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে অস্ত্র সমঝোতা 'সক্রিয়ভাবে অগ্রসর' হওয়ার বিষয়ে নতুন তথ্য রয়েছে। আর সেই মন্তব্যের কয়েকদিন পরই পুতিন ও কিমের সম্ভাব্য এই বৈঠকটির খবর সামনে এলো।

মূলত রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সম্ভাব্য অস্ত্র চুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন বলে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কিরবি গত সপ্তাহে জানিয়েছিলেন। সেসময় তিনি বলেন, 'আমরা উত্তর কোরিয়াকে রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্র আলোচনা বন্ধ করার এবং পিয়ংইয়ং ইতোপূর্বে রাশিয়ার কাছে অস্ত্র সরবরাহ বা বিক্রি না করার জন্য যে প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করছি।'

কিরবি আরও বলেন, রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু উত্তর কোরিয়া সফর করার সময় কিম জং উনের সাথে দেখা করে পিয়ংইয়ংকে মস্কোর কাছে আর্টিলারি গোলাবারুদ বিক্রি করতে রাজি করার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য মার্কিন কর্মকর্তারা কীভাবে এই গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা বিস্তারিত জানাতে অস্বীকার করেছিলেন হোয়াইট হাউসের এই মুখপাত্র।

টানা দেড় বছরের বেশি সময় ধরে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে রাশিয়া। রুশ এই আগ্রাসনের শুরু থেকেই পূর্ব ইউরোপের এই দেশটিকে অস্ত্রসহ সামরিক সহায়তা দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো।

অপরদিকে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানে সহায়তা না করতে চীনসহ প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ দেশগুলোকে সতর্ক করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। মূলত উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতার সম্ভাব্য রাশিয়া সফর নিয়ে মার্কিন কর্মকর্তার বক্তব্য এমন সময়ে সামনে এলো যখন কয়েক সপ্তাহ আগেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং কিম জং উন তাদের দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিঠি বিনিময় করেছেন।

ডায়ানার নতুন টেপ ফাঁস

প্রিন্স হ্যারির জন্মের পর কেন হতাশ হয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজা

ঢাকা ডেস্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : চার্লস, যিনি বর্তমানে ব্রিটেনের রাজা। ব্রিটিশ রাজা হিসেবে তার দাফতরিক নাম তৃতীয় চার্লস। এর আগে যখন তার মা দ্বিতীয় এলিজাবেথ ব্রিটেনের রানি ছিলেন, তখন তিনি ছিলেন প্রিন্স চার্লস।

প্রিন্সেস ডায়ানার সঙ্গে তার প্রথম বিয়ে হয়। সেই সংসারে তার দুটি সন্তান। প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্স হ্যারি। যদিও বর্তমানে দ্বিতীয় সন্তান প্রিন্স হ্যারি রাজ পরিবারের পদবি ত্যাগ করেছেন এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

এবার তাকে নিয়ে প্রকাশ্যে এল নতুন তথ্য। তার মা প্রিন্সেস ডায়ানার নতুন একটি অডিও টেপ ফাঁস হওয়ার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে এল।

ফাঁস হওয়া অডিও টেপ থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় সন্তানও ছেলে হওয়ায় 'অত্যন্ত হতাশ' হয়েছিলেন ব্রিটেনের তৎকালীন যুবরাজ (বর্তমান রাজা) তৃতীয় চার্লস। স্ত্রী ডায়ানা ও শাশুড়ি রেন স্পেন্সারের কাছে সেই হতাশা গোপন রাখেননি তিনি।

ফাঁস হওয়া ওই অডিও টেপে প্রয়াত যুবরানিকে ডায়ানাকে নিজেই এই কথা বলতে শোনা গেছে।

তার মৃত্যুর পরে আড়াই দশকেরও বেশি পার হয়ে গিয়েছে। এখনও প্রয়াত যুবরানি ও তার পরিবারকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহলের শেষ নেই। সদ্য রাজা হয়েছেন চার্লস। ছোট ছেলের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভাঙনের কথাও এখন সর্বজনবিদিত। এই পরিস্থিতিতে হ্যারির জন্মের পরে চার্লসের পুরনো এই মন্তব্য নতুন করে পিতা-পুত্রের সম্পর্কে ছায়া ফেলবে বলেই মত রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠদের।

সম্প্রতি আমেরিকার এক টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে ডায়ানা ও তার বন্ধু জেমস কো হার্স্টের কথোপকথন শোনানো হয়। তার জীবনীকার অ্যান্ড্রু মর্টনের জন্য সাত ঘণ্টার অডিও টেপ তৈরি করেছিলেন ডায়ানা। ১৯৯০-এর দশকে কো হার্স্টের সঙ্গে তার কথাবার্তাও সেই অডিও টেপের অংশ। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল মর্টনের লেখা 'ডায়ানা: আ ট্রু স্টোরি' নামের বইটি। তাতে অবশ্য চার্লস সম্পর্কে এই প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ ছিল না।

জানা গেছে, 'ডায়ানা: দ্য রেস্ট অব হার স্টোরি' নামে নতুন একটি তথ্যচিত্রে এই অডিও টেপ ব্যবহার করা হবে।

অডিও টেপে শোনা যাচ্ছে ডায়ানা বলছেন, "হ্যারির জন্মের পরে চার্লস এতটাই হতাশ হয়েছিল যে, সে তার মনোভাব চেপে রাখতে পারেনি। হ্যারির নামকরণ অনুষ্ঠানে আমার সৎমাকে চার্লস বলেই ফেলেছিল– আমরা ভেবেই নিয়েছিলাম এবার মেয়ে হবে। ফের ছেলে হওয়ায় খুবই হতাশ হয়েছি। মা তখন চার্লসকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন- সুস্থ-সবল একটি বাচ্চা হয়েছে। তোমার বোঝা উচিত যে, এর থেকে সৌভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না।"

এখানেই না থেমে ডায়ানা তার বন্ধু কোলডহার্স্টকে আরও বলেন, "এর পরেই আমার (সৎ)মায়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয় চার্লস। কেউ ওর মুখের উপর কথা বললে চার্লস এমনটিই করতো।"

এই কথোপকথনে সৎমা রেন স্পেন্সারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাও খোলাখুলি বলেছেন ডায়ানা। বলেছেন, "শুধু আমি নই, আমরা সব ভাইবোনই সৎমাকে ভীষণ অপছন্দ করতাম। ছোটদের একটা প্রচলিত ছড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা সবাই মিলে চিৎকার করে বলতাম– রেন রেন গো অ্যাওয়ে। সৎমায়ের সামনেই তাকে 'অ্যাসিড রেন' নামে ডাকতাম। একবার আমি রেগে গিয়ে (সৎ)মাকে বলি–আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তোমার কোনও ধারণাই নেই যে আমরা সবাই তোমাকে কতটা ঘৃণা করি। তুমি আমাদের পরিবার ভেঙে দিয়েছ, বাবার সব অর্থ উড়িয়ে দিয়েছ।"

উত্তরে (সৎ)মা আমাকে বলেছিলেন, "তুমি জানো না, তোমার মা তোমার বাবাকে কতটা দুঃখ দিয়েছেন।"

সেই কথা শুনে আমি উলটো (সৎ)মাকে বলি, "দুঃখ? এই শব্দটার কী মানে, সে সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণাই নেই। আমি দেখেছি আসল দুঃখ-কষ্ট কাকে বলে।"

সেবার আমি (সৎ)মায়ের সঙ্গে সত্যিই দুর্ব্যবহার করেছিলাম, অকপটে তার বন্ধুকে বলেছিলেন ডায়ানা। সূত্র: সিএনএন

৪০০ কক্ষের হোটেলে থাকবেন বাইডেন

ঢাকা ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর : আইটিসি মৌর্য। দিল্লির অভিজাত পাঁচতারকা হোটেল। জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষ্যে দলবল নিয়ে ৪০০ কক্ষের পুরো হোটেলটিতেই থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ইতোমধ্যেই হোটেলের চারপাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। প্রস্তুতির অংশ হিসাবে হোটেলের চারপাশের এলাকাজুড়ে বিশেষ নিরাপত্তা মহড়া চালানো হয়েছে। দিল্লির ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি), সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ (সিআরপিএফ), ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে দিল্লি পুলিশ সবাই নিরাপত্তার তদারকি করছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়েছে, পুরো আইটিসি মৌর্য বাইডেনের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। সেখানে তার প্রতিনিধিদল ও অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে হোটেলের জমকালো গ্র্যান্ড প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটে অবস্থান করবেন। থাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য প্রতিটি তলায় সিক্রেট সার্ভিস মোতায়েন করা হয়েছে।

বাইডেনকে তার ১৪ তলার কক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য উন্নত লিফট স্থাপন করা হয়েছে। হোটেলের বাইরেও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে। সামনের বাগান এলাকায় কুকুর স্কোয়াড ও বিভিন্ন নজরদারি যন্ত্র মোতায়েনের মাধ্যমে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। অধিকন্তু নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের মূল্যায়নের অংশ হিসাবে বিস্ফোরক বাষ্প শনাক্তকরণ সরঞ্জাম (ইভিডি) নিযুক্ত করেছে। প্রেসিডেন্টের গাড়িবহরের পাশাপাশি সব সংস্থার যানবাহন ও অ্যাম্বুলেন্সও রাখা হয়েছে। হোটেলটিতে এর আগে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, বিল ক্লিনটন ও বারাক ওবামাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য দেশের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতারাও এসেছিলেন বলে জানা যায়। সম্মেলনে অংশ নিতে ২ দিন আগেই ৭ সেপ্টেম্বর ভারতে যাবেন বাইডেন। পরদিন ৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক।

'ইন্ডিয়া' ছেড়ে 'ভারত'? বদলে যাচ্ছে দেশের নাম!

ঢাকা ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর : ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পরে এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সরকারি নথিতে বদলে গেল তাদের পদের পরিচয়লিপি। তবে 'তাৎপর্যপূর্ণভাবে' সরকারি ঘোষণাপত্রে নয়, শাসকদল বিজেপির দেয়া 'সরকারি তথ্যে'! সংবাদ সংস্থা পিটিআই তা প্রকাশ করেছে।

বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র মঙ্গলবার তার এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) প্রধানমন্ত্রী মোদির আসন্ন ইন্দোনেশিয়া সফরের ঘোষণা সংক্রান্ত একটি সরকারি নথি প্রকাশ করেছেন। সেখানে মোদির পদ লেখা হয়েছে, 'প্রাইম মিনিস্টার অফ ভারত'। যদিও সরকারি প্রথা অনুযায়ী তার পদটিকে 'প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া' লেখা হয়।

আগামী ৭ সেপ্টেম্বর মোদি ইন্দোনেশিয়ায় যাবেন ২০তম 'আশিয়ান-ইন্ডিয়া শীর্ষ সম্মেলনে' যোগ দিতে। সরকারি নথিতে অবশ্য ওই সম্মেলনের নামের ক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়া' শব্দটি রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কূটনৈতিক বিভ্রাট এড়াতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও সরকারিভাবে এখনও এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার জি২০ শীর্ষবৈঠকে অংশ নেয়া বিদেশী রাষ্ট্রনেতাদের কাছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্র প্রকাশ্যে আসার পরেই জল্পনা শুরু হয়, পার্লামেন্ট তথা লোকসভা ভোটের আগে দেশের নাম শুধুই 'ভারত' করতে চলেছে মোদি সরকার। এ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল পাশের জন্যই আগামী ১৮-২২ ডিসেম্বর সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে বলেও জল্পনা দানা বেঁধেছে।

রাষ্ট্রপতির ওই আমন্ত্রণপত্রে লেখা হয়েছে লেখা হয়েছে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত'। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভারতের রাষ্ট্রপতি কাউকে কোনো চিঠি লিখলে তাতে চিরাচরিতভাবে লেখা থাকে 'প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া' কথাটি। এবার প্রধানমন্ত্রীর পদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই বদল ঘটায় দেশের নামবদলের জল্পনা আরো দানা বাঁধবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এবার প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে অপসারণ করলেন জেলেনস্কি

ঢাকা ডেস্ক, ৪ সেপ্টেম্বর : ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলেকসি রেজনিকভকে তার পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে রাশিয়া। তার আগে থেকেই ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন ওলেকসি রেজনিকভ। চলমান যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি। রোববার রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে জেলেনস্কি এ কথা জানান।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জেলেনস্কি ভাষণে জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে 'নতুন পদ্ধতির' সময় এসেছে। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে ওলেকসি রেজনিকভের উত্তরসূরি হিসেবে রুস্তেম উমেরভকে মনোনীত করেছেন তিনি। রুস্তেম উমেরভ ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তহবিলের পরিচালক।

আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধের সময় ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা সংস্থার সবচেয়ে বড় ঝাঁকুনির মঞ্চ তৈরি করেছে এ ঘোষণা। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে রুস্তেম উমেরভের পার্লামেন্টের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যমটি।

জেলেনস্কি বলেন, 'আমি মনে করি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে নতুন করে সাজানোর প্রয়োজন রয়েছে। এই মন্ত্রণালয়ের নতুন পন্থা দরকার, যাতে সমাজ ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে এই মন্ত্রণালয় মিথস্ক্রিয়া ঘটাতে পারে।

এদিকে ইউক্রেনের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ওলেকসি রেজনিকভকে যুক্তরাজ্যে ইউক্রেনের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। যেখানে পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে তার রয়েছে ভালো সম্পর্ক।

৫৭ বছর বয়সী ওলেকসি রেজনিকভ আন্তর্জাতিকভাবে বেশ পরিচিত ব্যক্তি। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর তাকে পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করতে দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা মিত্রদের কাছ থেকে ইউক্রেনের জন্য অর্থ, অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা পাওয়ার পেছনে তার ছিল গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

তবে ওলেকসি রেজনিকভের মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কেলেঙ্কারির অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে আগে থেকে গুঞ্জন ছিল, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি তাকে পদ থেকে সরিয়ে দিতে পারেন।

তবে তার বরখাস্ত হওয়ার গুঞ্জন কিছুদিন ধরে চলছিল। গত সপ্তাহে রেজনিকভ সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে সরকারের অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করার সুযোগ পাওয়া সাপেক্ষে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ ছাড়তে রাজি ছিলেন তিনি।

বিশ্লেষকদের মতে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলেনস্কি প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের জেরে পদ খোয়াতে হয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলেকসি রেজনিকভকে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির সূচক অনুসারে, ইউক্রেন ১৮০টি দেশের মধ্যে ১১৬তম স্থানে রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তাদের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে।

রাশিয়ায় অস্ত্র পাঠালে উত্তর কোরিয়াকে যে পরিণতির বার্তা দিল যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা ডেস্ক, ৬ সেপ্টেম্বর : রাশিয়া-উত্তর কোরিয়ার মধ্যে অস্ত্র সরবরাহ চুক্তির বিষয়ে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়ায় অস্ত্র বিক্রি না করতে পিয়ংইয়ংকে সতর্ক করে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, উত্তর কোরিয়া যদি ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য

রাশিয়ার কাছে অস্ত্র বিক্রি করে, তবে তার জন্য দেশটিকে 'মূল্য' দিতে হবে।

মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান এ কথা বলেছেন। খবর আলজাজিরার

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে অস্ত্র সরবরাহের আলোচনা সক্রিয়ভাবে এগিয়ে চলেছে। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের কোনো অঞ্চল দখলের জন্য রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করা উত্তর কোরিয়ার জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এ জন্য মূল্য দিতে হবে।

এর আগে সোমবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের অপর একজন কর্মকর্তা বলেন, ওয়াশিংটন মনে করছে– উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

তবে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের দাবির বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। দেশটি জোর দিয়ে বলছে যে, দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে সম্ভাব্য সরাসরি আলোচনার বিষয়ে কিছু বলার নেই।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা সম্প্রতি জানান, উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন চলতি মাসে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে রাশিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। ইউক্রেন যুদ্ধের সমর্থনে মস্কোকে উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র সরবরাহের সম্ভাবনা নিয়ে দুই নেতা আলোচনা করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে বৈঠকটি কোথায় হবে তা নিয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য জানা যায়নি।

এই খবর অন্যান্য মার্কিন গণমাধ্যম ফলাও করে প্রচার করলেও কোনো প্রতিবেদনে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর কোরিয়া বা রাশিয়ার পক্ষ থেকে মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

এক সূত্রের বরাত দিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, কিম সম্ভবত সাঁজোয়া ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারেন। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে অস্ত্র সমঝোতা 'অগ্রসর' হওয়ার বিষয়ে তারা তথ্য পেয়েছেন। এর পরই রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সম্ভাব্য বৈঠকের বিষয়টি সামনে আসে।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি জানিয়েছেন, রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু সম্প্রতি উত্তর কোরিয়া সফরের সময় 'পিয়ংইয়ংকে রাশিয়ার কাছে গোলাবারুদ বিক্রি করার বিষয়ে সম্মত করার' চেষ্টা করেছিলেন। সভায় প্রদর্শন করা অস্ত্রের মধ্যে 'হাসং' নামে আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোভিড মহামারির পর ওই প্রথম কিম বিদেশি অতিথিদের জন্য তার দেশের দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

দিল্লি সাজাতে চলছে দরিদ্র উচ্ছেদ

ঢাকা ডেস্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির জনাকীর্ণ রাস্তাগুলো এখন ঝকঝকে, তকতকে। সড়কবাতি এতদিন না জ্বললেও এখন ছড়াচ্ছে আলো, তাই ফুটপাত আলোকিত। শহরের ভবন আর দেয়ালগুলোতে শোভা পাচ্ছে মানুষ, ফুল আর পাতার অঙ্কন। সবখানেই লাগানো হয়েছে ফুলের গাছ। উচ্ছেদ করা হয়েছে হাজারো দরিদ্র মানুষকে। তাদের বাসস্থান ছিল রাস্তার পাশে। অনেকেই টং দোকান করে জীবন চালাত।

শুধু নয়াদিল্লিই নয়, জি২০ সম্মেলনে বিশ্বনেতাদের আগমন উপলক্ষে দেশটির সরকারের এমন পদক্ষেপ দেখা যায়, মুম্বাই ও কলকাতাসহ অন্য রাজ্যগুলোতেও। এতে প্রায় ৩ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে মনে করেন অধিকারকর্মীরা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার বিশ্বনেতাদের দেখাতে চান, তাঁর দেশের পরিপাটি অবস্থা যা বিশ্বমঞ্চে মোদির অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে। এ কারণেই সৌন্দর্যবর্ধনের এই প্রকল্পে খরচ করা হচ্ছে প্রায় ১ হাজার কোটি রুপি।

এই উচ্ছেদ কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অনেকটা নির্দয়ভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২ কোটিরও বেশি লোকের দিল্লিতে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, গৃহহীন ছিল ৪৭ হাজার। কিন্তু অধিকারকর্মীরা বলছেন, প্রকৃত সংখ্যা অন্তত দেড় লাখ। নতুন করে এই উচ্ছেদ অভিযানে আরও হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হলো বলে মনে করেন তারা। একই সঙ্গে সরকারের দারিদ্র্যবিমোচন নীতিরও সমালোচনা করেন অনেকে।

এই সম্মেলনকে ঘিরে গত জানুয়ারি থেকেই শত শত বাড়িঘর এবং রাস্তার পাশের স্টল গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক বাসিন্দাকে ঘর থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল ঠিক কিছুক্ষণ আগে। তবে কর্তৃপক্ষের দাবি, অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল।

বস্তি সুরক্ষা মঞ্চের সদস্য আবদুল শাকিল বলেন, সৌন্দর্যবর্ধনের নামে নগরীর দরিদ্রদের জীবন ধ্বংস করা হচ্ছে। জি২০ সম্মেলনে ব্যবহৃত অর্থ করদাতাদের। আর সেই অর্থ দিয়েই জনগণকে উচ্ছেদ ও বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে। এর কোনো মানে হয় না।

গত জুলাইয়ে 'কনসার্নড সিটিজেনস কালেক্টিভ' নামের মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদনে বলা হয়, জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতির ফলে প্রায় ৩ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বনেতা এবং কূটনীতিকরা বিভিন্ন বৈঠকের সময় যেসব এলাকা পরিদর্শন করবেন সেসব জায়গা থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।

নয়াদিল্লির বাসিন্দা রেখা দেবী বলেন, তাঁর পরিবার ১০০ বছর ধরে যে বাড়িতে থেকেছে, সেই বাড়িও ভেঙে ফেলা হয়েছে। তিনি কাগজপত্র দেখালেও কর্তৃপক্ষ তা কর্ণপাত করেনি।

তিনি বলেন, এখন অনেক গৃহহীন এমনকি রাস্তায়ও থাকতে পারছে না। এই সম্মেলনের নামে কৃষক, শ্রমিক এবং দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এদিকে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া দু'দিনব্যাপী শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবে না চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তবে তাঁর পরিবর্তে অংশ নেবেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য জানায়।

জিনপিংয়ের যোগ না দেওয়ার ঘোষণায় হতাশা প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেন, 'আমি হতাশ... তবে আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি।'

তবে সেই বৈঠক কখন হতে পারে তা বলেননি বাইডেন। গত বছর ইন্দোনেশিয়ায় জি২০ সম্মেলনে বাইডেন ও জিনপিং বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

এদিকে, সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও। তাঁর বদলে আসছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ।

আমেরিকা ছাড়ার ধুম!
কেন দলে দলে ইউরোপে পাড়ি জমাচ্ছেন মার্কিনিরা?

ঢাকা ডেস্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : আমেরিকা, এখনও বিশ্বের বহু মানুষের স্বপ্নের ঠিকানা। পড়াশোনার জন্য হোক কিংবা কর্মসূত্রে, আমেরিকা পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন অনেকেই। কিন্তু আমেরিকার সেই চাকচিক্য ভরা দিন হয়তো শেষ হতে যাচ্ছে। কেননা, দেশটির অনেক নাগরিকেই এখন মাতৃভূমি ত্যাগ করে পরিবার নিয়ে পাড়ি জমাচ্ছেন দূরের দেশে।

কিন্তু কেন? আমেরিকায় কি মড়ক লেগেছে? না কি যুদ্ধ শুরু হয়েছে? হঠাৎ কেন মাতৃভূমি ত্যাগ করতে শুরু করেছেন মার্কিনিরা? কোথায়ই বা যাচ্ছেন তারা?

আমেরিকা থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি যাচ্ছেন ইউরোপে। সেখানকার বিভিন্ন দেশে গিয়ে তারা নতুন জীবন শুরু করছেন। নতুন করে পাতছেন সংসার। মাতৃভূমির মায়া কাটিয়ে ফেলছেন অনায়াসেই।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসে বসবাসকারী আমেরিকাবাসীর সংখ্যা সাড়ে ১৫ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ২৪ হাজার। পর্তুগালে এই সংখ্যাটি তিন গুণ বেড়ে ১০ হাজার হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে স্পেনে মার্কিনির সংখ্যা ২০ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৪ হাজার।

২০২২ সালে ডেনমার্কে ৪,৬৮৯ জন, সুইজারল্যান্ডে ৪,৫১৩ জন, আয়ারল্যান্ডে ৩,৮৩১ জন, চেক রিপাবলিকে ২,৫১৩ জন মার্কিন নাগরিককে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ফ্রান্স, জার্মানির মতো দেশেও গত কয়েক বছরে মার্কিন প্রবাসীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটেনে বসবাসকারী আমেরিকানদের সংখ্যা ২০১৩ সালে ছিল ১

লাখ ৩৭ হাজার, ২০২১ সালে তা হয়েছে ১ লাখ ৬৬ হাজার।

শুধুমাত্র গত বছরেই আমেরিকা থেকে চার হাজারের বেশি মানুষ ডেনমার্ক এবং সুইজারল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছেন। সেখানেই পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেছেন।

আমেরিকার নাগরিকদের ইউরোপে চলে যাওয়ার নেপথ্যে উঠে এসেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কোনও একটি বিশেষ কারণে আমেরিকানরা দেশ ছাড়ছেন না। বরং, মাতৃভূমি ত্যাগের নানা কারণ রয়েছে।

অনেকের মতে, আমেরিকায় মানুষের জীবনযাত্রার মান আগের চেয়ে পড়ে গেছে। স্বাচ্ছন্দ, স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারছেন না অনেকেই। উন্নত জীবনধারার খোঁজে তাই ইউরোপে যাচ্ছেন তারা।

আমেরিকায় বাড়ি ভাড়া বা থাকার খরচ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে জমির দামও। নাগরিকদের বেতন বা রোজগার সেই অনুপাতে বাড়েনি। ইউরোপের দেশগুলোতে এই খরচ অপেক্ষাকৃত কম।

আমেরিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও নাগরিকদের দেশ ছাড়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিরক্ত। তবে এ ক্ষেত্রে ডোনালড ট্রাম্পের সময়কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

আমেরিকার কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন– এমন প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন নাগরিকদের অনেকেই। ২০১৬ সালে ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসলে কেউ কেউ সত্যিই দেশ ছাড়েন।

বারাক ওবামার আমলে ১১ শতাংশ, ট্রাম্পের আমলে ১৬ শতাংশ আমেরিকান ইউরোপে গিয়ে থিতু হয়েছেন। ২০২২ সালের মধ্যে এই পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১৭ শতাংশ।

সবাই কেন নির্বাচন পর্যবেক্ষক হতে চায়?

এম সাখাওয়াত হোসেন

পাঁচ বছর পর দেশে জাতীয় নির্বাচন এলেই সরকারে থাকা অথবা বিরোধী দলগুলোর তৎপরতা যেমন বাড়ে, তার সঙ্গে কিছু অত্যুৎসাহী গোষ্ঠী এবং পরিচিত ও অপরিচিত বিভিন্ন সংগঠনের তৎপরতাও বাড়তে থাকে। বিশেষ করে নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংগঠনের তৎপরতা অনেক বাড়ে।

আমাদের দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা বেশি দিনের নয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচন থেকেই মূলত পর্যবেক্ষণ শুরু। দেশে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা যেসব সংস্থার রয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম ফেমা, ব্রতী, অধিকার, জানিপপ ও ডেমক্রেসিওয়াচ। এ কয়েকটি সংগঠন সার্ক অঞ্চলে ও পূর্ব এশিয়ায়ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। সব কটি সংস্থা এশিয়া ফাউন্ডেশনের ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের তত্ত্বাবধানে ও অর্থায়নে কাজ করেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এনডিআই (বর্তমানে ডিআই), আইআরআই (ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট)। ২০০৮ সালের নির্বাচনে এসব সংস্থাকে প্রাক্‌নির্বাচন থেকে শুরু করে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। ২০০৭-০৮ সালে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে যুক্ত করা হয়েছিল এশিয়া ফাউন্ডেশনকে।

জাতীয় নির্বাচনে দেশীয় বা স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বিদেশি সংগঠন থেকেও পর্যবেক্ষক আসেন। কিন্তু ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিদেশি পর্যবেক্ষকদের তেমন দেখা যায়নি। অতীতে যেসব বিদেশি পর্যবেক্ষক বাংলাদেশে এসেছেন, তাঁরা বিভিন্ন দেশের সরকারি-বেসরকারি অর্থায়ন পেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যেসব পর্যবেক্ষক দল ২০০৮ সালের নির্বাচনে এসেছিল, তার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ, আইআরআই, এনডিআই, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্টের 'কার্টার সেন্টার' ও আনফ্রেল উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো পর্যবেক্ষক দল লম্বা সময়ের জন্য, কোনো কোনো দল আবার স্বল্প সময়ের জন্য এসেছিল।

এর পরের দুটি নির্বাচনে দেশের প্রতিষ্ঠিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো পর্যবেক্ষক দলের তেমন উপস্থিতি ছিল না। কারণ, এসব সংস্থার প্রাক্‌পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ইতিবাচক ছিল না। তবে স্থানীয় দূতাবাসের স্থানীয় কর্মকর্তারা এবং সার্ক থেকে বিশেষভাবে কমিশনের আমন্ত্রণে কিছু কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। আগামী নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদানে ইইউ এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কিছু সংগঠন ইতিমধ্যে প্রাক্‌নির্বাচন সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। তবে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। পরিবেশ পর্যবেক্ষণের পর দূতাবাসের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই তারা হয়তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

পরিশেষে নির্বাচন কমিশনের প্রতি অনুরোধ, ২০০৮ সালে স্থানীয় ও বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিবন্ধনের যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেটি আবার খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। নির্বাচনের প্রাক্কালে গজিয়ে ওঠা পর্যবেক্ষক দলগুলোকে নিবন্ধন প্রদানের আগে তাদের অর্থায়নের বিষয়টি স্বচ্ছ নীতিমালার আওতায় আনতে হবে।

২০১৮ সালে দুটি প্রতিষ্ঠিত সংগঠন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে প্রাথমিকভাবে সম্মত হলেও নির্বাচনের কাছাকাছি সময়ে তারা অপারগতা জানিয়েছিল। তবে সার্ক দেশগুলোর কয়েকজন পর্যবেক্ষক হিসেবে এসেছিলেন। একইভাবে বেশ কিছু স্থানীয় সংগঠনকে পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে এমন একটি সংগঠনও ছিল, যেটিতে কয়েকজন অনভিজ্ঞ বিদেশি ব্যক্তিকে যুক্ত করা হয়েছিল। তাঁদের ভূমিকাও ছিল বিতর্কিত।

মাত্র কিছুদিন আগে একই আদলে কথিত 'ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম' নামের একটি পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের উচ্চপর্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। নির্বাচন নিয়ে তাদের আগাম বক্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহল ও গণমাধ্যমে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়। সংগঠনের সদস্যদের অতীত পরিচয় এবং তাদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

আলোচিত সংগঠনের নামেও বিভ্রান্তি রয়েছে। নির্বাচন 'মনিটরিং' (কর্তৃত্বপ্রাপ্ত) আর 'অবজারভেশন' (পর্যবেক্ষণ) এক নয়। ইলেকশন অবজারভার বা নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কর্তব্য নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো মন্তব্য প্রকাশ না করা। এর মানে যে নির্বাচন পর্যবেক্ষকেরা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের অনিয়ম বা কারচুপি রোধ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়। শুধু নির্বাচন-উত্তর সময়ে নিজ নিজ সংগঠনের হয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন তারা করতে পারে। তাদের কাজ হলো, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে গণতান্ত্রিক আঙ্গিকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মান নিরূপণে সহায়তা করা। তাদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোনো দেশের নির্বাচন গ্রহণযোগ্য কিংবা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্ন ওঠে।

স্থানীয় পর্যবেক্ষকদেরও কার্যপদ্ধতি প্রায় একই রকমের। কাজেই পর্যবেক্ষকেরা কোনোভাবেই নির্বাচনে কারচুপি অথবা ব্যত্যয় প্রতিরোধ বা তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ দায়ের করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়। নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষণ নীতিমালায় এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা রয়েছে। এ পর্যবেক্ষণ শুধু ভবিষ্যতের করণীয় ও নির্বাচনের মান নিয়ে কমিশনের বিচার-বিবেচনার জন্য। নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক নিবন্ধনের নীতিমালায় এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। বস্তুতপক্ষে পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্থানীয় অথবা বিদেশি পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করা বা না করার কোনো আইনি ভিত্তি নেই। তবে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল ও তাদের প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশাল গুরুত্ব বহন করে। পর্যবেক্ষক দলের বা সংগঠনের অর্থায়ন একটি বড় বিষয়। বিশেষ করে দেশি পর্যবেক্ষক সংগঠনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যদিও পর্যবেক্ষক নিবন্ধন নীতিমালায় এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে আমি মনে করি, এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের পর্যাপ্ত লোকবল জোগাড় করতে হয়। পর্যবেক্ষণের সময়কালে এসব জনবলকে প্রতিদিনের ভাতাসহ যাতায়াত ও প্রয়োজনে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। কাজেই অর্থায়নের উৎস এবং বাজেটের আকার ও সক্ষমতার বিষয়টি অবশ্যই পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের অর্থায়ন মূলত দুই উৎস থেকে প্রাপ্ত হয়। একসময় ইডব্লিউজির সঙ্গে নথিভুক্ত সংগঠনগুলো এশিয়া ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইউএসএআইডি থেকে অর্থ বরাদ্দ পেত। বর্তমানে ইডব্লিউজি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহী মনে হয় না অথবা কার্যক্রম নেই। অপর অর্থায়নের উৎস দেশে মার্কিন দুটি সংস্থার মাধ্যমে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এ উৎস থেকে অর্থায়নের নিশ্চয়তা আছে কি না, তা পরিষ্কার নয়। অনেক সময় স্থানীয় সংগঠনগুলো বিদেশ থেকে সরাসরি অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরোর সনদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মোটামুটি উল্লিখিত উৎস ছাড়া দেশীয় সংস্থায় অর্থায়ন নিয়ে রহস্য থেকেই যায়।

আমি মনে করি, প্রার্থী এবং দলের প্রাকবাজেটের বিবরণ ও নির্বাচনের পরে হিসাব দাখিল করা যেমন অবশ্যকরণীয়, তেমনি দেশীয় পর্যবেক্ষকদের তহবিলের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণার জন্য নিবন্ধন নীতিতে এসংক্রান্ত বিধান রাখা আবশ্যক। অর্থায়নের বিষয়ের সঙ্গে সম্ভাব্য জনবল উল্লেখ করাটাও জরুরি। অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষণের আলোকে আমার কাছে মনে হয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচনের আগে পর্যবেক্ষণের নামে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের একত্র করে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কথিত পর্যবেক্ষক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

শেষ করার আগে 'অবজারভেশন' আর 'মনিটরিং'-এর পার্থক্যটি উল্লেখ করতে চাই। পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষক সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচন 'মনিটর' (বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত) মানে যাদের নির্বাচন চলাকালীন কমিশন কর্তৃক অথবা কমিশনের তত্ত্বাবধানে আইন দ্বারা, নির্বাচনের কোনো পর্যায়ে আইনের ব্যত্যয় ঘটলে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া বা সুপারিশের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং ব্যত্যয়ের লিখিত বিবরণ কমিশনে উপস্থাপন করতে পারে।

বিশ্বের অনেক দেশে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমেই নির্বাচন মনিটরিং সেল নিয়োজিত হয়। কাজেই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে 'মনিটরিং' শব্দ ব্যবহার যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

পরিশেষে নির্বাচন কমিশনের প্রতি অনুরোধ, ২০০৮ সালে স্থানীয় ও বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিবন্ধনের যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেটি আবার খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। নির্বাচনের প্রাক্কালে গজিয়ে ওঠা পর্যবেক্ষক দলগুলোকে নিবন্ধন প্রদানের আগে তাদের অর্থায়নের বিষয়টি স্বচ্ছ নীতিমালার আওতায় আনতে হবে।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন: নির্বাচন বিশ্লেষক, সাবেক সামরিক কর্মকর্তা এবং এসআইপিজির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এনএসইউ)

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখনই বেশি জরুরি

রিন্টু আনোয়ার

নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের আন্দোলন খুব জোরালো করতে পারছে না বিরোধী দল। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার বলতে তারা বোঝে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তারা বলছে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব। এ যুক্তিতে এক দফা দাবিতে বিএনপি বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। জনমত তৈরির চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন তত্ত্বাবধায়ক আবার ফেরাবে সরকার? আবার ফিরিয়ে আনার জন্য কি বিধানটি বাতিল করেছিল তারা?

ঠাণ্ডা মাথার বুদ্ধিতে আদালতের মাধ্যমে কাফন পরিয়ে অসম্পূর্ণ দাফনে রাখা একটি পদ্ধতি আবার পুনরুজ্জীবন দেয়া সম্ভব নয় তা বুঝেই আইনমন্ত্রী জোর গলায় বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের সুযোগ নেই। সুপ্রিম কোর্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছেন। সে অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। ওই রায়ের মধ্যেও ছিল কিছু প্রশ্ন বা প্যাঁচ। আদালতের সংক্ষিপ্ত আদেশে বলা হয়েছিল, সংসদ চাইলে দু'টি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে। এর মধ্যেও গোলমাল। যা অবৈধ-অসাংবিধানিক তা কেন সংসদ চাইলে আরো দুইবার করা যাবে? আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সংসদের কোন দায় আছে সেটি চাওয়ার?

তত্ত্বাবধায়ক বাতিলের বুদ্ধি ব্যবস্থা বা অজুহাত বিএনপিই সরকারকে করে দিয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, বিএনপি সরকার যদি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বয়স না বাড়াত তাহলে কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বিতর্কের মুখে পড়ত? আজকের ক্ষমতাসীনরাও তেমন কিছুর অপেক্ষা করছিল। বিতর্কের অজুহাত তোলা হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিলের জন্য। বিতর্কিত অর্থ এই নয় যে, মাথাব্যথা থাকলে মাথা কেটে ফেলতে হবে। যেসব বিষয় নিয়ে সমস্যা ছিল সেগুলোর সংশোধন করা যেত। সরকার সেই পথে যায়নি। অজুহাতকেই ষোলআনা কাজে লাগিয়েছে।

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সংবিধান বা আইনের তত্ত্বকথা বোঝেন না বা এত বোঝার কাজে যান না। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের বেলায়ও একই বাস্তবতা। দলের শীর্ষপর্যায়ের কথা বাজারজাত করা তাদের কাজ। সুযোগটি কাজে লাগান চতুর রাজনীতিকরা। যেকোনো দেশের সংবিধান সে দেশ এবং জনগণের স্বার্থে প্রণীত এবং এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ওই দেশ ও জনগণের স্বার্থে হওয়া উচিত- এ সত্যটি মেনে নিলে কিন্তু আর সমস্যা থাকে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান প্রশ্নে আপিল বিভাগের ২০১১ সালের ১০ মে প্রদত্ত আদেশ এবং ২০১১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নবম জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস ও ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ প্রকাশিত আপিল বিভাগের বিস্তারিত রায় আমলে নেয়ার মতো এত সময় কার? দরকারই বা কী?

সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রশ্নে স্বাধীনতার পর যদি বাংলাদেশে ভালো একটি কাজও হয়ে থাকে সেটি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা। কিন্তু, আইনটিকে 'ইমিউনিটি' দেয়া হয়নি। আরো অন্যান্য আইনের মতো যেনতেন আইন রাখা হয়েছে। কেউ বা কোনো সরকার চাইলেও এ আইন পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারবে না- এমন ইমিউনিটি দেয়া হলে তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে এত নোংরামি কেউ করতে পারত না।

প্রায় তিন দশক আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নির্বাচন পদ্ধতি। কার অধীনে নির্বাচন হবে- ক্ষমতাসীন সরকার, নাকি নির্দলীয় একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার? সেই বিতর্কের অবসান হয়েছিল ১৯৯৬ সালে, যখন ক্ষমতাসীন বিএনপি প্রবল বিক্ষোভের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সংবিধান থেকে এ নির্বাচন পদ্ধতি বাতিল করে দেয়। এখন এ বিতর্ক নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

নব্বইয়ের দশকে আওয়ামী লীগ ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিদার। কিন্তু ২০২৩ সালে বিএনপি বলছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবে না। কিন্তু ১৯৯৬-এর পরবর্তী ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০১-০৬ সালে বিএনপি সরকারের একটি সিদ্ধান্ত এমন একটি প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়, যেটি সম্ভবত গোটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে বিতর্কের মুখে ফেলে দিয়েছে।

নব্বই সালে সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের পতনের পর চারটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এসব নির্বাচনের মাধ্যমে একবার বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে ক্ষমতায় পালাবদল হয়। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কোনো একটি দল পরপর দুইবার ক্ষমতায় আসতে পারেনি। পরাজিত দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও এসব নির্বাচনের ফল দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

১৯৯১ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেও সে ধরনের সরকারব্যবস্থা সংবিধানের অংশ ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে সে নির্বাচন হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৪ সাল থেকে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দল নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবি তুলে ধরে একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিএনপি সরকার সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করে, যেটি সব বিরোধী দল শুধু বর্জন নয়, তীব্র বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রতিহতের চেষ্টা করে। বিতর্কিত ওই নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগসহ তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর প্রবল আন্দোলনে ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ তৎকালীন বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়।

এর পর ১৯৯৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। দেশে-বিদেশে সে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। নির্বাচনে পরাজিত দল বিএনপি নির্বাচনে 'পুকুর চুরি'র অভিযোগ আনলেও তাদের সেই দাবি গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের কাছে। সে নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী জোট ব্যাপকভাবে জয়লাভ করে। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে পক্ষপাতিত্ব ও কারচুপির অভিযোগ আনে আওয়ামী লীগ। কিন্তু সেটি হালে পানি পায়নি, ২০০১ সালের সে নির্বাচনও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।

নানা দিক ভেবেচিন্তে ক্ষমতাসীনরা খুব বুদ্ধি করে বিষয়টি আদালতের ঘাড়ে নিয়ে কাফন পরিয়েছে। বিচারপতি খায়রুল হক চূড়ান্ত রায় থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন। অবসরের পরপর জাতীয় আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হওয়াসহ এর নানা পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। রায়ে কিঞ্চিত গোলমালও রেখে গিয়েছিলেন তিনি। আওয়ামী লীগ পরবর্তী নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার সুযোগ থাকার পরও, সে পথে না গিয়ে আদালতের দোহাই দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করেছে। বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় বিএনপির খোঁচা দেয়া জায়গায় ফোঁড়া বানিয়ে আওয়ামী লীগ বেনিফিট নিয়েছে।

আপিল বিভাগের সংক্ষিপ্ত আদেশ অমান্য করে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি হলো অসাংবিধানিক সংবিধান সংশোধন। এটি অসাংবিধানিক সংবিধান সংশোধনী হওয়ার আরো কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর সুবাদে গণভোট অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক হলেও পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের সময় তা করা হয়নি। কারো কারো মতে, সংসদ ইচ্ছা করলে এরই মধ্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতি বা আপিল বিভাগের বিচারকদের বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে পারে। সরকার বা সরকারি দল কোন দুঃখে আত্মহননের কাজটি করবে? তার চেয়েও বড় কথা মূল রায় আর সংক্ষিপ্ত রায়ে একটি কেওয়াস বাধিয়ে দেয়া হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার অসাংবিধানিক হলে পরবর্তী দু'টি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে তা বৈধ হয় কিভাবে? এ স্ববিরোধিতাও কারো কারো কাছে শুধু প্রশ্ন নয়, হাস্যরসও। চিকন বুদ্ধিতে তারা বলতে চান, রায়ে বলা হয়েছে 'সংসদ চাইলে'। সংসদ তো চায়নি। অতএব তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল একদম শুদ্ধ। মানুষ এ মশকরার শিকার হতে বাধ্য।

সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকদের প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত আদেশটি নিয়ে সরকার-বিশিষ্টজন ও গবেষকদের অবস্থান তখন থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সরকার ও বিশিষ্টজনদের মতে, আপিল বিভাগের সংক্ষিপ্ত আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল-সম্পর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী একতরফাভাবে পাস করা হয়। বিপরীতে, গবেষকদের মতে, আদালতের সংক্ষিপ্ত আদেশ অমান্য করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়। বিপরীতমুখী এ অবস্থানের পেছনে যুক্তি হলো, সংসদের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের বিষয়টি আদালতের পর্যবেক্ষণ, আদেশ নয়। উপরিউক্ত আদেশ থেকে সুস্পষ্ট যে, আদালত দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সংসদের সম্মতির শর্ত দেননি; বরং আদালত সংক্ষিপ্ত আদেশে ক্রান্তিকালীন ব্যবস্থা এবং জনগণ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে পরবর্তী দুই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের সম্মতি দিয়েছেন। অর্থাৎ আপিল বিভাগের সংক্ষিপ্ত আদেশ অমান্য করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়। ক্ষমতাসীন দল এবং তার সমর্থকদের এখন আর এসব যুক্তির ধারেকাছে যাওয়ারও সময় নেই। এক সংসদকে দিয়ে ভবিষ্যৎ সংসদের হাত-পা বেঁধে দেয়ার কাজটিও তারা সেরে নিয়েছেন।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

ক্রোধ দমনকারী বীর বাহাদুর

ওবায়দুল্লাহ আস সাহাল

'লা তাগদ্বব!' 'রাগ করবে না'। এই ছোট্ট বাক্যেই রাসূল (সাঃ) এক সাহাবিকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তিনি আরো কিছু উপদেশ দেয়ার অনুরোধ করলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) প্রতিবারই বললেন, 'রাগ করবে না'। ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে বুখারির ৬১১৬ নম্বর হাদিসে।

রাগ মানুষের স্বভাবেরই একটি অনুষঙ্গ। তবে রাগমাত্রই প্রকাশযোগ্য নয়। পার্থিব স্বার্থে অযথা ও অতিরিক্ত রাগের কারণে মানুষের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ; ঘটে বিবিধ দুর্ঘটনা। অযথা ক্রোধ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে; ঘটায় হানাহানি-মারামারির মতো অনভিপ্রেত ঘটনা। রাগ কখনোই ভালো কিছু বয়ে আনে না। রাগী ও রুক্ষ মেজাজের মানুষ কি কারো প্রিয় হতে পারে? পৃথিবীর জীবনে সে মানুষ থাকে ভালোবাসাহীন। পরকালীন জীবনেও তার জন্য অপেক্ষা করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। রাসূল সা: বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামি লোকদের পরিচয় বলব না? যারা ঝগড়াটে ও দুষ্ট প্রকৃতির, রুক্ষ মেজাজি ও অহঙ্কারী; তারাই জাহান্নামি' (বুখারি-৪৯১৮)।

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'অহঙ্কার পতনের মূল'। এই অহঙ্কার থেকেই মাত্রাতিরিক্ত রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অতিরিক্ত ক্রোধ ও অহংবোধ শয়তানের প্ররোচনাপ্রসূত বিষয়। একজন মুমিন ব্যক্তির উচিত নিজের ক্রোধ সংবরণে সর্বদা সচেষ্ট থাকা। কেননা হাদিসে এসেছে, 'রাগ ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়, যেমন সাবির (গাছের তিক্ত আঠা) মধুকে বিনষ্ট করে দেয়' (মিশকাত-৫১১৮)। তবুও মানবীয় কারণে কখনো কখনো রাগ উঠে পড়তে পারে। এমতাবস্থায় রাগ দমনের কার্যকরী উপায়ের কথাও আল্লাহর নবী সা: বলে দিয়েছেন। একবার দুই ব্যক্তি নবীজী সা:-এর কাছে বসে পরস্পর গালাগাল করছিল। তাদের একজনের চোখ লাল হয়ে উঠল ও গলার শিরা ফুলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'আমি একটি বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে তবে তার এ অবস্থা কেটে যাবে। সে বাক্যটি হলো- আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম (আমি আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)' (মুসলিম-৬৮১২)। অপর এক হাদিসে রাসূল সা: বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো রাগ বা ক্রোধ হয়, সে যেন বসে পড়ে, তবুও রাগ প্রশমিত না হলে সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে' (মুসনাদে আহমাদ-২১৩৪৮)। হাদিসে আরো বর্ণিত হয়েছে, 'রাগ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে আর শয়তানকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুন পানি দিয় নেভানো হয়। সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কারো রাগ আসে, তবে সে যেন অজু করে নেয়' (আবু দাউদ-৪৭৮৪)।

রাগ দমনে পার্থিব উপকার তো আছেই, সেই সাথে পরকালীন পুরস্কারের ঘোষণাও দেয়া হয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে সংযত রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। যে ব্যক্তি নিজের রাগকে দমন করে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার শাস্তি থামিয়ে দেবেন' (মিশকাত-৫১২১)। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা: আরো বলেন, 'মহামহিম আল্লাহর দৃষ্টিতে কোনো বান্দা রাগের ঢোকের চেয়ে উত্তম ঢোক গেলে না, যা সে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য গিলে থাকে' (মুসনাদে আহমাদ-৬১১৪)।

বাংলায় একটি কথা প্রচলিত আছে, 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'। কেউ তো কখনোই হারতে চায় না। কিন্তু রাগ উঠে গেলে তা হয়ে ওঠে দুর্দমনীয়। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে রাগ বেরিয়ে আসতে চায় প্রবলবেগে। রাগের বাঁধভাঙা মুহূর্তে যে ব্যক্তি রাগকে দমন করে নিজেকে সংবরণ করতে পারে, হাদিসে পাকে তাকে প্রকৃত বাহাদুর ও বীর পুরুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূল সা: বলেন, 'ওই ব্যক্তি শক্তিশালী বীর নয়, যে মানুষকে আছাড় দেয় (অর্থাৎ পরাস্ত করে); বরং সে ব্যক্তিই প্রকৃত শক্তিশালী বীর, যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে সক্ষম' (বুখারি-৬১১৪)।

নবিজির দাম্পত্য জীবন

সাদ আমির

সব জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। সব শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে তিনি শ্রেষ্ঠতম স্বামীও ছিলেন।

তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর আচরণের অধিকারী পৃথিবীতে আসেননি, আর কেউ আসবেনও না। সুখময় ও শান্তিপূর্ণ এবং কলহমুক্ত দাম্পত্য জীবন পেতে রাসূল (সাঃ)-এর অনবদ্য দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিক হাদিসের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার বিকল্প নেই। স্ত্রীদের সঙ্গে রাসূল (সাঃ)-এর আচরণ-উচ্চারণ একটি আদর্শ দাম্পত্য জীবনের সর্বোত্তম উপমা। তাঁর মোবারক জীবনীতে স্ত্রীদের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ ও প্রেমময় সব চিত্র দেদীপ্যমান। রাসূল-পরবর্তী সময়ে তাঁর সম্মানিত স্ত্রীরা আবেগ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তা বর্ণনা করেছেন। হাদিসের গ্রন্থগুলোতে এসবের বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

এক হাদিসে আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সাঃ) কখনো কখনো ভালোবেসে আমাকে হুমায়রা বা লাল গোলাপ বলে ডাকতেন। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৪৭৪)।

মহানবি (সাঃ) তাঁর আচার-আচরণে স্ত্রীদের প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। তাদের সঙ্গে নানা ধরনের খুনসুটি করতেন। এতে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও রাসূল (সা.) একই পাত্র থেকে গোসল করতাম যা আমাদের মধ্যে থাকত। তিনি আমার চেয়ে অগ্রগামী হলে (দ্রুত গোসল করে পানি নিলে) আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন! আমার জন্য রাখুন! (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩২১)।

অনেকেই সরাসরি কিংবা মুখে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন। তবে আচরণ ও কাজে প্রকাশ করে থাকেন। অথচ উচ্চারণ ও কথার মাধ্যমে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করা মহানবি (সাঃ)-এর সুন্নত।

আল্লাহর রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন রোমাঞ্চকর কথা বলতেন। মিষ্টি কথায় তাদের মুগ্ধ করতেন। হাদিসে এসেছে, রাসূল (সাঃ) প্রিয়তমা খাদিজা (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, আমার মনে তার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে। (মুসলিম, হাদিস : ২৪৩৫)। আয়েশা (রা.)-এর প্রশংসা করে রাসূল (সা.) বলেছেন, খাবারের মধ্যে সারিদ যেমন সবার সেরা; নারীদের মধ্যে আয়েশা সবার সেরা। (বুখারি, হাদিস : ৩৪১১)।

স্বামীর যে কোনো কাজেই স্ত্রীর মতামত নেওয়া উচিত। ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি ব্যক্তিগত কাজেও সঙ্গিনীর মতামত নেওয়া একটি সুন্দর ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন বিষয়ে স্ত্রীদের মতামত গ্রহণ করতেন এবং তার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন। ঘরের কাজকর্মে স্ত্রীদের সহযোগিতা করার প্রতি পুরুষদের অনাগ্রহ লক্ষ করা যায়। অনেকে আবার এটাকে মানহানিকর মনে করে থাকে। ছোট ছোট বিষয়েও তারা স্ত্রীনির্ভর হয়ে থাকে। অথচ রাসূল (সাঃ) ঘরের কাজকর্মে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন।

লেখক : শিক্ষার্থী : জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা।

বিশ্বনবী (সাঃ)-এর বিজয়ী ভাষণ

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

বিজয় মহান আল্লাহর দান। পবিত্র কোরআনে বিজয় শিরোনামে নাসর ও ফাতহ নামে দুটি সুরাও রয়েছে। আল্লাহ না চাইলে কোনো ক্ষেত্রেই বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। বিজয় উদযাপন করা উচিত আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতিতে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বিজয় উদযাপনে দুটি করণীয় বাতলে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'যখন আল্লাহর সাহায্যে বিজয় আসবে, তখন মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করো। আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল।' (নাসর, আয়াত : ১-৩)

এ সুরায় বিজয় উদযাপনের দুই দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ১. আল্লাহর প্রশংসাগাথায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা। ২. যুদ্ধকালীন অজান্তে যেসব ভুলত্রুটি হয়েছে, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আমাদের নবীজি (সা.)-ও তাঁর উম্মতদের আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা ও শুকরিয়ার মাধ্যমে বিজয় উদযাপন করে দেখিয়েছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ি মাথায় নিজ মাতৃভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন। প্রবেশকালে তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহিত অবস্থায় তিনি সুরা ফাতহ পাঠ করছিলেন। (নাসায়ি, হাদিস : ৫৩৪৪, আবু দাউদ, হাদিস : ১৪৬৭)

মক্কা বিজয়ের পর তিন মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনে গোসল করে শুকরিয়ার নামাজ আদায় করেছিলেন। (নাসায়ি, হাদিস : ২২৫)। এ ছাড়া পবিত্র কাবাঘরের চত্তরে গিয়ে তিনি হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করেন। কাবাঘর তাওয়াফ করেন। কাবাপ্রাঙ্গণ থেকে শিরকের উপকরণগুলো অপসারণ করেন এবং কাবাঘরের ভেতরেও নামাজ আদায় করেন। (আর রাহিকুল মাখতুম)

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) একটি বিজয়ী ভাষণ দিয়েছিলেন, বিজয়ের দ্বিতীয় দিবসে ভাষণ দেওয়ার জন্য আল্লাহর নবী (সা.) জনতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। ভাষণের প্রারম্ভে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি বর্ণনার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ওহে লোক সকল, আল্লাহ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সে দিন মক্কাকে হারাম (নিষিদ্ধ শহর) করে দিয়েছেন। এ কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম বা পবিত্র থাকবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হবে তার এটা বৈধ হবে না যে সে এখানে রক্তপাত ঘটাবে অথবা এখানকার কোনো বৃক্ষ কর্তন করবে। কেউ যদি এ কারণে জায়েজ মনে করে যে রাসুলুল্লাহ (সা.) এখানে যুদ্ধ করেছেন, তবে তাকে বলে দাও যে আল্লাহ স্বয়ং তাঁর রাসুল (সা.)-কে অনুমতি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তোমাদের অনুমতি দেননি এবং আমার জন্যও শুধু দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা বৈধ করেছিলেন। অতঃপর আজ তার পবিত্রতা অনুরূপ ফিরে এসেছে গতকাল তার পবিত্রতা অতঃপর যারা উপস্থিত আছে তারা অনুপস্থিতদের কাছে এ বাণী পৌঁছে দেবে।

অন্য এক বর্ণনায় এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে এখানে কোনো কাঁটা কাটা বৈধ নয়, শিকার তাড়ান ঠিক নয় এবং পড়ে থাকা কোনো জিনিস উঠানোও ঠিক নয়। তবে সে ব্যক্তি নিতে পারবে যে সে সম্পর্কে প্রচার করবে। তা ছাড়া কোনো প্রকার ঘাসও উপড়ানো যাবে না। আব্বাস (রা.) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল (সা.), কিন্তু ইযখির ঘাসের অনুমতি দিন (আরবের প্রসিদ্ধ ঘাস যা উর্মির ন্যায় হয় এবং চা ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কারণ এটা কর্মকার এবং বাড়ির নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস) নবী (সা.) বলেন, 'বেশ, ইযখিরের অনুমতি রইল।' (বুখারি, হাদিস : ৩১৮৯, আর রাহিখুল মাখতুম)

এ ছাড়া মক্কা বিজয়ের পর নবীজি (সা.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩০২১)।

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	এশা শুরু
০১ সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	৪:৪৯	৬:২১	১:০৩	৫:২৯	৭:৩৫	৮:৪৮
০২ সেপ্টেম্বর	শনিবার	৪:৫০	৬:২২	১:০৩	৫:২৭	৭:৩৩	৮:৪৬
০৩ সেপ্টেম্বর	রবিবার	৪:৫২	৬:২৪	১:০৩	৫:২৫	৭:৩০	৮:৪৩
০৪ সেপ্টেম্বর	সোমবার	৪:৫৪	৬:২৬	১:০২	৫:২৩	৭:২৮	৮:৪২
০৫ সেপ্টেম্বর	মঙ্গলবার	৪:৫৫	৬:২৭	১:০২	৫:২১	৭:২৬	৮:৪০
০৬ সেপ্টেম্বর	বুধবার	৪:৫৭	৬:২৯	১:০২	৫:১৯	৭:২৪	৮:৩৮
০৭ সেপ্টেম্বর	বৃহস্পতিবার	৪:৫৮	৬:৩০	১:০১	৫:১৮	৭:২১	৮:৩৫

মধ্যবিত্তের দিন কি শেষ?

ফারুক ওয়াসিফ

বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে সুনামধারী চরিত্রটি বেশ কিছুদিন হলো নিখোঁজ। জাতীয় নাটকে তিনি কখনও বিবেক, কখনও সংগ্রামী নেতা, আবার কখনও কান্নাজাগানিয়া চরিত্র ধারণ করতেন। কিন্তু এখন তিনি যেন দর্শক। এই 'তিনি' হলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। বলা হয়, আমাদের মতো দেশে গণতন্ত্র আর মধ্যবিত্ত ছিল দু'জনে দু'জনার। এমনকি শিক্ষা, প্রগতি, সংস্কৃতি ও রুচির বড়াই এই শ্রেণির মানুষদেরই মানাত। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও মনে করতেন, মধ্যবিত্তরাই ধনীদের কাছে গরিবদের হয়ে দেনদরবার করবে; তারাই হবে গণতন্ত্রের বাহন।

কিন্তু আমাদের নিকটকালের ইতিহাস দেখাচ্ছে ভিন্ন ইশারা। সাবেক সোভিয়েত ব্লক থেকে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশ অবধি ঘটনা হলো এই, মধ্যবিত্ত শ্রেণি কর্তৃত্ববাদেই বেশি আরাম পাচ্ছে। রাশিয়া থেকে বেলারুশ, পোল্যান্ড থেকে হাঙ্গেরি এবং ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের বড় অংশটাই বিভিন্ন রঙের কর্তৃত্ববাদী শাসনের সমর্থক হয়ে বসে আছে। ভোটের মাধ্যমে অথবা বিনাভোটে তারা যতটা না গণতন্ত্রের সমর্থক; তার চেয়ে বেশি মজে আছে উন্নয়ন নামক অর্থকরী মধুতে। অথচ জন্মকালে এই শ্রেণিটাই বিপ্লব করেছে (রাশিয়ায়); স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে (দক্ষিণ এশিয়ায়)। আমাদের ষাটের দশকের সংগ্রামী গৌরবের গল্পের সোনালি চরিত্র তো মধ্যবিত্ত থেকে আসা রাজনীতিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিকরাই।

এক লোক খুব করে দেশের ভালো চাইছিলেন। দিনরাত কেবল একই চিন্তা–কী করে দেশের ভালো হবে। তো, এক দরবেশ এক রাতে তাঁর স্বপ্নে দেখা দিলেন। বললেন, 'তোমার আবেগ দেখে আমি খুশি। বলো, কী চাও?' লোকটা আর কী বলবে! বললে, 'হে দয়াল দরবেশ, আমি চাই আমার দেশে এমন রাজনীতি চলুক, যা গণতান্ত্রিকও হবে আবার উন্নয়নও করবে।' কথা শুনে দরবেশের কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। একটু ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, 'সব কি আর আমি পারি রে! যা বর দিলাম, তোদের দেশে এমনটাই হবে কিন্তু ওই দুটি জিনিস একসঙ্গে কখনও পাবি না।' গণতন্ত্র থাকলে উন্নয়ন পাবি না, উন্নয়ন চাইলে গণতন্ত্র হারাতে হবে।

মধ্যবিত্ত উন্নয়নকেই বেছে নিল। তার উত্থানের গল্পটা বদলে গেল লাগাতার অবক্ষয়ের করুণ কঠিন ট্র্যাজেডিতে।

এর স্পষ্ট কারণ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ব্রিন রোজেনফিলড এ বিষয়ে একটা বই লিখেছেন। বইটার নাম 'দি অটোক্রেটিক মিডল ক্লাস; হাউ স্টেট ডিপেন্ডেন্সি রিডিউসেস দ্য ডিমান্ড ফর ডেমোক্রেসি'। অর্থাৎ স্বৈরপন্থি মধ্যবিত্তের রাষ্ট্রনির্ভরতা কীভাবে তাদের কাছে গণতন্ত্রের চাহিদা কমিয়ে দেয়। আমাদের মতো দেশে সরকারই সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী, কর্মসংস্থানকারী, সুবিধা দানকারী কর্তৃপক্ষ। অল্প বয়স থেকেই বিসিএস পাওয়ার জন্য শুরু হয় সংগ্রাম। সরকারি চাকরি এখন যোগ্যতার চাইতে সুযোগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আর কোনো দিকে তাকানোর উপায় নেই; যদি সরকার বেজার হয়! ওদিকে বেসরকারি খাত অস্থিতিশীল; স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। সুতরাং সরকারি চাকরি হয়ে দাঁড়ায় তরুণদের স্বপ্নের চাঁদ। সেটা হাতে পেলেই কেল্লা ফতে। সব মুশকিল আসান। তার ওপর যখন সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত সুবিধা, দায়মুক্তি এবং রাজকীয় সম্মান দেওয়া হয়, তখন তাদের সঙ্গে জনগণের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জনগণের চাওয়া আর তাদের পাওয়ার মধ্যে ঘটে যায় বিস্তর ফারাক।

শুধু কি চাকরি? ব্যাংক ঋণ, ঠিকাদারি, এনজিও তহবিল–সব সরকারের হাতে। সরকারের উন্নয়নযজ্ঞে খরচ হওয়া বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ছিটেফোঁটা বিভিন্ন রকমের সেবা খাতে কাজ করা, গণমাধ্যমে কাজ করা মধ্যবিত্তের হাতে কিংবা পাতে এসে পড়ে। সুতরাং নুন খাই যার, গুণ গাই তার।

এভাবে রাষ্ট্রনির্ভর হতে হতে, সরকারমুখী থাকতে থাকতে মধ্যবিত্ত একদিন দেখতে পায়, তার কোনো জায়গা নেই। যদি গণতন্ত্র না থাকে, তাহলে জনমতেরও দাম থাকে না। ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বুদ্ধিজীবীরাই জনমত গঠন করতেন। তারাই ক্ষমতাকামী দলের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র, ক্ষমতার সঙ্গে জনতার রাজনৈতিক ঘটকালি করিয়ে দিতেন। তারাই ভোট এনে দিতেন। কিন্তু যদি ভোটের বালাই আর না থাকে, তাহলে জনমত এবং বুদ্ধিজীবিতার আর দাম থাকে না। ক্ষমতা ধরে রাখা যদি বল প্রয়োগের ব্যাপার হয়, তাহলে আর জনসমর্থনে কাজ কী! তাই দেখা যায়, আগে নেতানেত্রীরা বুদ্ধিজীবীদের কথা শুনতেন; এখন বুদ্ধিজীবীরাই প্রতাপশালী নেতানেত্রীর বয়ানের দিকে তাকিয়ে কলম ধরেন, কি-বোর্ডে ঝড় তোলেন। ক্ষমতামুখী কম্পাস এখন বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশের হাতে।

এর মধ্যে ঘটনা আরও অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ এক ধরনের অর্থনীতি কায়েম হয়েছে। একে বলা হচ্ছে অপরাধমূলক রাজনৈতিক অর্থনীতি। রাজনীতির অপরাধীকরণ হলে অর্থনীতিরও অপরাধীকরণ ঠেকিয়ে রাখা যায় না। যুক্তরাজ্যের ইউসিএল প্রেস থেকে 'দ্য ওয়ার্ল্ড ইস্ট: ক্রিমিনাল পলিটিক্যাল ইকোনমিজ ইন সাউথ এশিয়া' বইয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর এই গল্পটা বলা হয়েছে। বাংলায় বললে বইটার নাম দাঁড়ায়, 'বুনো পূর্ব: দক্ষিণ এশিয়ার অপরাধমূলক রাজনৈতিক অর্থনীতিগুলো'। সহজ ভাষায় রাজনৈতিক ঠগিতন্ত্রের অর্থনীতি। আমেরিকার বুনো পশ্চিমের মতো এটা হলো এশিয়ার বুনো পূর্ব। আমেরিকায় চলত সোনার দখল বা খনির দখল নিয়ে বন্দুকবাজি। আমাদের এখানে চলে টাকা বানানোর ঠগবাজি, ব্যাংক দখল ও লুণ্ঠনের ভেলকিবাজি; বিশাল বিশাল ভূমির মালিক হওয়ার কারসাজি।

এই ঠগিতন্ত্র কেবল বাংলাদেশের ব্যাপার না। দক্ষিণ এশিয়ার বেশ ক'টি দেশ এই পর্যায়ে ঢুকে পড়েছে। ভঙ্গুর গণতন্ত্র ও দুর্বৃত্ত অর্থনীতিতে উত্থান ঘটেছে 'লিজেন্ড', 'গডফাদার', 'বড় ভাই', 'বস', 'দাবাং' চরিত্রের। বসবাসের অযোগ্য, চরম বৈষম্যপূর্ণ, নোংরা ও অপরাধে ভরা নগরগুলোতে এরা গড়ে তোলে নিজস্ব স্বর্গ, নিজস্ব বাহিনী আর রাজত্ব। জমায় মজা ও মানিকে (অর্থ) একাকার করে ফেলার ওস্তাদি। গত এক দশকে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর বাংলাদেশে ঘটেছে, তার অপরাধজগতের আলো-আঁধারিতে এদের বিচরণ।

এসব চালাতে হলে থাকতে হয় আইনের উর্ধ্বে। আইনের লোকজনের সঙ্গে খাতির ছাড়া সেটা অসম্ভব। এরা রাষ্ট্রযন্ত্র ও দলীয় যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কলকবজা। রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাজের অপরাধীকরণের এজেন্ট এরা।

এদের হাতেই ঘটেছে সাবেকি মধ্যবিত্তের পরাজয়। মধ্যবিত্তরা সমাজের নেতা নন, চিন্তার দিশারি নন, গণতন্ত্রের পাহারাদার নন। এই পরাস্ত ও দুর্বল মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তখন টিকে থাকার জন্য আরও বেশি করে কর্তৃত্ববাদের সমর্থক হতে হয়।

তখন একদিন মধ্যবিত্তের সেই স্বপ্নবাজ দেশপ্রেমিক মানুষটি ঘুম ভেঙে দেখেন, দেশটায় খুব উন্নয়ন হচ্ছে, বড় বড় অবকাঠামো হচ্ছে, পাতাল থেকে আকাশ অবধি পৌঁছে যাচ্ছে উন্নয়ন। কিন্তু গণতন্ত্র ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। তারপর দেখা গেল, উন্নয়ন খাওয়া যায় না। অথচ খাদ্যের ভীষণ দাম। ওষুধের ভীষণ দাম। চিকিৎসা করাতে গিয়ে ফতুর হতে হচ্ছে মধ্যবিত্তকে। খরচে কুলানো যাচ্ছে না। নিম্নবিত্তের হাহাকার তো কোনো সাউন্ড সিস্টেমে ধরাই পড়ল না। তাদের গল্পটা যারা বলবে, সেই মধ্যবিত্ত নিজেই এখন কাবু, ছত্রভঙ্গ, শক্তিহীন। কারণ গণতন্ত্র ও গণের বাক্‌স্বাধীনতা একদম নিভু নিভু।

মধ্যবিত্ত নিজের ইমেজ হারিয়ে ফেলেছে। নিজের ছবিটাই তার কাছে আর স্পষ্ট না। জনগণের সামনে যে সুবোধ ইমেজ এতদিন দাঁড় করানো ছিল; যে মহিমা তারা, মানে আমরা উপভোগ করতাম, তা তলানিতে নেমে গেছে। তারপরও আমাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। অর্থনীতির দুর্বিপাকে রং জ্বলে গেছে মধ্যবিত্তের সেলফ পোর্ট্রেটের। এবার বাস্তবতার দিকে তাকানোর সময় এসেছে।

মধ্যবিত্ত এভাবে গণতন্ত্র ছেড়ে উন্নয়ন ধরতে গিয়ে দেখল, সাবেকি মর্যাদার আসনটি তার আর নেই। কেউ তার কথা শোনে না। তখন তলার শ্রেণি থেকে হিরো আলমরা তাকে টিটকারি করে। অন্যদিকে ওপরতলা থেকে নাজিল হওয়া মহামারি আর আর্থিক দুর্দিন তাকে একাই মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কেউ তার পাশে নেই।

ষাট, সত্তর, নব্বইয়ে মধ্যবিত্ত বিজয়ী হয়েছিল গণতন্ত্রের পথে; অগণতন্ত্রের পথ তার হতে পারে না।

ফারুক ওয়াসিফ: লেখক এবং সমকালের পরিকল্পনা সম্পাদক

যে ওসিরা মার্কা বলে ভোট চান তাঁদের দিয়ে 'শুদ্ধ' নির্বাচন!

সোহরাব হাসান

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের বৈশিষ্ট্য হলো তিনি নিজেই প্রশ্ন করেন এবং উত্তর দেন। কী কী করলে সুষ্ঠু ও শুদ্ধ নির্বাচন হতে পারে, শুরু থেকে আমরা তার বয়ান শুনে এসেছি।

গত শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষকদের (বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে সিইসি বলেছেন, নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। বিশ্বাসযোগ্যতার কোনো মাপকাঠি নেই। তবে নির্বাচনের পর নির্বাচনের শুদ্ধতা (ভোট কেমন হলো) নিয়ে জনমনে যে ধারণার তৈরি হয়, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, সুন্দরভাবে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে পারলে সেটা হবে সার্থকতা। এর সঙ্গে আরও বিশেষণ যুক্ত হয়েছে–অংশগ্রহণমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যে যে বিষয়গুলো ঘুরেফিরে এসেছে, সেগুলো হলো বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন। সুষ্ঠু নির্বাচন। সুন্দর নির্বাচন। নিরপেক্ষ নির্বাচন। শুদ্ধ নির্বাচন। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এর মধ্যে তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন নির্বাচনের শুদ্ধতা সম্পর্কে জনমনে ধারণাকে।

সংসদ বাংলা অভিধানে শুদ্ধ শব্দের অর্থ হলো: ১. নির্দোষ ২. নির্মল ৩. পবিত্র ৪. শুচি ৫. শোধিত ৬. খাঁটি-নির্ভেজাল ৭. নির্ভুল।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১১টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে তিনটি (১৯৭৩,২০১৪ ও ২০১৮)। বিএনপি সরকারের অধীনে দুটি (১৯৭৯ ও ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি)। এরশাদ সরকারের আমলে দুটি ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে। এগুলোর কোনোটি দলীয় সরকারের অধীনে, কোনোটি সামরিক সরকারের অধীনে হয়েছে। ফলে এ নির্বাচনগুলো শুদ্ধতা হয়েছে এমন দাবি করা যাবে না। এর কোনোটি একতরফা, কোনোটি জবরদস্তিমূলক হয়েছে।

সংবিধানের ১২০ অনুচ্ছেদে আছে, নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে যেই রূপ কর্মচারী প্রয়োজন নির্বাচন কমিশন আরজি করলে রাষ্ট্রপতি সেই রূপ কমিশন প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ২০১৮ এর নির্বাচনে উলটোটাই ঘটেছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেই রূপ চেয়েছে, নির্বাচন কমিশন সেই রূপ কার্য সম্পাদন করেছেন। অন্তত ওই সব নির্বাচনের সময় যাঁরা বিরোধী দলে ছিলেন, তাঁরা এর শুদ্ধতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করেই চলেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন।

এর বাইরে চারটি নির্বাচন হয় নির্দলীয় ও অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে যথাক্রমে ১৯৯১,১৯৯৬ সালে (১২ জুন) ২০০১ ও ২০০৮ সালে। এই নির্বাচনগুলো সম্পর্কে সিইসির ভাষায় জনমনে ধারণাটা কী? শতভাগ শুদ্ধ না হলেও মোটামুটি সুষ্ঠু হয়েছে। দেশের মানুষ ও বিদেশের পর্যবেক্ষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। বিরোধী দলও প্রথম দিকে মানি না মানব না বললেও পরে মেনে নিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে, সেটি কেমন হবে? সিইসি বলেছেন, নির্বাচন হতে হবে সুষ্ঠু বিশ্বাসযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন মানে যেসব দল নির্বাচনী ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে, তাদের সবার অংশগ্রহণ।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতায় যাওয়ার একটিই উপায়–নির্বাচন। নির্বাচনের নিয়ামক শক্তি রাজনৈতিক দল বা নির্বাচন কমিশন নয়। যে তারা একটি ঘোষণা দিলেই নির্বাচনটি হয়ে যাবে। নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছে বা অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটে কি না, সেটাই দেখার বিষয়।

দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গত ৫২ বছরেও এমন কোনো পদ্ধতি বা ব্যবস্থা দাঁড় করাতে পারেনি, যাতে নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও শুদ্ধ হতে পারে। যাঁরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন বা আছেন, তাঁরা ফলাফল নিজের পক্ষে আনতে নানা রকম কারসাজি করেছেন।

এ কারণেই সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার দাবিটি সামনে আসে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেটা আদায় করেছিলেন। অতীতে যদি কোনো দল সেই ব্যবস্থাকে নষ্ট করে, তার প্রতিকার সেটিকে বাতিল করা নয়। পরিমার্জন বা শুদ্ধ করা। নির্বাচন নিয়ে বর্তমানে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা পুরোপুরি রাজনৈতিক। রাজনৈতিকভাবেই এর ফয়সালা করতে হবে।

দু-একটি বাদে পৃথিবীর সব দেশে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়। কোনো ঝামেলা হয় না। আমাদের দেশে কেন হলো, সেই প্রশ্নের উত্তরও নির্বাচন কমিশনকে খুঁজতে হবে। আমাদের মনে হয়, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী কাজে দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আগে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের জন্যও একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে; যাতে ওই নেতা-কর্মীরা অন্তত ভোটের আগে, ভোটের সময় এবং ভোটের পর ভোটারদের প্রতি জবরদস্তি না করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁর সহকর্মীরাও দেবেন। এই প্রশিক্ষকেরা যাদের প্রশিক্ষণ দেবেন, তাদের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা থাকবেন, থাকবেন ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রিসাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তারা। আরও থাকবেন মাঠ পর্যায়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যরাও।

তাদের মধ্যে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও। কিন্তু এই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, সেটি মুছে ফেলবেন কী করে? সাম্প্রতিককালে পুলিশের অন্তত তিনজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রকাশ্যে নৌকায় ভোট চেয়েছেন আগামী নির্বাচনে। যেসব কর্মকর্তা প্রকাশ্যে কোনো দলের পক্ষে প্রকাশ্যে ভোট চান, তাদের নিয়ে শুদ্ধ নির্বাচন করবেন কীভাবে নির্বাচন কমিশন?

যারা প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাদের না হয় কমিশন চিহ্নিত করতে পারল। কিন্তু যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেননি, তাদের কীভাবে ধরবেন। অথবা যারা ধরবেন, তারাও যদি একই মানসিকতা পোষণ করেন, তাহলে কী হবে।

নির্বাচন কমিশন কি সত্যি সত্যি একটি শুদ্ধ নির্বাচন করতে প্রস্তুত আছে। যদি থাকে তাহলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সংবিধানের ১২০ অনুচ্ছেদে আছে, নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে যেই রূপ কর্মচারী প্রয়োজন নির্বাচন কমিশন আরজি করলে রাষ্ট্রপতি সেই রূপ কমিশন প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ২০১৮ এর নির্বাচনে উলটোটাই ঘটেছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেই রূপ চেয়েছে, নির্বাচন কমিশন সেই রূপ কার্য সম্পাদন করেছেন। এই কর্মসংস্কৃতি বদলাতে না পারলে সিইসির শুদ্ধ নির্বাচনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

সোহরাব হাসান : প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি

প্রবাস আয় বাড়ানোর উপায়

ড. আতিউর রহমান

অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই মুহূর্তে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে অনিশ্চয়তা আছে। তবে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত এখনো অনেকটাই চাঙ্গা। ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি বাড়ন্তই রয়েছে। অপ্রচলিত বাজারেও আমাদের বস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধির হার আরো ভালো।

জুন মাসে যে অর্থবছর শেষ হয়েছে তাতে আগের অর্থবছরের চেয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি ১৫ শতাংশ বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসে আমরা বস্ত্র রপ্তানি করেছি ৩.৯৫ বিলিয়ন ডলার। এর আগের অর্থবছরের জুলাই মাসে এই অঙ্ক ছিল ৩.৩৭ বিলিয়ন ডলার। প্রবৃদ্ধি ১৭.২১ শতাংশ। একই সময় প্রচলিত বাজারে বস্ত্র রপ্তানি বেড়েছে ২৩.৭৫ শতাংশ। মূলত ডলার-টাকার আনুষ্ঠানিক বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারনির্ভর না হওয়ার কারণে রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশে এখনো প্রবেশ করেনি। বাংলাদেশ ব্যাংক বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে বলে মনে হয়।

তা সত্ত্বেও রপ্তানি খাতের অর্জন নিয়ে আশাবাদী হওয়াই যায়।

কিন্তু রপ্তানি আয়েরই আরেকটি অংশ প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধির হার একইভাবে ইতিবাচক নয়। এখানেও আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিনিময় হারের তারতম্য সাত-আট টাকা হওয়ার কারণেই নাকি আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে ছোটখাটো আমদানিকারকদের হুন্ডির ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে গেছে কি না তা অনুসন্ধানের দাবি করে। তা ছাড়া অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে মুদ্রাপাচারের গতি বেড়ে গেছে কি না তা-ও পরখ করে দেখা প্রয়োজন; নাকি এটি একটি মৌসুমি বাস্তবতা? এই সময়ে বিদেশে পড়তে যায় অনেক শিক্ষার্থী, বেড়াতেও যায় অনেকে। সে কারণেও কি নগদ ডলারের চাহিদা বাড়ল? এসব প্রশ্নের উত্তর সহজে দেওয়া মুশকিল। তবে বিগত কয়েক মাস বা সাম্প্রতিক দিনগুলোতে প্রবাস আয়ের প্রবাহ যে কমেই চলেছে তা মানতেই হবে।

এই সময়টায় আবার কার্ব বা অনানুষ্ঠানিক বাজারে ডলারের দামও বেশ বাড়ন্ত। বাংলাদেশ ব্যাংকও বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বিএফআইইউ ও গোয়েন্দাদের বলেছে। সে জন্য বেশ কিছু অভিযানও চলছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা কিংবা গোয়েন্দা অভিযান ছাড়াও সমস্যার মূলে যাওয়ার দরকার রয়েছে বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা, বিশেষ করে কী কারণে হুন্ডিতে লেনদেন চাহিদা এই সময়ে বেড়ে গেল তা আরো গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। যাঁরা বিদেশে যাচ্ছেন, তাঁদের একটি বড় অংশ কি 'ফ্রি ভিসা'র জটিলতায় 'আন-ডকুমেন্টেড' শ্রমিকে পরিণত হচ্ছেন? তাঁরা কি উলটো হুন্ডিতে তথাকথিত চাকরিদাতাদের অর্থ চুকিয়ে দিয়েও বিড়ম্বনায় পড়ছেন? তাঁরা কিভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে টাকা পাঠাবেন? উলটো দেশে ফিরে আসার জন্য পরিবারের সর্বস্ব বিক্রি করে তাঁদের হুন্ডিতে টাকা পাঠিয়ে ফেরত আনা হচ্ছে। যেসব দালাল-উপদালাল গ্রামের এসব অসহায় মানুষকে তথাকথিত 'মুক্ত ভিসা' বা যেখানে খুশি কাজ করার মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে দেশ থেকে উলটো বিদেশি মুদ্রা হুন্ডিতে পাঠানোর মতো অপব্যবস্থার মদদ দিচ্ছেন, তাঁদের ওপর কি যথেষ্ট প্রশাসনিক ও গোয়েন্দা নজর রাখা হচ্ছে?

এমনি এক বাস্তবতায় আমাদের ম্যাক্রো অর্থনীতির স্থিতিশীলতার স্বার্থে বিকল্প উপায়ে হলেও প্রবাস আয় কী করে বাড়ানো যায়, সেদিকে নীতি-মনোযোগ দিতেই হবে। কেননা প্রতিদিনই দেখছি আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে প্রবাস আয় আসার পরিমাণ কমছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাওয়া হিসাবে দেখছি ২০২৩ সালের ১ থেকে ১৭ আগস্ট সময়ে আনুষ্ঠানিক প্রবাস আয় এসেছে এক হাজার ৪১ মিলিয়ন ডলার। গত বছরে এই সময়ে তা এসেছিল এক হাজার ২৬১ মিলিয়ন ডলার। প্রবৃদ্ধির হার মাইনাস ১৭.৫ শতাংশ। আরো পেছনে গিয়ে যদি দেখি ২০২৩ সালের ১ জুলাই থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রবাস আয় এসেছে তিন হাজার ১৪ মিলিয়ন ডলার। ২০২২ সালের ওই সময়ে তা এসেছে তিন হাজার ৩৫৭ মিলিয়ন ডলার। তার মানে প্রবৃদ্ধি কমেছে ১০.২ শতাংশ। অন্যদিকে গত আগস্ট মাসে প্রবাস আয় এসেছে ১.৬ বিলিয়ন ডলার। এটি ২০২২ সালের আগস্ট মাসের চেয়ে ২১.৫৬ শতাংশ কম। গত ছয় মাসের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন। কেন এমনটি হচ্ছে এ নিয়ে গভীর গবেষণা ও বিশ্লেষণের নিশ্চয় সুযোগ রয়েছে। এই স্বল্প পরিসরে সে আলাপ করার সুযোগ নেই। বরং আমরা দেখি কী কী উদ্যোগ নিলে প্রবাস আয়ের এই ধারা আরো বেগবান করা সম্ভব। প্রচলিত এক্সচেঞ্জ হাউস বা মানি ট্রান্সফার অপারেশনের পাশাপাশি আমরা আরো কিছু বিকল্প উপায়ের কথা ভাবতে পারি।

প্রবাস আয় বাড়ানোর উপায়এক. আমাদের মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ পোক্ত। তাদের আমরা বিদেশি ডিজিটাল ওয়ালেটের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার জন্য উৎসাহিত কি করতে পারি না?

দুই. বিদেশে বসেই প্রবাসীরা তাঁদের পছন্দমতো বিদেশি ওয়ালেটের সঙ্গে সংযুক্ত আমাদের দেশের মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী কিংবা ব্যাংকের উপশাখার ওয়ালেটের মাধ্যমে কেন তাঁদের আয় করা অর্থ সহজেই তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছে পাঠাতে পারবেন না?

তিন. আমাদের নিজস্ব কার্ড হওয়ার আগ পর্যন্ত ভিসা থেকে ভিসা কার্ডে তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের অর্থ পাঠাতে পারেন, সে সুযোগ কি করে দেওয়া সম্ভব?

চার. আমাদের দেশে এখন অনেক পেমেন্ট সার্ভিস প্রভাইডারস সক্রিয় রয়েছে। অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রভাইডারস, পেমেন্ট সার্ভিস প্রভাইডারস, পেমেন্ট সার্ভিস অপারেটরস এদের সবাইকে তাদের সক্ষমতা সাপেক্ষে প্রবাস আয় স্থানান্তরের অনুমোদন কি দেওয়া যায় না?

পাঁচ. প্রবাসীরা যদি সার্ভিস প্রভাইডারস, ভেন্ডর ক্রেডিটরস ইত্যাদি তৃতীয় পক্ষকে সরাসরি তাদের অর্থ পাঠান, তাহলে এই লেনদেন কি প্রবাস আয় বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না? যদি দেওয়া হয়, তাহলে তাঁদের পাঠানো অর্থের ওপর করের বোঝা চাপানো যাবে না, বরং তাঁরা প্রচলিত প্রণোদনা পাবেন।

ছয়. মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারীদের সঙ্গে প্রবাসীদের বিদেশি মুদ্রার হিসাব রাখা কি সম্ভব? আর তা রাখা গেলে সহজেই দেশে তাঁরা ওই হিসাব থেকে টাকা পাঠাতে পারবেন।

সাত. প্রবাসীরাও কি যৌথ ডেবিট কার্ড পেতে পারেন। তাঁদের পরিবারের মনোনীত সদস্যরা ওই কার্ড ব্যবহার করে বাজার থেকে যখন-তখন ভোগ্যপণ্য কিনতে পারবেন। প্রবাসীদের পাঠানো প্রবাস আয় থেকে ওই কার্ডের লেনদেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্পন্ন করা কি সম্ভব?

আট. প্রবাসীদের জন্য আমানত হিসাব খোলা যায় নিশ্চয়ই। বাইরে থেকে তাঁদের পাঠানো অর্থ ওই হিসাবে জমা হওয়ার সুযোগ নিশ্চয় থাকার কথা। ওই হিসাব থেকেই তিনি দেশে ফিরলে খরচ করবেন।

নয়. প্রবাসীদের 'ট্রাভেল কোটা'র অধীনে কিছু পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। অল্প কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরলে ওই হিসাব থেকে তিনি ডলার বা অন্য কোনো বিদেশি মুদ্রা তুলতে পারবেন।

দশ. আমরা লক্ষ করেছি যাঁরাই আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলেই অর্থ লেনদেন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাই প্রবাসীদেরও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবায় যুক্ত রাখা গেলে তাঁরা আরো বেশি করে আনুষ্ঠানিক পথেই তাঁদের অর্থ পাঠাবেন বলে আশা করা যায়। এতে আর্থিক সেবার সঙ্গে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধন দৃঢ় হবে। ওপরের এসব উদ্ভাবনীমূলক আর্থিক সেবার ব্যবস্থা করা গেলে প্রবাসীরা ধীরে ধীরে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে তাঁদের আয়-রোজগার বাড়াতে নিশ্চয়ই উৎসাহী হবেন। তা না হলে বৈদেশিক মুদ্রার 'শ্যাডো মার্কেট' বা অনানুষ্ঠানিক বাজার ছেঁটে ফেলা সহজ হবে না।

উল্লেখ্য, এখন এক কোটি ৩০ লাখ মানুষ প্রবাসে থাকেন। তাঁরা প্রতি মাসে গড়ে ২৫০ ডলার করে দেশে প্রবাস আয় পাঠান। কোনো কোনো বিশ্লেষক বলেন, কম করে হলেও প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার এই অনানুষ্ঠানিক বাজারে লেনদেন হয়। এই বিরাট অঙ্ক আমাদের প্রবাস আয়ের আনুষ্ঠানিক হিসাবের বাইরে। তাইতো গত বছর মাত্র ২১ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ আনুষ্ঠানিক প্রবাস আয় এসেছে বাংলাদেশে। তার মানে, ছায়া বাজারে নিশ্চয় ডলার লেনদেনের পর্যাপ্ত চাহিদা আছে। কী কারণে এই ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে? উত্তর বলা যায়, আমাদের 'ক্যাপিটাল' হিসাবে লেনদেন মোটেও সহজ নয়। রয়েছে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ। তাই মানুষ ছায়া বাজার খোঁজেন। যে শিক্ষার্থী সহজেই বিদেশে পড়ার হিসাব ব্যাংকের সঙ্গে খুলতে পারছেন না তাঁকে তো ছায়া বাজারে বাধ্য হয়েই যেতে হচ্ছে। একই কথা অন্যান্য বিদেশি মুদ্রা ব্যবহারকারীর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। চলতি হিসাবেও আইনত লেনদেন 'কনভার্টিবল'। কিন্তু সেখানেও রয়েছে হাজারো বাধা। শুধু তালিকাভুক্ত খাতেই তা প্রযোজ্য। উচ্চশিক্ষা বা প্রশিক্ষণের জন্য দেওয়া টিউশন ফি, বিজ্ঞাপন, বিনোদন পণ্য বা সেবা কেনার ক্ষেত্রে বিদেশি মুদ্রা সরবরাহে যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হয়। বাধ্য হয়েই এসব ডিজিটালসেবা গ্রহণকারীরা ছায়া বাজারে ঢুকে পড়েন। এ ছাড়া চিকিৎসা ও পর্যটন খাতের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা পেতে অনেকেই ছায়া বাজারের ওপর নির্ভরশীল। এসবই বাস্তবতা।

ছায়া বাজারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হলে কী করা দরকার?

এক. চলতি হিসাবের লেনদেন সত্যিকার অর্থেই 'কনভার্টিবল' বা সহজসাধ্য করা উচিত।

দুই. প্রবাসীদের নানা প্রণোদনা ও সুযোগ দিয়ে পেনশন সুবিধাসহ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনা খুবই জরুরি।

তিন. আইনগতভাবেই বাংলাদেশ থেকে তাঁদের ন্যায্য পাওনা যাতে প্রবাসীরা বিদেশে ব্যাংকিং চ্যানেলে নিতে পারেন তা নিশ্চিত করা উচিত। প্রবাসী বা প্রিমিয়াম বন্ডে বা সরকারের ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করে দিনের শেষে যদি তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য লভ্যাংশ বিদেশি মুদ্রায় স্থানান্তর না করতে পারেন, হঠাৎ করে যদি তাঁদের প্রাপ্য লভ্যাংশের হার কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো বড় অঙ্কের বিদেশি মুদ্রার বিনিয়োগ আসবে না।

চার. প্রবাসীদের বাজারভিত্তিক আকর্ষণীয় বিনিময় হার দিতে হবে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বাজারের বিনিময় হারের পার্থক্য বিরাট হলে প্রবাসীদের ঝোঁক অনানুষ্ঠানিক বাজারের দিকেই থাকবে।

পাঁচ. যে অর্থ ভালো বিনিময় হারের মাধ্যমে প্রবাসীরা পাঠাবেন তা যেন বাণিজ্যিক আমদানিতে সরাসরি ব্যবহার করা যায় (যেমন–বিমানভাড়া, স্টুডেন্ট ফাইল, ডিজিটাল কেনাকাটা) সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এতক্ষণ ধরে আমি যে আলাপটি করলাম তা প্রবাস আয় বাড়ানোর লক্ষ্য সামনে রেখে। সে জন্য অনেক প্রশ্নও তুলেছি। রেগুলেটরদের চিন্তা করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এসব প্রশ্নের উত্থাপন করেছি। নিঃসন্দেহে সময় বদলেছে। আমাদের বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের রেগুলেশনগুলো মনে হয় নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় হয়েছে। অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ করে এসব নিয়ম-নীতি আরো সহজ ও প্রাসঙ্গিক করার সময় কিন্তু বয়ে যাচ্ছে।

তবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে এই মুহূর্তে যে টানাপড়েন চলছে, তার পেছনে বড় কারণ হলো চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিরাট ফারাক তৈরি হয়েছে। এই ফারাক কমাতে হলে শুধু কম টিকিটের প্রবাস আয় নয়, ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ (যার সুদের ওপর আরোপিত ২০ শতাংশ করারোপ তুলে নেওয়া), আরো বেশি কম সুদের দীর্ঘমেয়াদি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে সরকারি ঋণ ছাড়ের ব্যবস্থা করা, আপাতত সরকারি ব্যয় আরো কমানোর উদ্যোগ নেওয়া এবং মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য সুদের হার আরো বাড়ানোর বিচক্ষণ মুদ্রা ও রাজস্বনীতি গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। আশা করি, নীতিনির্ধারকরা অংশীজনদের সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে আলাপ-আলোচনা করে ম্যাক্রো অর্থনীতির স্থিতিশীলতার স্বার্থে আরেকটু নড়েচড়ে বসবেন।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

ইউক্রেনের সেনাবাহিনী রাশিয়ায় ঢুকে পড়লে পরিণতি হবে কী?

স্টিফেন ব্রায়েন

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদ সংস্থা তাসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে ড্রোন হামলা চালিয়ে ক্রিমিয়া সেতু উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দিয়েছে মস্কো। রুশ বাহিনী ড্রোন ধ্বংস করার পর এ খবর প্রকাশ করে তাস।

প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, প্রসিদ্ধ এই সেতুটি তিন দফা ধ্বংসের চেষ্টা চালায় ইউক্রেনীয় বাহিনী।

সমুদ্রপথের হামলা থেকে ক্রিমিয়া সেতু রক্ষার জন্য রাশিয়ানরা নিমজ্জিত জাহাজ দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছেন। এই প্রতিবন্ধকতা যেকোনো আক্রমণকারী জলযানকে বাধা দিতে পারবে এবং সেটা ধ্বংস করার সুযোগ তৈরি করে দেবে।

সামরিক সূত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় এবং তাদের দেওয়া সামরিক সহায়তায় ইউক্রেনীয় বাহিনী ক্রিমিয়া সেতু ধ্বংসের অভিযানে নেমেছে। সূত্র অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি করা অত্যাধুনিক সেন্সর সমৃদ্ধ ড্রোন এবং তাদের গোয়েন্দা ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে ইউক্রেন এই হামলা চালাচ্ছে।

যুদ্ধের এখানকার পর্যায় হলো, ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলে পা া আক্রমণ পরিচালনা করছে ইউক্রেনীয় বাহিনী। সেই অভিযানকে সমর্থন করার জন্য এবং রুশ বাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কতটা নাজুক, সেটা প্রমাণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক সামরিক উপকরণ দিয়ে ক্রিমিয়া সেতুসংলগ্ন এলাকায় হামলা করা হচ্ছে।

ক্রিমিয়া সেতুতে চালানো হামলা প্রতিহত করা হয়েছে–এটা ছাড়া রাশিয়ানদের পক্ষ থেকে আর কোনো বিবৃতি আসেনি।

কার্চ প্রণালির ওপর অবস্থিত ক্রিমিয়া সেতু রাশিয়ার মূল ভূমির সঙ্গে ক্রিমিয়াকে সংযুক্ত করেছে। এটি মূলত সড়ক সেতু। কিন্তু মালবাহী ট্রেনও এ সেতু দিয়ে চলাচল করে। ক্রিমিয়া, খেরসন, জাপোরিঝঝিয়া অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি রাশিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ। এই সেতুটি রাশিয়ার জন্য কৌশলগতভাবে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে ট্রাক বোমা হামলায় সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর যখন মেরামত করা হলো, তখন ভ্লাদিমির পুতিন মার্সিডিজ চালিয়ে সেটি ঘুরে আসেন।

ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কাইরিলো বুদানভ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে ইউক্রেনের উচিত যুদ্ধটা রাশিয়ার ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়া। এর মানে হচ্ছে, শুধু ড্রোন হামলা বা অন্তর্ঘাতমূলক হামলা নয়, ইউক্রেনের মূল সেনাবাহিনীকেও রাশিয়ার ভূখণ্ডে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করা।

রাশিয়ার নর্ডস্ট্রিম পাইপলাইনের মতোই ক্রিমিয়া সেতু ধ্বংস করার আকাঙ্ক্ষা গোপন করেনি যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রচেষ্টার পরও সেতুটি এখন পর্যন্ত অক্ষত রয়েছে।

খেরসন ও জাপোরিঝঝিয়া–এই দুটি অঞ্চল ইউক্রেনীয় বাহিনীর পালটা আক্রমণ অভিযানেরর মূল কেন্দ্র। এ অঞ্চলে রাশিয়ার প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে জাপোরিঝঝিয়ার রাজধানী মেলিটোপল পুনর্দখল করার পরিকল্পনা রয়েছে ইউক্রেনের। কিন্তু খেরসন ও জাপোরিঝঝিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি বলছে ইউক্রেন তাদের পা া আক্রমণের যে লক্ষ্য ঠিক করেছিল, তা সফল হয়নি। এরই মধ্যে ইউক্রেনীয় বাহিনীর অনেক অস্ত্রশস্ত্র খোয়া গেছে। হতাহতের সংখ্যাও কম নয়। ইউক্রেনের সবচেয়ে সেরা সেনা ইউনিটগুলোর কয়েকটি পর্যুদস্তও হয়েছে।

ওয়াশিংটন এখন তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের আশা জিইয়ে রাখতে ও স্থিতিশীলতা আনতে সেরা চেষ্টাটা করে যাচ্ছে। তারা এখন লড়াইয়ের তীব্রতার বিরতি দিতে চাইছে, যাতে ইউক্রেনীয় বাহিনীর জন্য নতুন করে সেনা নিয়োগ করা যায়। কিন্তু সেনা নিয়োগ দেওয়ার পর প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে ছয় মাস থেকে এক বছর লেগে যাবে।

যাহোক, ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে দিতে রাশিয়ার দিক থেকে বড় যে আক্রমণ অভিযানের কথা বলা হয়েছিল, সেটা এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়নি। রাশিয়ার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে তারা খারকিভের কুপানিয়াস্কে বড় ধরনের আক্রমণ অভিযান শুরু করতে চলেছে। কিন্তু সেটা এখন পর্যন্ত বাস্তব রূপ পায়নি। অনেকে বলছেন, ইউক্রেনীয় বাহিনীর আরও বড় ধরনের শক্তিক্ষয়ের জন্য রাশিয়া অপেক্ষা করছে। তার আগে রাশিয়ার জেনারেলরা সত্যিকারের কোনো ঝুঁকি নিতে চান না।

কিন্তু সমস্যা হলো, রাশিয়ান বাহিনী যদি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতে থাকে, তাহলে সবকিছুর পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। তারা হারতে থাকলে রাশিয়ার জনগণের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাশিয়ার ভেতরে এখন অনেকে প্রকাশ্য প্রশ্ন তুলছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে শোরও তুলছেন এই বলে যে রাশিয়ার উচিত ইউক্রেনের কাছে মাথা নত করে বাড়ি চলে আসা।

অন্যরা বলছে, রাশিয়ার উচিত জার্মানি, পোল্যান্ডসহ অন্য খানে ইউক্রেনের সামরিক ভান্ডারে আক্রমণ করা, যাতে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে শ্বাস রোধ করা যায়।

একটি প্রস্তাবও আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না। কিন্তু যুদ্ধ যদি দীর্ঘায়িত হতে থাকে, তাহলে কোনো একটি ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এ ছাড়া রুশ ভূখণ্ডে ইউক্রেনের অন্তর্ঘাতমূলক হামলা অথবা ড্রোন হামলা অব্যাহত থাকলে সেটা রাশিয়ার জনগণের মাঝে এমন রোষ তৈরি করতে পারে যে তাতে পুতিন সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করতে পারে।

ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কাইরিলো বুদানভ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে ইউক্রেনের উচিত যুদ্ধটা রাশিয়ার ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়া। এর মানে হচ্ছে, শুধু ড্রোন হামলা বা অন্তর্ঘাতমূলক হামলা নয়, ইউক্রেনের মূল সেনাবাহিনীকেও রাশিয়ার ভূখণ্ডে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করা।

বুদানভের এই বক্তব্য যদি সত্যি হয়, তাহলে বাস্তবে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাশিয়া এখন যে বিশেষ সামরিক অভিযান চালাচ্ছে, সেটার চরিত্র পালটে গিয়ে সর্বাত্মক অভিযানে নামবে রাশিয়া। দৃষ্টান্ত হিসেবে রাশিয়া তখন কিয়েভ, ওদেসাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ব্যাপক হামলা শুরু করবে, যাতে ইউক্রেন সরকারকে পঙ্গু করে দেওয়া যায়।

সাক্ষাৎকারে বুদানেভ অনেকগুলো দাবি করেছে। এর অনেকগুলো দাবিই ভিত্তিহীন। যাহোক, আমরা জানি না, বুদানেভের কোন দাবিকে রাশিয়ানরা গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে।

এর মধ্যে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে বড় ঝুঁকি নেওয়া অব্যাহত রয়েছে। তারা ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বোমা দেওয়ার পর ট্যাংকবিধ্বংসী গোলাবারুদ সরবরাহ করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা ব্যবস্থা ব্যবহার করে রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার ঘটনা ইউরোপে বড় সংঘাতের শঙ্কা তৈরি করছে। ওয়াশিংটন যদি এই উত্তেজনা বাড়াতেই থাকে, তাহলে আগামী সপ্তাহগুলোতে যুদ্ধের গতি কোন দিকে মোড় নেবে, তা কেউই বলতে পারে না।

স্টিফেন ব্রায়েন সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসির সিনিয়র ফেলো। এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

আল্লামা সাঈদীকে যেমন দেখেছি

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক

১৯৭৯ সালে আমি যখন লন্ডনে ব্যারিস্টারি ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, আল্লামা সাঈদী আসেন এক ওয়াজ মাহফিলে। ওই মাহফিলেই তার সাথে প্রথম দেখা। মাহফিলের উদ্যোক্তা ছিল দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে অ্যান্ড আয়ার। তখন আল্লামা সাঈদীকে আমার বাসায় দাওয়াত করেছিলাম। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

মাহফিলে প্রথমবারের মতো দেখলাম, কিভাবে তিনি মানুষকে মুহূর্তের মধ্যেই হাসাচ্ছেন ও কাঁদাচ্ছেন। তার সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাফসিরের বয়ান দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আকর্ষণ করেছিল। এরপর যতবার এসেছেন আল্লামা সাঈদীর তাফসির মিস করিনি। প্রতিবারই তার সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলার সুযোগ হয়। আমি আধুনিক শিক্ষিত এবং তিনি আলেমে দ্বীন। কিন্তু তারপরও আমাদের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক ছিল। আমাদের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে।

স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আমি দেশে ফিরে যাই ১৯৮৫ সালে। এরপর থেকে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। আরো কাছাকাছি আসি ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সুধাংশু শেখর হালদারকে পরাজিত করে তিনি নির্বাচিত হন। ভোটের ব্যবধান খুব বেশি ছিল না। সুধাংশু শেখর হালদার সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন। তিনি ভোটের ফলাফল নিয়ে মামলা করেন। আল্লামা সাঈদীর পক্ষে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগে ওই মামলা লড়েছিলাম। তখন তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ে।

সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে। ২০১০ সালের ২৯ জুন আল্লামা সাঈদীকে গ্রেফতার করা হয়। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন জনৈক ব্যক্তি। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের আইন তৈরি হয় ব্রিটিশ আমলে, ১৮৯০ সালে। ওই আইনে দায়ের করা মামলায় জামায়াতের তৎকালীন আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদকেও গ্রেফতার করা হয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে গ্রেফতার করে জামিন দেয়া হয়নি। আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ২০টি অভিযোগ এনে ২ অক্টোবর ২০১১ সালে চার্জ গঠন করা হয়। অর্থাৎ ভিন্ন একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার করে আটক রেখে ১৬ মাস পর চার্জ গঠন করা হয় ট্রাইব্যুনালে। তখন আমি নিউইয়র্কে। ঢাকায় এসে শুনলাম, চার্জ গঠনের দিন ট্রাইব্যুনালে তিনি সূরা ইবরাহিমের ৪৬ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোকে মিথ্যা উল্লেখ করে ট্রাইব্যুনালের সামনে বক্তব্য রাখেন। সূরা ইবরাহিমের ৪৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা তাদের সব রকমের চক্রান্ত করে দেখেছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি চক্রান্তের জবাব আল্লাহর কাছে ছিল। যদিও তাদের চক্রান্তগুলো এমন পর্যায়ের ছিল, যাতে পাহাড় টলে যেত।' আশ্চর্যের বিষয়, আমিও তখন সূরা ইবরাহিমের এই ৪৬ নম্বর আয়াত অধ্যয়ন করছিলাম। এর আগে সূরা ইবরাহিম অনেকবার অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু ইতঃপূর্বে ওই আয়াতের এ মর্মার্থ বুঝতে পরিনি।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা খুবই জরুরি। নুরেমবার্গ, জাপানের টোকিও, প্রাক্তন যুগোসাভিয়া, রুয়ান্ডা, সিয়েরা লিওন, লেবানন, কম্বোডিয়াসহ আরো অনেক দেশে যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের ট্রায়াল হয়েছে। কিন্তু এসব দেশে বা দুনিয়ার ইতিহাসে কোথায়ও এমন নজির নেই যে, ভিন্ন একটি মামলায় আটকের ১৬ মাস পর অভিযোগ আনা হয়। সব জায়গায় আগে অভিযোগ দাখিল করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করে ট্রাইব্যুনাল। আল্লামা সাঈদীসহ অন্যদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা নজিরবিহীন।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যিনি আজীবন ওয়াজ মাহফিলে তাফসিরের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করেছেন তাকে গ্রেফতার করা হয় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে আমি হেগে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে যাই। আমার সাথে ছিলেন বিলাতের আইনজীবী টবি ক্যাডমেন। ওই দিন ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর বড় একটি মিছিল হয়েছিল। মিছিলের পর সরকার নাশকতার অভিযোগে মামলা দায়ের করে জামায়াত নেতাকর্মীদের নামে। ওই মামলায় আমাকেও অভিযুক্ত করা হয়। বলা হয়, আমি উপস্থিত ছিলাম এবং নাশকতায় জড়িত ছিলাম। সরকারের মামলার ভাষ্য অনুযায়ী, হেগে অবস্থান করেও যেন ঢাকায় নাশকতায় অংশ নেয়া যায়।

হেগ থেকে লন্ডনে আসি। এখান থেকে আমেরিকায় যাওয়ার কথা। আমার বন্ধুবান্ধব সবাই একবাক্যে বললেন, আর দেশে যাওয়া সমীচীন হবে না। গেলেই আমি গ্রেফতার হবো। ওই সময়ে আমার আমেরিকা যাওয়ার কথা। ওখানে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, কংগ্রেস ও সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন সংস্থার সাথে আমার ইতঃপূর্বেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। সুতরাং পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আমেরিকায় চলে গেলাম।

ওই সময়ে জামায়াত নেতাদের যুদ্ধাপরাধ মামলায় আমাদেরকে আইনি সহযোগিতা দেয়ার জন্য বিলাতের তিনজন যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী আইনে বিশেষজ্ঞ একটি টিম আমরা নিযুক্ত করেছিলাম। তারা হলেন, স্টিভেন কে কিউসি (বর্তমানে কেসি), জন কেমেগ ও টবি ক্যাডমেন। তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমার দেশে যাওয়া ঠিক হবে না। ইতোমধ্যে আমি আমেরিকায় চলে গিয়েছি। আমি নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ট্রেনে পৌঁছলাম। তারা আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন। ওয়াশিংটন ডিসির ট্রেন স্টেশনে পৌঁছার পরই টবি ক্যাডমেন টেলিফোনে আমাকে জানালেন, 'আমাদের স্পষ্ট অ্যাডভাইস হচ্ছে, আপনি বাংলাদেশে যাবেন না।'

এ দিকে ঢাকা থেকে খবর আসছিল, ১৯ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় সরকার দু'টি মামলা দায়ের করেছে। একটি পেনাল কোডের, অন্যটি দ্রুত বিচার আইনে। শেষ পর্যন্ত সরকার আমার বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনে অভিযোগ না আনার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন আমি আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, যা হওয়ার হবে, আমি দেশে যাব। ওই সময় লন্ডনে অবস্থানকারী আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম, মক্কা ও মদিনায় অবস্থানরত আমাদের সমর্থকদের যেন অনুরোধ করা হয়, পবিত্র স্থানগুলোতে দোয়া করতে। উ া তারাও খবর পাঠালেন, আমি যেন বাংলাদেশে না যাই।

যাই হোক, আল্লাহর ওপর ভরসা করে অক্টোবর মাসে নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় ফিরি। জুনিয়ররা জামিনের আবেদন প্রস্তুত রেখেছিলেন। ২০ ঘণ্টা জার্নি করে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি হাইকোর্টে গিয়ে অন্তর্বর্তী জামিন চাইলাম। ব্যারিস্টার রফিক-উল হক আমার আইনজীবী ছিলেন। তখনো বিচার বিভাগ অনেকটা স্বাধীন ছিল। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি হাস্যরসে আমাকে বললেন, মি. রাজ্জাক, আপনি কি ম্যাজিশিয়ান নাকি, একই সাথে ঢাকায় এবং হেগে অবস্থান করতে পারেন!

এর কিছুদিন পরই ট্রাইব্যুনালে গেলাম। ওই ঘটনা যখন ঘটে তখনো ট্রাইব্যুনালে যাওয়া শুরু করিনি। ট্রাইব্যুনালে অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলামসহ জুনিয়ররা যাতায়াত করতেন। ট্রাইব্যুনালের প্রথম দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার সাথে বিএনপির সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীনসহ আরো অনেকে ছিলেন। পরে আল্লামা সাঈদীর মামলায় শুনানিতে অংশ নেয়ার জন্য সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সাহেবও একাধিকবার ট্রাইব্যুনালে গেছেন। এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উল্লেখ করতে চাই, আমরা যদি আল্লামা সাঈদীসহ অন্য নেতাদের ডিফেন্সের দায়িত্ব না নিতাম তাহলে বিএনপির সিনিয়র আইনজীবী কাউকেই আমরা সাথে পেতাম না। কারণ, বিষয়টি ছিল খুবই স্পর্শকাতর। আমাদের একটি শক্তিশালী ডিফেন্স টিম গঠন করার পরই আমরা বিএনপির আইনজীবী নেতাদের সমর্থন পাই। বলা দরকার, তাদের অনেকেই বিশেষ করে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সাহেব বেগম জিয়ার সম্মতিক্রমেই ওই মামলায় অংশ নেন।

আমি ব্রিটেনের উচ্চ আদালত, অর্থাৎ হাইকোর্ট, কোর্ট অব আপিল এবং ও বেইলিতে অনেক মামলা পরিচালনা করেছি। কিন্তু বাংলাদেশে জামায়াতের শীর্ষ ১০ নেতাকে ডিফেন্স করার যে সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, এটিকে আমি পেশাগত জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা মনে করি। এটি সত্য যে, জামায়াত নেতারা সবাই রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা কেউ যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন না। পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য কাজ করা ১৯৭২ সালের কোলাবরেটার্স অর্ডিন্যান্সের অধীনে অপরাধ হতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই তা মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞায় পড়ে না। একজন আইনজীবী হিসেবে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, দেশে বিচার বিভাগ স্বাধীন হলে মাওলানা সাঈদীসহ অন্য সব নেতা বেকসুর খালাস পেতেন।

এখন মনে হচ্ছে, আমার সব বন্ধুবান্ধবের উপদেশ উপেক্ষা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, আল্লামা সাঈদীসহ অন্যান্য নেতার মামলায় ডিফেন্স টিমের চিফ হিসেবে ভূমিকা রাখার জন্য।

আজকের এই আলোচনা আল্লামা সাঈদীকে স্মরণে। তাই তার মামলার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বলা প্রয়োজন। আগেই বলেছি, তার বিরুদ্ধে প্রথমে ২০টি চার্জ এনেছিল প্রসিকিউশন। ট্রাইব্যুনালের রায়ে আটটি চার্জে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত রায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ওই রায়ের পর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটা দেশের সাধারণ মানুষ। দেশব্যাপী বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে শতাধিক মানুষ নিহত হন।

জনৈক বিসা বালী ও ইব্রাহিম কুট্টি হত্যার অভিযোগে তাকে ফাঁসির দণ্ড দেয়া হয়। বিসা বালীর চার্জে সবচেয়ে বড় সাক্ষী ছিলেন তার ভাই সুখরঞ্জন বালী। সুখরঞ্জন বালীর একটি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রসিকিউশন তৈরি করেছিল। মামলা চলাকালীন সময়ে সুখরঞ্জন বালীর একটি ভিডিও স্টেটমেন্ট নিয়ে আসেন আল্লামা সাঈদীর যোগ্য সন্তান মাসুদ সাঈদী। এতে সুখরঞ্জন বালী মিথ্যা সাক্ষী দিতে অস্বীকৃতি জানান। আমরা সেই ভিডিও ট্রাইব্যুনালে দিলাম। ভিডিও স্টেটমেন্ট অনুযায়ী প্রসিকিউশনের অভিযোগ পুরোপুরি অসত্য। প্রধান সাক্ষী সুখরঞ্জন বালী ডিফেন্স উইটনেস হতে চান। ট্রাইব্যুনাল সে দিন সুখরঞ্জন বালীকে ডিফেন্স উইটনেস হিসেবে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি দেয়নি। বলা হয়, আগে আবেদন করতে হবে। তারপর তারা বিবেচনা করবেন। সে দিনই আমরা আবেদন করলাম। পরে (৫ নভেম্বর ২০১২) সুখরঞ্জন বালীকে ডিফেন্স টিমের একজন আইনজীবীর গাড়িতে করে ট্রাইব্যুনালে নিয়ে আসা হচ্ছিল, আল্লামা সাঈদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য। ট্রাইব্যুনালে প্রবেশপথে সাদা পোশাকধারীরা আইনজীবীর গাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় সুখরঞ্জন বালীকে। পরে তাকে পাওয়া যায় ভারতের একটি কারাগারে। আমার জানামতে, দুনিয়ার ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কোনো দিন ঘটেনি। সুখরঞ্জন বালী বাংলাদেশের নাগরিক। অপহৃত হলেন ঢাকার যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল চত্বর থেকে। কেমন করে তিনি ভারতের কারাগারে গেলেন, সেটি বিস্ময়কর।

রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান সাক্ষী যদি ডিফেন্সের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসেন তাহলে মামলার উদ্দেশ্য উন্মোচিত হয়ে যায়। এই ভয়ে সুখরঞ্জনকে আর সে সুযোগ দেয়া হয়নি।

এবার আসা যাক, ইব্রাহিম কুট্টি হত্যার ঘটনায়। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে ইব্রাহিম কুট্টির স্ত্রী একটি মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় তখনই পুলিশ তদন্ত করে চার্জশিট দিয়েছিল। মামলাটির এফআইআর ও চার্জশিটে কোথায়ও আল্লামা সাঈদীর বিষয়ে আকারে ইঙ্গিতেও একটি শব্দ নেই। পিরোজপুর তখন বরিশাল জেলার একটি মহকুমা ছিল। বরিশাল জেলা আদালত থেকে পুরনো এই মামলার সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করলেন আল্লামা সাঈদীর ছেলে মাসুদ সাঈদী। আদালত থেকে সংগৃহীত সার্টিফাইড কপি হলো একটি অকাট্য দলিল। সেটি ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইব্রাহিম কুট্টি হত্যা মামলায় আল্লামা সাঈদীকে দোষী সাব্যস্ত করে আল্লামা সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ বা দলিলের ভিত্তিতে আদালত আল্লামা সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেন তা বোঝার ক্ষমতা একজন আইনজীবী হিসেবে আমার নেই।

অবশ্য স্কাইপ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছিল, বিচারকার্য চলছিল বাংলাদেশের মাটিতে আর রায় লেখা হচ্ছিল ইউরোপের ব্রাসেলসে। স্কাইপ কেলেঙ্কারি জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার পর দেশ-বিদেশে ওই বিচারের সামান্যতম যে গ্রহণযোগ্যতা ছিল তাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। দ্য ইকোনমিস্ট এ বিষয়ে দু'টি রিপোর্ট প্রকাশ করে। দ্য ইকোনমিস্ট আটলান্টিকের উভয়পাড়ের দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ও সমাদৃত একটি পত্রিকা। বাংলাদেশে ও লন্ডনে ইকোনমিস্ট স্কাইপ স্ক্যান্ডাল নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশের পর ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান নিজামুল হক নাসিম পদত্যাগ করেন। আসলে তাকে সরিয়ে দিতে সরকার বাধ্য হয়। তার জায়গায় মাননীয় বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবিরকে নিয়োগ দেয়া হয়। এই পরিবর্তনের পর তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল আল্লামা সাঈদীকে মৃত্যদণ্ড দেন।

আরো একটি কেলেঙ্কারি হলো, ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি ভবনে (সেফ হাউজ) সাক্ষীদের এনে সাক্ষ্যে কী কী বলতে হবে তা শেখানো হতো বলে অভিযোগ আছে। কিন্তু অনেক সাক্ষী শেখানো বক্তব্য আদালতে বলতে নারাজ ছিলেন। তাই রাষ্ট্রপক্ষ ট্রাইব্যুনালে একটি তালিকাসহ আবেদন করে বলে, অমুক অমুক সাক্ষীকে পাওয়া যাচ্ছে না। আদালত যেন পুলিশের কাছে দেয়া তাদের সাক্ষ্যকেই সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। আমরা এর বিরোধিতা করি। ইতোমধ্যে মাসুদ সাঈদী সেফ হাউজের সব কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। তার বিবরণ দু'টি জাতীয় দৈনিক প্রকাশ করে। সেই ডকুমেন্টস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ হয় যে, সরকার কথিত নিখোঁজ সাক্ষীরা যাত্রাবাড়ীর সেই ভবনেই অবস্থান করছিলেন এবং তাদের কোর্টে আসতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু তারপরও মাননীয় ট্রাইব্যুনাল অনেক সাক্ষীকে কোর্টে উপস্থাপন ছাড়াই পুলিশের জমা দেয়া দলিল তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। এটি ছিল ন্যায়বিচারপরিপন্থী।

সেই ঘটনা নিয়ে ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা আবেদন তিনজন মাননীয় বিচারপতি মিলেই শুনলেন। কিন্তু আদেশ দেয়ার সময় মাননীয় বিচারক এ কে এম জহির অনুপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত তিনি বাকি দু'জনের সাথে একমত হতে পারেননি। তার অনুপস্থিতিতে দু'জনে আদেশ দিলেন। পরে বিচারপতি এ কে এম জহির আর ট্রাইব্যুনালেই থাকতে পারেননি। তিনি পদত্যাগ করেন।

১৯৯২ সালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত গণ-আদালতের সাথে যে বিচারক সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যোগে গঠিত সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী টিমের সদস্য ছিলেন। সুতরাং একজন তদন্তকারী ব্যক্তি বিচারক হতে পারেন না। এ বিষয়টি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের শুরুর দিকে একটি রিক্যুয়েজাল পিটিশন দেয়া হয়েছিল। রিক্যুয়েজাল পিটিশন হচ্ছে, এ ধরনের ক্ষেত্রে বিচারক নিজেই নিজেকে বিচারকার্য থেকে প্রত্যাহার করে নেবেন। ওই পিটিশন মাননীয় বিচারক এ কে এম জহির ও এ টি এম ফজলে কবীর শুনানি করলেন। তারা একটি ভালো রায় দিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন, রিক্যুয়েজাল করবেন কি না, সেটি ওই বিচারকের এখতিয়ার। কিন্তু মাননীয় বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম জানিয়ে দিলেন, তিনি রিক্যুয়েজাল করবেন না। এ রকম ঘটনাও কোনো দুনিয়ার বিচারের ইতিহাসে বিরল।

আল্লামা সাঈদী ট্রাইব্যুনালে এলে প্রায়ই আমার হাত ধরে বলতেন ব্যারিস্টার ভাই, আল্লাহর দ্বীনের জন্য শহীদ হওয়া বড় কামনা। কিন্তু তাই বলে কি এসব অভিযোগে! আমার বিরুদ্ধে নারী ধর্ষণের অভিযোগ! মানুষ হত্যার অভিযোগ! তিনি আরো বলতেন, জীবনের একটিমাত্র আশা- জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে মানুষের ঘরে ঘরে কুরআনের বাণী পৌঁছাতে চাই। তার সে আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু, তথ্যপ্রযুক্তির এই আধুনিক যুগে মানুষ তার মুখে তাফসির যুগ যুগ ধরে শুনতে থাকবে। এটি পরিষ্কার, জীবিত সাঈদীর চেয়ে মৃত সাঈদী কম শক্তিশালী নন।

লেখক : বিশিষ্ট আইনজীবী

Weekly Desh
• Britain's largest circulation Bengali newspaper
• Out every Friday • Free • 50p where sold

Page 29

Hundreds of items 'missing' from British Museum since 2013

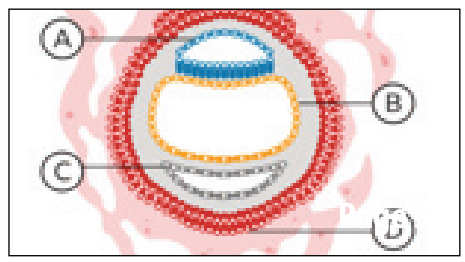

Scientists grow whole model of human embryo, without sperm or

The fruits of Palestine and their symbolism

Beyond their simple colours and shapes, these fruits carry the weight of history, shared culture, and loss.

By Adam Sella, Al Jazeera

What do watermelons, oranges, olives and eggplants all have in common?

Yes, technically, they are all fruits. Maybe you think they're all delicious. But for Palestinians, they symbolise Palestinian culture and identity.

Watermelons

The watermelon is perhaps the most iconic fruit to represent Palestine. Grown across Palestine, from Jenin to Gaza, the fruit shares the same colours as the Palestinian flag – red, green, white and black – so it's used to protest against Israel's suppression of Palestinian flags and identity.

Following the 1967 war, when Israel seized control of the West Bank, Gaza Strip and annexed East Jerusalem, the government banned the Palestinian flag in the occupied territory.

Although the flag has not always been banned by law, the watermelon caught on as a symbol of resistance. It appears in art, shirts, graffiti, posters, and of course the ubiquitous watermelon emoji on social media.

Recently, the flag has come under fire again. In January 2023, the far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir instructed police to confiscate Palestinian flags from public places. This was followed in June by a bill to ban the flag in state-funded institutions, which Haaretz reports received preliminary Knesset approval.

In response, Zazim, a grassroots Arab-Israeli peace organisation, placed the Palestinian flag – in watermelon form – on about a dozen Tel Aviv service taxis.

"If you want to stop us, we'll find another way to express ourselves," says Amal Saad, a Palestinian from Haifa who organised Zazim's watermelon campaign.

Saad was unsure whether the right wing would try to stop her, so she kept her planning under the radar. However, Saad said the support she received was overwhelming, with more than 1,300 activists donating to the cause.

Grassroot donations allowed Zazim to keep the watermelons up for two weeks, a week longer than was originally planned, and the campaign has now shifted to distributing watermelon shirts.

Oranges

The Jaffa orange, which originated in the 19th century, gained prominence for its sweetness and thick, easy-to-peel skin, which made it well-suited for shipping.

Before the Nakba, or catastrophe, of 1948 when the creation of Israel led to the expulsion of more than 750,000 Palestinians from villages and towns that their ancestors had lived in for centuries, Jaffa oranges were an important export for Palestinian farmers and businessmen.

Because of their prominence, the oranges also became a symbol of national identity in literature and art. Palestinian novelist and journalist Ghassan Kanafani used oranges to symbolise loss in his 1958 short story about the Nakba, called The Land of Sad Oranges.

The story begins with the narrator and his friend, both young boys, observing their family on the eve of the Nakba. The families pack what they can, but they are forced to abandon "the well-tended orange trees that [they] had bought one by one".

The fact that these trees were carefully nurtured over a long period of time indicates the strong connection between Palestinian farmers and the land, which hundreds of thousands were forced to forsake during the Nakba.

The last contact the narrator has with Palestine before entering Lebanon is a peasant selling oranges along the road. Amid the sound of his family weeping, he picks up a few oranges and brings them into Lebanon – a memento to "all the orange trees that [they] had abandoned to the Jews".

The watermelon became a symbol of Palestine, and its flag, when other expressions were prohibited by Israeli authorities [X/@zazim_org_il]

In Lebanon, life is very hard for the refugees, in particular for his friend's father. The story ends after the narrator witnesses his friend's father having a mental breakdown. Next to the crying, shivering grown-up, the narrator "saw at the same moment [a] black revolver … and beside it an orange. The orange was dried up and shrivelled."

The revolver, a symbol of death, is connected to the shrivelled orange by the narrator's gaze. Forcibly displaced from the "land of oranges", the narrator realises the extent of the Palestinian people's loss.

Olives

Olive trees can be found across Palestine and are a symbol of resistance. Nour Alhoda Akel, a 23-year-old Palestinian from the Ara valley, believes olive trees are associated with Palestinian identity because, like the orange trees in Kanafani's story, they represent Palestinians' deep-rooted connection to their land.

"Olive trees can live for hundreds of years," says Akel. "So if the tree outside my house is 100 years old, I have an automatic connection with it", referring to the land on which the tree stands.

Every year during the olive harvest, Akel joins her extended family to pick olives from their grove, a family heirloom.

"The whole family goes out and everyone helps," says Akel. After a week of picking, they make olive oil and cure the olives, enough to last the family until next year's harvest.

For other Palestinians, the olive harvest is an important source of income. In addition to the oil, which Akel says is an essential ingredient in Palestinian cuisine, olives are used in cosmetics and soap.

In recent years, Palestinian olive trees have come under attack by Israeli settlers in the occupied West Bank. According to the UN, more than 5,000 olive trees belonging to West Bank Palestinians were vandalised in the first five months of 2023.

In previous years, settlers attacked Palestinians during the olive harvest, which normally falls in October and November. On one day alone in October 2021, Al Jazeera reported that settlers uprooted 900 olive and apricot saplings, and stole olive crops in the village of Sebastia, north of Nablus.

Eggplants

In Edward Said's photonovel on Palestinian identity, called After the Last Sky, he devotes a few pages to eggplants, in particular those from Battir.

Battir is a UNESCO World Heritage Site known for eggplants. It even periodically hosts an eggplant festival.

For Said, eggplants are a way for him to connect with Palestine despite living in the United States. He lived most of his life as an exile. At the time of writing this book, Said was still a member of the PLO, so Israel barred him from entering his homeland.

Said recounts that his family was particularly attached to the Battiri eggplants.

So much so that even "during the many years since any of us had Battiri eggplants, the seal of approval on good eggplants was 'They're almost as good as the Battiris,'" he writes.

Muslims are already excluded from French political life: that's the real issue in the school abayas row

Kaoutar Harchi, Guardian

When Gabriel Attal, the French education minister, went on national television for an interview to mark the start of the new school term, he had a clear message: "I have decided that the abaya can no longer be worn in school." He elaborated: "When you walk into a classroom, you should not be able to identify the pupils' religion by looking at them." An official statement came a few days later confirming the ban on the long, loose dress worn by some Muslim women and girls. The practical effect of the announcement is that any young woman who turns up at the gates of her school wearing an abaya faces being barred from attending class or mixing with her classmates. "But," added the minister, "students will be welcomed and there will be a conversation with them to explain the meaning of the rule."

The ban on wearing the abaya should be seen as part of the colonial relationship that exists between the French state and French citizens descended from postcolonial immigration. It has a history marked by three key events: in 1989 the principal of a school expelled three teenage girls for wearing

headscarves in class. In 1994 a government memorandum created a distinction between so-called "discreet" religious symbols, which it said were acceptable in schools, and "ostentatious" religious symbols, which were not. In 2004 a new law banned the wearing of veils or any "conspicuous" religious symbols in state schools.

And now adolescent girls are to be refused the right to study, move freely within their educational establishments or associate with classmates and teachers while wearing the abaya. The ban is justified by the defence of secularism. Historically, the principle of secularism, or "laïcité", in France was about protecting the right to freedom of conscience: it requires the state to remain strictly neutral.

However, over time and under the influence of partisan interests and political alignments, secularism has been enlisted to serve a discourse supposedly aimed at protecting the principle of equality between men and women. A discourse, in other words, that casts Islam as a patriarchal religion and a threat to French democracy. It is up to this democracy then to save Muslim women from Muslim men and, more broadly, from the culture of Islam.

However, when you listen carefully to some of the speeches justifying the ban on the abaya in schools, it becomes clear that there has been a shift. It is no longer so much a question of banning a long, loose garment to free young women from the grip of the Muslim patriarchy as about protecting other students from the proselytising threat that these abaya-wearing adolescents could present. These girls are now seen as school-going envoys of global Islamism.

It should be noted that the right and far right in France agree that the abaya is a religious garment. On the left, there is a palpable unease about defining it. Some are clear that it is not an item of religious dress; others are not so sure.

But anyone wading into this debate to make arguments about the nature and significance of a long dress is making a serious mistake, because the debate itself is based on a sexist premise: that these adolescents are sexualised through a femininity that is abnormal. It is also based on a racist premise: that these adolescent girls are racialised by being Muslims, a religion that seeks to determine their entire being and behaviour. These sexist and racist theories combine to produce a third hypothesis: that these adolescents, as women and as "foreigners", must be conspiring against the French nation.

The only debate we should be having is not about what these young girls do with their bodies and what they devote their minds to, but rather the policies deployed by the French state to control the bodies and minds of racial minorities.

Remember that on 27 June 2023, a 17-year-old named Nahel was killed by a bullet from a police gun at point-blank range – a tragic loss of life that became the 21st fatal traffic-stop shooting by French police since 2020. Most of the victims were of black or Arab origin.

How, then, can we not link schools' control of the bodies of racialised adolescents to police control of the bodies of racialised adolescents?

How can we not perceive that to different degrees, but right the way up the social ladder, young Muslim women and young Muslim men belong to a group that is subjected to exceptional political treatment?

How can we fail to understand that no matter what these young men and women do or think, they are always and already trapped in an otherness that reduces them to bodies without the capacity to reason and who must therefore be governed by white reason?

This is what lies at the heart of this debate: the exclusion of part of the French population from participation in political life. We need to reaffirm the right of every French person, Muslim or otherwise, to exercise their full and complete entitlement to French citizenship.

Hundreds of items 'missing' from British Museum since 2013

Nadia Khomami, Guardian

Gold coins, silver necklaces and 540 pieces of pottery are among the hundreds of historical artefacts missing from the British Museum since 2013, the institution's records reportedly show.

The British Museum revealed last week that police were investigating items that were "missing, stolen or damaged" from its collection. Legal action is being taken by the London-based institution against a member of staff, who has been sacked.

The Times reported on Thursday that a freedom of information (FoI) request to the museum had disclosed that a Greek silver coin, a 4th-century Roman coin and a German coin had disappeared from the museum in the year to April 2014.

An early 20th-century ring, a chain made up of "round-sectioned silver wire", animal-shaped wooden opium poppy scorers and glazed leaf pendants and beads are also said to be among the items to have gone missing over the past 10 years.

Emails leaked to BBC News claim the museum was alerted by Ittai Gradel, an antiquities dealer, to items being sold on eBay in 2021, but that it ignored the report.

On Wednesday, Hartwig Fischer, the director of the museum, expressed "frustration" that the extent of any appropriation of

> "small pieces", including "gold jewellery and gems of semi-precious stones and glass dating from the 15th century BC to the 19th century AD".

artefacts from the museum's collection was not apparent when concerns were first raised.

"When allegations were brought to us in 2021 we took them incredibly seriously, and immediately set up an investigation," he said. "Concerns were only raised about a small number of items, and our investigation concluded that those items were all accounted for."

He added: "We now have reason to believe that the individual who raised concerns had many more items in his possession, and it's frustrating that that was not revealed to us as it would have aided our investigations.

"In 2022 we embarked on a full audit – which revealed a bigger problem. I reported my concerns to the trustees, and together we agreed to call in the police. We also then began the disciplinary process that resulted in a member of staff being dismissed."

Fischer said his priority had always been the care of the museum's collection, and that continued today, "with our commitment to learning lessons from the independent review, our determination to help the police with their criminal investigation, and our focus on the recovery programme".

In July, Fischer, a German art historian, announced he would step down from his role next year.

Gradel told the BBC: "The claim that I withheld information from the British Museum is an outright lie. I was explicit in my communication with the British Museum that I was entirely at their disposal for any further information or assistance they would require. They never contacted me."

The museum has not specified how many items have been stolen or detailed what the missing items are, saying only that they are "small pieces", including "gold jewellery and gems of semi-precious stones and glass dating from the 15th century BC to the 19th century AD". It is understood the items were taken before 2023 and over a "significant" period of time.

An independent review of security has been launched and the matter is also under investigation by the economic crime command of the Metropolitan police. No arrests have been made.

News

Scientists grow whole model of human embryo, without sperm or egg

By James Gallagher, BBC

Scientists have grown an entity that closely resembles an early human embryo, without using sperm, eggs or a womb.

The Weizmann Institute team say their "embryo model", made using stem cells, looks like a textbook example of a real 14-day-old embryo.

It even released hormones that turned a pregnancy test positive in the lab.

The ambition for embryo models is to provide an ethical way of understanding the earliest moments of our lives.

The first weeks after a sperm fertilises an egg is a period of dramatic change - from a collection of indistinct cells to something that eventually becomes recognisable on a baby scan.

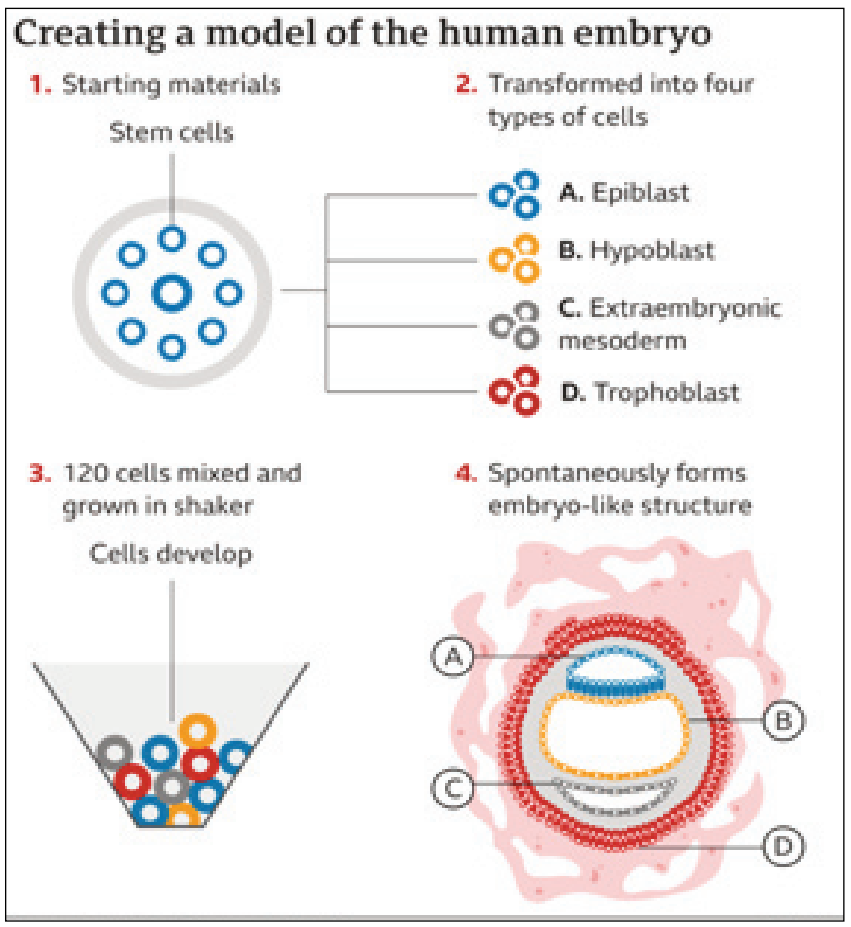

This crucial time is a major source of miscarriage and birth defects but poorly understood.

"It's a black box and that's not a cliche - our knowledge is very limited," Prof Jacob Hanna, from the Weizmann Institute of Science, tells me.

Embryo research is legally, ethically and technically fraught. But there is now a rapidly developing field mimicking natural embryo development.

This research, published in the journal Nature, is described by the Israeli team as the first "complete" embryo model for mimicking all the key structures that emerge in the early embryo.

"This is really a textbook image of a human day-14 embryo," Prof Hanna says, which "hasn't been done before".

Instead of a sperm and egg, the starting material was naive stem cells which were reprogrammed to gain the potential to become any type of tissue in the body.

Chemicals were then used to coax these stem cells into becoming four types of cell found in the earliest stages of the human embryo:

- epiblast cells, which become the embryo proper (or foetus)
- trophoblast cells, which become the placenta
- hypoblast cells, which become the supportive yolk sac
- extraembryonic mesoderm cells

A total of 120 of these cells were mixed in a precise ratio - and then, the scientists step back and watch.

About 1% of the mixture began the journey of spontaneously assembling themselves into a structure that resembles, but is not identical to, a human embryo.

"I give great credit to the cells - you have to bring the right mix and have the right environment and it just takes off," Prof Hanna says. "That's an amazing phenomenon."

The embryo models were allowed to grow and develop until they were comparable to an embryo 14 days after fertilisation. In many countries, this is the legal cut-off for normal embryo research.

Despite the late-night video call, I can hear the passion as Prof Hanna gives me a 3D tour of the "exquisitely fine architecture" of the embryo model.

I can see the trophoblast, which would normally become the placenta, enveloping the embryo. And it includes the cavities - called lacuna - that fill with the mother's blood to transfer nutrients to the baby.

There is a yolk sac, which has some of the roles of the liver and kidneys, and a bilaminar embryonic disc - one of the key hallmarks of this stage of embryo development.

The hope is embryo models can help scientists explain how different types of cell emerge, witness the earliest steps in building the body's organs or understand inherited or genetic diseases.

Already, this study shows other parts of the embryo will not form unless the early placenta cells can surround it.

There is even talk of improving in vitro fertilisation (IVF) success rates by helping to understand why some embryos fail or using the models to test whether medicines are safe during pregnancy.

Prof Robin Lovell Badge, who researches embryo development at the Francis Crick Institute, tells me these embryo models "do look pretty good" and "do look pretty normal".

"I think it's good, I thinks it's done very well, it's all making sense and I'm pretty impressed with it," he says.

But the current 99% failure rate would need to be improved, he adds. It would be hard to understand what was going wrong in miscarriage or infertility if the model failed to assemble itself most of the time.

The work also raises the question of whether embryo development could be mimicked past the 14-day stage.

This would not be illegal, even in the UK, as embryo models are legally distinct from embryos.

"Some will welcome this - but others won't like it," Prof Lovell-Badge says.

Prof Alfonso Martinez Arias, from the department of experimental and health sciences at Pompeu Fabra University, said it was "a most important piece of research".

"The work has, for the first time, achieved a faithful construction of the complete structure [of a human embryo] from stem cells" in the lab, "thus opening the door for studies of the events that lead to the formation of the human body plan," he said.

The researchers stress it would be unethical, illegal and actually impossible to achieve a pregnancy using these embryo models - assembling the 120 cells together goes beyond the point an embryo could successfully implant into the lining of the womb.

Most English schools handing out clothes and food to children

Sally Weale Education correspondent, theguardian

Survey finds cost of living crisis has increased both number of children needing extra support and level of need

Holey shoes and abscessed teeth: Oldham school sees impact of cost of living crisis

Sally Weale Education correspondent

Schools are handing out clothing and food to children amid the cost of living crisis, while teachers report deteriorating hygiene among pupils as families cut back on brushing teeth, showering and even flushing the toilet.

According to a survey of schools in England, nine out of 10 said they were providing clothing and uniforms for students, while seven out of 10 were giving out food in the form of parcels, food bank provisions, vouchers or subsidised breakfasts.

More than 80% of senior leaders told researchers that cost-of-living pressures had increased both the number of children in need of additional support and the level of need, particularly in the most disadvantaged schools.

Meanwhile, the demand for additional mental health support has soared to one in four pupils in mainstream schools, and two out of five in special schools, as the strains on family life take their toll, according to the National Foundation for Educational Research (NFER).

The NFER report, published on Thursday, paints an alarming picture of hungry, ill-kempt children whose lives are being profoundly affected – their basic needs unmet – as their parents struggle. Schools are increasingly called on to provide welfare support.

Teachers told researchers they were worried that some children in special schools did not have vital specialist equipment including wheelchairs and mobility aids. They have also seen an increase in illness among pupils due to a lack of heating in homes and poor nutrition, which affects school attendance.

Others are missing school because their parents are not able to afford transport costs, while 90% of primary, secondary and special schools said they were having to subsidise extracurricular activities for some pupils.

One special-school teacher said: "Recently on a school trip we thought pupils were presenting with behaviour issues when they didn't flush [the] toilet. But it turned out they are not allowed to waste water and flush at home. The same went for brushing teeth and having showers. Hygiene is really poor and getting worse."

One teacher in a mainstream school said: "So many of our students are struggling with behaviour and mental health issues because life is harder outside school." Another added: "The worst thing is the hidden poverty and the fact that we cannot support everyone. We are seeing an increase in safeguarding concerns as a result of strained parental relationships."

A view from above of schoolchildren holding snacks.

Holey shoes and abscessed teeth: Oldham school sees impact of cost of living crisis

Read more

The NFER survey of 2,500 senior teachers and leaders found that poor behaviour, as well as pupil absence, were on the rise. "I have been in education 25 years … we have never experienced anything like what we are going through at present," said one senior leader.

"Whether this is due to the cost of living, or as a result of lockdowns, or both, is hard to say, but our staff are facing challenges we have not faced on this scale."

Schools are having to step in to fill gaps in support as teachers struggle to access support from external agencies such as children and young people's mental health services.

"We have to take on the burden of completing lengthy forms with families in order for them to access children's services family support," said one teacher. "We are not trained social workers yet we are being asked to do this work."

The study also finds that it is not only the most disadvantaged children, those eligible for additional pupil premium funding, who need support. More than three-fifths of mainstream schools reported that 50% or more of the pupils receiving additional support were pupils who did not qualify for pupil premium.

Jenna Julius, the NFER research director and co-author of the report, said the cost of living crisis was having a profound impact on pupils and families.

যুক্তরাজ্যে দ্বৈত নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ

পাঁচগুণ বেড়ে এক লাখ ৫৬ হাজার ৪০০ জনে উন্নীত হয়েছে। আর যুক্তরাজ্যের বাইরে জন্ম নেওয়া যুক্তরাজ্য-ইইউ দ্বৈত পাসপোর্টধারী নাগরিকের সংখ্যা প্রায় এক লাখ ৪৭ হাজার।

২০১১ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে আয়ারল্যান্ড ইইউ সদস্য হওয়ার পর ব্রিটিশ এবং আইরিশ পাসপোর্টসহ যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা ছয় গুণ বেড়েছে।

ওএনএসের কর্মকর্তা জে লিন্ডপ বলেন, গত এক দশকে অভিবাসন অর্থাৎ ইইউ থেকে অনেক মানুষ যুক্তরাজ্যে স্থানান্তর হওয়ায় এই সংখ্যাটা বেড়েছে।

তিনি আরও বলেন, ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে বসতি স্থাপন করা পরিবারের সন্তানেরা জন্ম নেওয়ার পর আমরা অল্প বয়সীদের মধ্যে দ্বৈত নাগরিকত্ব বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছি।

লিন্ডপের মতে, যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে আসার পর অবাধ চলাচলের সুযোগ কমে আসায় দ্বৈত পাসপোর্ট নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। ২০১৬ সালে গণভোটে ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দেওয়ার পর ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে আসে। সূত্র : ইনফোমাইগ্রেন্টস

পারমিশন ছাড়া ঘরের যে যে কাজ করা যাবে

যাবে। যেমন- ডিটাচ, সেমি-ডিটাচ, টেরেস প্রপার্টি। তবে কোন ধরনের ফ্লাটের ক্ষেত্রে পারমিটেড ডেভলাপমেন্ট করা যাবে না। সেমি-ডিটাচ অথবা টেরেস প্রপার্টির ক্ষেত্রে দুটি প্রপার্টি যদি একটি কমন ওয়াল শেয়ার করে। তবে পারমিটেড ডেভলাপমেন্ট এর ক্ষেত্রে পার্টি ওয়াল এগ্রিমেন্ট লাগবে।

পারমিটেড ডেভলাপমেন্ট রাইট (পিডিআর) দ্বারা প্রপার্টির কি কি সংস্কার করা যাবেঃ

রেয়ার ও সাইড এক্সটেনশন। নতুন দরজা ও জানালা ছাদের বিভিন্ন কাজ, যেমন- লফ্ট কনভারসন, নতুন রুফ লাগানো, নতুন জানাল লাগানো, লাইট লাগানো ইত্যাদি। নতুন পোর্চ তৈরি করা।

গ্যারেজ এবং বেইসমেন্ট কনভারসন রুমের সাইজ বড় করার জন্য, ঘরের ভিতরের কোনও দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি স্থাপন। যেমন- সোলার প্যানেল, স্যাটেলাইট এন্টেনা ইত্যাদি।

পারমিটেড ডেভলাপমেন্টর জন্য পরিকল্পনা এবং অর্থায়ন:

আপনার নতুন ক্রয়কৃত প্রপার্টির পারমিটেড ডেভলাপমেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ আর্কিটেক্ট অথবা প্রোজেক্ট ম্যানেজারের সাথে পরামর্শ করে একটি উত্তম পরিকল্পনা করুন। পারমিটেড ডেভলাপমেন্টের অর্থায়নের জন্য ব্রিজিং ফাইনান্স নেওয়া যেতে পারে। ব্রিজিং ফাইনান্সের পুরো প্রক্রিয়া খুব দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব। অনেক সময় পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। ব্রিজিং ফাইন্যান্স নেওয়ার সময় কোনো অভিজ্ঞ মর্গেজ এডভাইজারের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ। এই ধরণের লোনে মর্গেজ এডভাইজার এবং কনভিয়েনসিং সলিসিটর যাদের নিয়োগ দিবেন, তাদের ব্রিজিং ফাইন্যান্স করার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা জরুরী, অন্যথায় পুরো লোন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় বেশী লাগতে পারে। ব্রিজিং এর ইন্টারেষ্ট প্রতি মাসে পরিশোধ করা যায় অথবা পুরো লোনের মেয়াদের ইন্টারেষ্ট এক সাথে মূল লোনের সাথে যুক্ত করা যায়। পরবর্তীতে রি-মর্গেজ করে ব্রিজিং লোন পরিশোধ করা যাবে। ব্রিজিং ফাইন্যান্স নেওয়ার সময় অবশ্যই এর এক্সিট বা ব্রিজিং থেকে বের হবার পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।

পারমিটেড ডেভোলাপমেন্টের জন্য যদিও লোকাল কাউন্সিল বা অথরিটির নিকট হতে প্লানিং পারমিশন সংগ্রহ করতে হয় না। তবুও আপনার পারমিটেড ডেভলাপমেন্ট-এর মাধ্যমে প্রপার্টি সংস্কার প্রক্রিয়া আইন সম্পন্ন হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করার জন্য লো-ফুল ডেভলাপমেন্টের সার্টিফিকেটস নেওয়া উত্তম। প্রপার্টি মার্কেট এবং মর্গেজ সম্পর্কে আপনাদের কোন মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে নিচের ই-মেইল অথবা টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। ধভতমআঠণভণডমতধভটভডণ.ডম.লপ /০২০ ৮০৫০ ২৪৭৮ মোস্তাফিজুর রহমান : ফাইন্যানশিয়াল এডভাইজার, বিনিকোনো ফাইন্যান্স, লন্ডন।

যেকারণে বন্ধ হতে পারে ট্যাক্স ক্রেডিট ও চাইল্ড বেনিফিট

কোম্পানীতে চাকরি করছেন, কত টাকা বেতন পাচ্ছেন- বিস্তারিত তথ্যাদি ট্যাক্স একাউন্টে থাকে। যদি সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট থাকেন বা ব্যবসায় থাকেন তারও বিস্তারিত তথ্যাদি ওখানে থাকে।

ট্যাক্স একাউন্ট কীভাবে তৈরি করা যায়?

এইচএমআরসির ওয়েবসাইট ভিজিট করে খুব সহজেই ট্যাক্স একাউন্ট তৈরি করা যায়। একাউন্ট তৈরির পর এইচএমআরসি একটি ইউজার নম্বর প্রদান করে। এটা ১২ সংখ্যার একটা নম্বর। তবে আপনার নিজস্ব পাসওয়ার্ড তৈরি করার সুযোগ রয়েছে। এটা লগইন করলে এইচএমআরসি আপনার ট্যাক্স একাউন্টের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এখানে সব ইনফরমেশন দেখা যায়। এই ট্যাক্স একাউন্টে শুধু চাকরির তথ্যাদি থাকে না, ট্যাক্স ক্রেডিট ও চাইলড বেনিফিটের বিস্তারিত তথ্যাদি থাকে। তো যারা সন্তানের ফুলটাইম এডুকেশন সম্পর্কে এইচ.এম.আরসিতে সর্বশেষ তথ্য জানাতে চান, তারা এই ট্যাক্স একাউন্টের মাধ্যমে জানাতে পারবেন। যদি আপনি নিজে ট্যাক্স একাউন্ট তৈরি করতে না পারেন তাহলে যেকোনো অভিজ্ঞ একাউন্টেন্টের কাছে গেলে আপনাকে তৈরি করে দেবে। তখন একাউন্ট হবে একান্তই আপনার। নিজস্ব নম্বর, নিজস্ব ট্যাক্স। ওখানে কী তথ্যাদি লিপিবদ্ধ তা দেখতে পারবেন।

কেউ যদি সন্তানের ফুলটাইম এডুকেশন সম্পর্কে তথ্য না জানায় তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সন্তানের চাইলড ট্যাক্স ক্রেডিট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কারণ এইচএমআরসি জানতে পারছে না আপনার সন্তান কোনো ফুল টাইম চাকরিতে ঢুকল না ফুলটাইম পড়াশোনায় আছে।

সাজানো ঘটনায় গ্রেপ্তার রিমান্ড, তদন্তে নির্দোষ

মাও. মুমিন খবর পান তার বাসায় ঝামেলা হচ্ছে। খবর নিয়ে জানেন জগলু তার স্ত্রী রুমানা বেগমকে মারধর করছে। এলাকার মানুষ বাসা ঘিরে রেখেছে। এ খবর শোনার পর লন্ডন থেকে এলাকার মানুষকে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে তিনি ঝামেলা না করার জন্য কেয়ারটেকার জগলুকে কড়া নির্দেশ দেন।

এরপর থেকে জগলুর নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ড নজরে আসতে থাকে বাসার মালিক মুমিনের কাছে। লন্ডনে থাকা অবস্থায় নিকটাত্মীয় পাঠিয়ে তিনি ১১ বছরের হিসাব চান। এতে ক্ষেপে যায় জগলু। সে তার স্ত্রী রুমানা ও লন্ডন প্রবাসী মাওলানা মুমিনের ফটো এডিট করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুৎসা রটাতে থাকে। একপর্যায়ে সে মুমিনকে ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টা করে। পরে অবশ্য দেশে থাকা স্বজনের মধ্যস্থতায় জগলু তার অপরাধ স্বীকার করে এবং ছবি নিয়ে বানানো অশালীন ভিডিও সরিয়ে নেয়ার লিখিত অঙ্গীকার করে।

একই সঙ্গে বাসার দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলার কথা বলে সালিশ বৈঠকে আরেকটি লিখিত অঙ্গীকার করে। এই ঘটনাবলী চলার সময় জগলু তার স্ত্রী রুমানা বেগমকে ডিভোর্স দেয়। আর এতে সে অভিযোগ উত্থাপন করে প্রবাসী মুমিনের সঙ্গে রুমানার সম্পর্ক রয়েছে।

এদিকে- জগলুর কাছ থেকে বাসা সমঝে নিতে ২০২২ সালের ১২ই মে দেশে আসেন মাও. মুমিন ও তার স্ত্রী মুসলেহা। ১১ বছরে আদায় করা ভাড়া বাবদ অর্ধকোটি টাকার উপরে দেনা ছিল জগলুর কাছে। এ নিয়ে সালিশ বৈঠক চলমান থাকা অবস্থায় ওই বছরের ২১শে মে রাতে হঠাৎ করে কোতোয়ালি থানা পুলিশের একটি দল মাও. মুমিনকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়।

এরপর থানায় রেখে তারা রাতে রুমানা বেগমের দায়ের করা ধর্ষণ ও পর্নোগ্রাফি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ওই মামলায় মাও. মুমিনের স্ত্রীকেও আসামি করা হয়। পরদিন পুলিশ আদালত থেকে তিনদিনের রিমান্ডে নিয়ে আসে।

মাওলানা আব্দুল মুমিন খান জানিয়েছেন- কেন গ্রেপ্তার হলাম জানি না। পরে শুনলাম আমার কেয়ারটেকারের স্ত্রী রুমানা ধর্ষণ ও পর্নোগ্রাফি মামলা করেছে। এ মামলায় রিমান্ড চলাকালে আমার কাছে প্রস্তাব দেয়া হয়; বাসার একটি ফ্ল্যাট রুমানার নামে, একই সঙ্গে নগদ ৩০ লাখ টাকা এবং রুমানাকে বিয়ে করলে মামলা তুলে নেয়া হবে। তিনি জানান- ওই প্রস্তাবে আমি রাজি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যে ঘটনা আমি ঘটাইনি, সেখানে আমাকে জড়িত করা হয়। রিমান্ড শেষে মাও. মুমিনকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি ওই বছরের জুনের শেষ দিকে কারাগার থেকে বেরিয়ে আইনি লড়াই শুরু করেন।

কারাগার থেকে জামিনে বের হওয়ার আগে আইনজীবীর মাধ্যমে বাদী রুমানাকে ৯ লাখ টাকা দেয়া হয়েছিল। টাকা গ্রহণের পর জামিনে নানা টালবাহানা করেন রুমানা ও তার স্বামী জগলু।

এদিকে- রুমানার দায়ের করা মামলা তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে অন্য ঘটনা। নেপথ্যে বাসা ভাড়ার টাকা আত্মসাৎ। কোতোয়ালি থানার এসআই মিজানুর রহমান তদন্ত শেষে ২০২২ সালের ১৩ই অক্টোবর পর্নোগ্রাফি মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট আদালতে দাখিল করেন। এতে মাও. মুমিন ও তার স্ত্রী দোষী প্রমাণিত হননি।

এর ফলে মিথ্যা মামলা দায়ের করায় বাদী রুমানা বেগমের বিরুদ্ধে পালটা মামলা হয়। এ মামলা এখন সিলেটের সাইবার ট্রাইব্যুনালে চলমান রয়েছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কোতোয়ালি থানার এসআই মিজানুর রহমান জানিয়েছেন- মিথ্যা মামলা দায়ের করার কারণে বাদীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এ মামলা এখন চলমান রয়েছে। এ ছাড়া ধর্ষণের ঘটনার যে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছিল; ইমিগ্রেশন পুলিশের সহযোগিতায় সে তারিখে আসামি মুমিন ও তার স্ত্রী লন্ডনে ছিলেন বলে তদন্তে প্রমাণ মিলেছে।

এদিকে আদালতে কোতোয়ালি থানা পুলিশের দেয়া রিপোর্টের ওপর আপত্তি জানান মামলার বাদী রুমানা বেগম। বাদীর আপত্তির কারণে পরে মামলাটি তদন্তের জন্য পাঠানো হয় কানাইঘাট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এমদাদুল হকের কাছে। গত ৪ঠা জুন কৃষি কর্মকর্তা আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। রিপোর্টে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন- পাসপোর্টে প্রতীয়মান হয়েছে ঘটনার উল্লেখিত তারিখে মাও. আব্দুল মুমিন খান লন্ডনে ছিলেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় শুক্রাণুর উপস্থিতি মেলেনি। তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়- স্বামী আব্দুল মালেক জগলু ডিভোর্সের এক মাসের মাথায় দ্বিতীয়বার ২০২২ সালের ৬ই জুন রুমানাকে বিয়ে করে। কিন্তু রুমানার স্বামী পূর্বের আত্মসাতের দায় থেকে বাঁচতে এখন পলাতক রয়েছে। মাওলানা আব্দুল মুমিন খানের মামলার আইনজীবী দিলীপ কুমার দাস জানিয়েছেন- বাসা ভাড়া টাকা আত্মসাৎ করতে স্ত্রী রুমানাকে ডিভোর্স দিয়ে পুরো ঘটনা সাজিয়েছিল আব্দুল মালেক জগলু। পরে সে আবার স্ত্রীকে বিয়ে করে। দুটি ঘটনাই তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এ কারণে পর্নোগ্রাফি মামলার ঘটনায় এখন উলটো আসামি রুমানা বেগম। আর নারী নির্যাতনের ঘটনার চূড়ান্ত রিপোর্ট আসার পর আদালত মিথ্যা মামলা দায়ের করায় বাদিনীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন। পুরো ঘটনার ভুক্তভোগী হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুমিন খান জানিয়েছেন- আমি এখন ন্যায়বিচার চাই। কিন্তু দুটো ঘটনা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর এখন রুমানার পক্ষে অনেক সালিশ ব্যক্তিত্ব আদালতের বাইরে ঘটনাটি শেষ করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন- আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এবং নির্দোষ ছিলাম বলেই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রবাসীরা নিজের সম্পত্তি নিয়ে সিলেটে কী ধরনের হয়রানির শিকার হন, এ ঘটনা একটি জ্বলন্ত প্রমাণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জেলখানায় বন্দির সঙ্গে প্রহরীর শারীরিক সম্পর্ক

তুলেছিলেন অথবা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

নতুন একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনিটরিং বোর্ডের রিপোর্টে ওই কারাগারে স্টাফদের অসংযত আচরণকে বড় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির ফ্যাক্টর হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই জেলে আছেন কমপক্ষে ২১০০ মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ 'বি' এবং 'সি' ক্যাটেগরির বন্দি।

২০১৭ সালের পর বন্দিদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের ১৮টি ঘটনা সামনে এসেছে। এর মধ্যে তিনজন নারী প্রহরী আছেন।

তারা হলেন জেনিফার গাভান (২৭), আয়শিয়া গান (২৭) এবং এমিলি ওয়াটসন (২৬)। বন্দিদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার কারণে তাদের সবাইকে গত বছর জেল দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এমিলি ওয়াটসন সেলের ভিতর তার জেলবন্দি প্রেমিকের সঙ্গে তিনবার সাক্ষাৎ করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম সাক্ষাতেই তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়। অন্য দু'বারও তারা শারীরিক সম্পর্কে মিলিত হন।

ওদিকে আয়শিয়া গান তার প্রেমিক খুররম রাজাকের সঙ্গে কমপক্ষে ১২০০ বার ফোনকলে কথা বলেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি ছিল রগরগে ভিডিও কল। তিনি প্রেমিক রাজাকের জন্য আন্ডারওয়্যার নিয়ে যেতেন নিজের অন্তর্বাসের ভিতরে। জনশৃংখলা ভঙ্গের কারণে ২০১৯ সালে ওয়াটসন এবং আয়শিয়া গানকে এক বছরের জেল দেয়া হয়।

২০২০ সালের এপ্রিলে জেনিফার গাভান কয়েদি অ্যালেক্স কোক্সনের সঙ্গে প্রেম শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি কোক্সনকে একটি ফোন দেন। তাতে ছিল নিজের যৌনতা বিষয়ক খুল্লামখুল্লা ভিডিও। গত বছর ডিসেম্বরে অভিযোগ স্বীকার করেন গাভান। ফলে তাকে আট মাসের জেল দেয়া হয়।

হাইকমিশনের মিনিস্টার নাসরিন মুক্তির ইন্তেকাল

সেপ্টেম্বর সোমবার স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৪৯ বছর। তিনি স্বামী ও একমাত্র শিশুকন্যাসহ পরিবারের অনেক সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

এদিকে নাসরিন মুক্তির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে শোকবার্তা দিয়েছেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম। তিনি বলেছেন, নাসরিন মুক্তি ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডনের মিনিস্টার (পলিটিক্যাল) পদে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার সঙ্গে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে সার্বিক সম্পর্ক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে গেছেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। নাসরিন মুক্তি ছিলেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কমান্ডার জালাল উদ্দিন (বীরোত্তম)-এর এক সাহসী সন্তান।

শোকবার্তায় আরও বলা হয়েছে, লন্ডন হাই কমিশনে যোগ দেওয়ার আগে নাসরিন মুক্তি বিসিএস ২০তম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের একজন চৌকস কর্মকর্তা হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পদে অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সহিত দায়িত্ব পালন করেছেন। তার অকাল মৃত্যুতে আমরা একজন মেধাবী ও কর্তব্যপরায়ণ সরকারি কর্মকর্তা ও সহকর্মীকে হারালাম। এই গভীর শোকাবহ সময়ে বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সার্বক্ষণিক মরহুমের পরিবারের পাশেই রয়েছে।

হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম বলেন, আমি মরহুমা নাসরিন মুক্তির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি ও তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার জান্নাতুল ফেরদৌস প্রাপ্তির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করছি।

লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশন জানায়, মরহুমার আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডনের উদ্যোগে সোমবার ব্রিকলেন মসজিদে বাদ আসর পবিত্র কোরআন খতম ও বাদ-মাগরিব বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিকে নাসরিন মুক্তির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। এক শোকবার্তায় তিনি মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোক বার্তায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ক্যান্সারের মতো অত্যন্ত জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েও নাসরিন মুক্তি তার দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন। অসুস্থ হয়েও সরকারি দায়িত্ব পালনে তার আন্তরিকতা প্রশংসনীয়।

এছাড়া নাসরিন মুক্তির মৃত্যুতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলাম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে ৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বাদ জোহর ব্রিকলেন মসজিদে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজায় যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম ও লন্ডন হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ অংশ নেন।

শিগগিরই প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নাসরিন মুক্তির মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

সিলেটে লন্ডন প্রবাসী মাওলানা মুমিনকে হয়রানি

সাজানো ঘটনায় গ্রেপ্তার রিমান্ড, তদন্তে নির্দোষ

সিলেট ডেস্ক, ০৮ সেপ্টেম্বর: ধর্ষণ, পর্নোগ্রাফি মামলা। গ্রেপ্তার ও রিমান্ড। এরপর এক মাসের অধিক সময় কারান্তরীণ। সবই গেছে লন্ডন প্রবাসী হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুমিন খানের ওপর দিয়ে। শুধু তিনিই নন, তার স্ত্রী মুসলেহা খানমকেও একই মামলায় আসামি করা হয়। এমন ঘটনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন আব্দুল মুমিন খান। কেনই বা তার ওপর এমন অত্যাচার কিছুই জানেন না তিনি। অথচ মান সম্মান হারানোর মামলায় জড়ানো হয় তাকে। কারাগার থেকে বেরিয়ে আইনি লড়াই শুরু করেন। সত্য ঘটনা প্রকাশে দৌড়াতে থাকেন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছেও। শেষে এলো ফলাফল।

তদন্তেই বেরিয়ে এলো নির্দোষ ছিলেন মাওলানা আব্দুল মুমিন খান। বাসার কেয়ারটেকার আব্দুল মালেক জগলু আত্মসাৎকৃত টাকা লোপাট করতে আব্দুল মুমিন খানকে শায়েস্তা

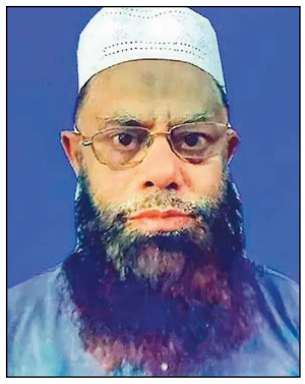

করতে নাটক সাজায়। তার স্ত্রীকে দিয়ে মামলা করিয়ে গ্রেপ্তার ও হয়রানি করা হয়। দীর্ঘ এক বছরের তদন্তে সবকিছু খোলাসা হওয়ার পর স্ত্রী রুমানা বেগমকে পিতার বাড়িতে রেখে পালিয়েছে স্বামী জগলু। হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুমিন খান লন্ডনে ইসলামী সেন্টারে শিক্ষকতা করেন। মূল বাড়ি জকিগঞ্জের পইল গ্রামে। সিলেটের মীরবক্সটুলা আজাদী-১ পাঁচতলা বাসার মালিক তিনি।

১১ বছর আগে মাওলানা মুমিন তার গ্রামের স্বজন আব্দুল মালেক জগলুকে মীরবক্সটুলা বাসার কেয়ারটেকারের দায়িত্ব দিয়ে লন্ডনে চলে যান। এরপর তিনি দেশে আসা-যাওয়া করলেও মূলত জগলুই বাসার সব দেখভাল করে। বাসা ভাড়া দেয়া, ভাড়া উত্তোলন করাসহ সব কাজই করতো জগলু। ২০২২ সালের মার্চে লন্ডনে থাকা অবস্থায় হঠাৎ একদিন

পৃষ্ঠা ৩১

যুক্তরাজ্যে দ্বৈত নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ

দেশ ডেস্ক, ০৮ সেপ্টেম্বর: গত ১০ বছরে যুক্তরাজ্যে দ্বৈত নাগরিক বা একাধিক পাসপোর্টধারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। গত ৩১ আগস্ট বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সরকারি এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, এই সংখ্যা বাড়ার পেছনে ব্রেক্সিটও একটি কারণ।

অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকসের (ওএনএস) আদমশুমারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১১ সালে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস মিলিয়ে ছয় লাখ ১২ হাজার মানুষের কাছে দ্বৈত বা একাধিক পাসপোর্ট ছিল। কিন্তু ২০২১ সালে এসে সেই সংখ্যা ১২ লাখ ৬০ হাজারে উন্নীত হয়েছে।

পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে, ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশের পাসপোর্টধারী নাগরিকের সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

১০ বছরের ব্যবধানে যুক্তরাজ্যে ব্রিটিশ এবং ইইউ পাসপোর্টধারী জন্মগ্রহণকারী লোকের সংখ্যাও

পৃষ্ঠা ৩১

বিলেতে বাড়ি ভাড়া ও ক্রয়-বিক্রয়

পারমিশন ছাড়া ঘরের যে যে কাজ করা যাবে

মোস্তাফিজুর রহমান

বিলেতে প্রপার্টি ক্রয় করার পর, ক্রয়কৃত প্রপার্টি বসবাসের উপযোগী করার জন্য বেশ কিছু সংস্কার করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সংস্কার করার জন্য লোকাল কাউন্সিল বা অথরিটির নিকট হতে প্লানিং পারমিশন সংগ্রহ করতে হয়। তবে কিছু সংস্কারের জন্য প্লানিং পারমিশন প্রয়োজন হয় না এবং এই সংস্কারকে বলে পারমিটেড ডেভলাপমেন্ট অথবা অনুমোদিত পরিবর্ধন।

পারমিটেড ডেভলাপমেন্ট রাইট (পিডিআর) হল প্রপার্টি মালিকের এক ধরনের অধিকার, এই অধিকারবলে তিনি কোনো প্লানিং পারমিশন ছাড়াই তার প্রপার্টির রেয়ার ও সাইড এক্সটেনশন, ছাদের কাজ, নতুন দরজা ও জানাল, বাউন্ডারি ওয়াল, সোলার প্যানেল ইত্যাদি সংস্কার/পরিবর্তন করতে পারবেন।

যেসব প্রপার্টির ক্ষেত্রে পারমিটেড ডেভলাপমেন্ট করা যাবেঃ

সব ধরনের ঘরের ক্ষেত্রে পারমিটেড ডেভলাপমেন্ট করা

পৃষ্ঠা ৩১

TANK JOWETT SOLICITORS
INCORPORATING GORDON SHINE AND COMPANY SOLICITORS

TANK JOWETT SOLICITORS
ট্যাংক জোয়েট সলিসিটর্স
সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত প্রধানসারির ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর্স ফার্ম

যেকোনো ফৌজদারী মামলায় আইনী সহায়তা দিতে আমাদের স্পেশাল লিগ্যেল টিম প্রস্তুত

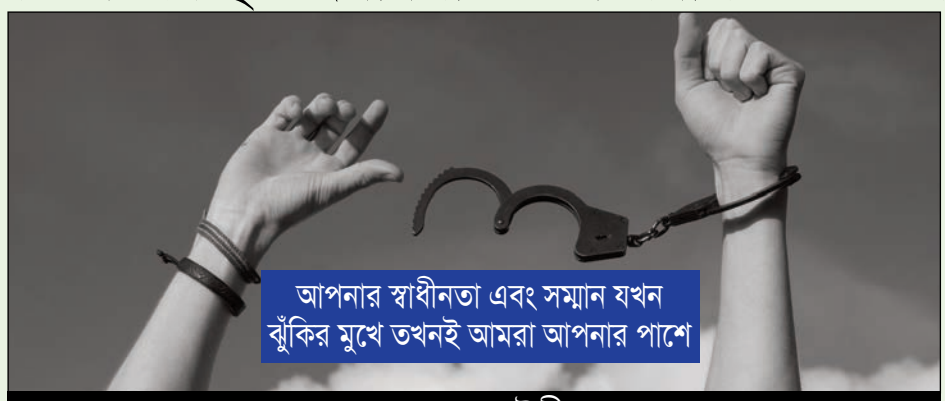

We have Legal Aid

আমাদের প্রধান আইনী সহায়তা

- পুলিশ স্টেশনে আপনার পক্ষে আইনী লড়াই
- ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও ক্রাউন কোর্টে রিপ্রেজেনটেশন
- মটরিং অফেন্স
- দুর্নীতি ও ঘুষ
- সন্ত্রাসবাদ
- কর্পোরেট
- গুরুতর প্রতারণা ও আর্থিক অপরাধ
- মানি লন্ডারী
- ট্যাক্স তদন্ত
- প্রেস এবং রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট
- যৌন অপরাধ
- প্রাইভেট প্রসিকিউশন

Rajesh Bhamm
Solicitor & Senior partner
M: 07931364820
E: r.bhamm@tankjowett.com

Jack ward
Legal Consultant
M: 07788205901
E: j.ward@tankjowett.com

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, Tel: 0207 965 7314
For 24 Hr Emergency, Tel: 0800 669 6065, Email: info@tankjowett.com

Central London Office: 107 -111 Fleet Street EC4A 2AB
West London Office: First Central 200, 2 Lakeside Drive NW10 7FQ

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk